বার মাসের
নফল
ইবাদত
আল্লামা শাহ্ সূফী আলম ফক্‌রী

بارہ ماہ کی نفلی عبادات

বার মাসের নফল ইবাদত

মূল
শাহ সুফী আল্লামা আলম ফক্‌রী

অনুবাদ
মাওলানা নূরুল আবছার

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন
১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

বার মাসের নফল ইবাদত
মূল : শাহ সুফী আল্লামা আলম ফক্‌রী
ভাষান্তর : মাওলানা নূরুল আবছার
সম্পাদনা : আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক : মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন, ৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট (২য় তলা), আন্দরকিলা, চট্টগ্রাম
সন্‌জরী পাবলিকেশন : ১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০৩১-২৮৫৮৫০৮, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১, ০১৯২৫-১৩২০৩১

প্রথম প্রকাশ : ১২ আগষ্ট ২০১০, ১ রমযান ১৪৩১, ২৮ শ্রাবণ ১৪১৬

মূল্য : ১৭০ [একশত সত্তর] টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
সন্‌জরী পাবলিকেশন : ১৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), ১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
মোহাম্মদীয়া কুতুবখানা ৪২, জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

Baro Maser Nafal Ebadat, By :Shaha Shufi Allamah Alam Fakri. Translated By : Mv. Nurul Absar. Edited By : Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By : Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk : 170/-

www.AmarIslam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

مَـوْلَايَ صَـلِّ وَسَـلِّمْ دَائِـمًا أَبَدًا
عَلَىٰ حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَّمِنْ عَجَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ﴾

www.AmarIslam.com

সূচিপত্র

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

প্রকাশকের বক্তব্য

بسم الله الرحمن الرحيم

শত-সহস্র ওলী আল্লাহর স্মৃতি বিজড়িত পূণ্যভূমি হচ্ছে ভারতবর্ষ। এ জনপদের প্রতিটি অলি-গলিতে তাঁরা হেটেঁছেন হিদায়তের প্রদীপ শিখা হাতে নিয়ে। তাঁদেরই পথ ধরে এ উপমহাদেশের সাধারণ মানুষ চলেছে মুক্তির অনিঃশেষ পথে। তাই এ ভূখন্ডের মুসলমানেরা মহাজাত ধর্মানুরাগী। তারা নিজেদের কাজ-কর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান ধর্মকে কেন্দ্র করে পালন করেছেন। বছরের বিশেষ বিশেষ দিনগুলো তারা পরম ভক্তি শ্রদ্ধাভরে পালন করেন। সেদিনগুলোতে তারা ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতের পাশাপাশি নফল ইবাদতে মগ্ন হয়ে পড়েন। তাছাড়া এমনও অনেক মুসলিম ভাই-বোন রয়েছেন, যারা বছরের প্রতিটি দিন নফল ইবাদতে কাটিয়ে দিতে উদগ্রীব। কিন্তু এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞানের অভাবে অনেকে যথাযথভাবে নফল ইবাদত পালনে অপারগ হয়ে পড়ছেন। বিষয়টি আমাদেরকে নাড়া দিয়েছে। তাই এ বিষয়ে একটি বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। "بارہ ماہ کی نفل عبادات" বইটি আমার খুবই মনঃপূত হয়েছে। বইটিতে শাহ সুফী আল্লামা আলম ফক্‌রী কুরআন-সুন্নাহ ও বড় বড় বুযর্গদের জীবনাচারের আলোকে গোটা বছর তথা বার মাসের নফল ইবাদতের ধারাবাহিক বর্ণনা তুলে ধরেছেন। তাই অনুবাদের জন্য বইটি নির্বাচন করেছি। আশা করি বইটি পাঠকদের সমাদর ও সুদৃষ্টি লাভ করতে সক্ষম হবে।

বইটি অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল আবেদন অটুট রাখতে আমরা যথাযথ চেষ্টা করেছি। তবে বিচারের ভার পাঠকের হাতে। ভুল-ত্রুটি অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

সালামান্তে
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
প্রকাশক
সন্‌জরী পাবলিকেশন

www.AmarIslam.com

বার মাসের নফল ইবাদত

আল্লাহ তা'আলার বান্দা হওয়ার জন্য ইবাদতের পথ গ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ, ইবাদতকে আপন করে নিলেই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব। ইবাদত মানুষের ভেতর-বাইরের মলিনতা পুরোপুরি পরিচ্ছন্ন করে দেয়। ইবাদত দ্বারা আল্লাহর উপর নির্ভরতা আসে। ইবাদত আল্লাহর ভালবাসা সৃষ্টি করে দেয়। মোটকথা ইবাদতই হচ্ছে প্রকৃত উপায়, যা বান্দাকে আল্লাহ ওয়ালা করে দেয়। সুতরাং মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতই হওয়া উচিত।

ইবাদতের পরিপূর্ণ সারবত্তা হল– ফরয নামাযগুলি আদায় করা, ফরয রোযা পালন করা, যাকাত প্রদান করা এবং হজ্জ-ওমরা পালন করা। এই ফরয ইবাদতসমূহ সঠিকভাবে আদায় করার পর যদি কোন ব্যক্তি অতিরিক্ত আল্লাহর ইবাদতে রত হতে চায়, তাহলে তাকে নফল নামায, নফল রোযা, আল্লাহর জিকির হিসাবে অজীফা পড়া এবং রাত-দিন বেশী বেশী নফল ইবাদত ইত্যাদি করতে হবে। নফল ইবাদতের জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌলিক নফল ইবাদত সমূহ আমাদের পথের দিশা। কেননা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও ফরয ইবাদতের সাথে অধিক হারে নফল ইবাদত আদায় করতেন। রাত-দিন কয়েক রকমের নফল নামায পড়তেন। অতঃপর সপ্তাহজুড়ে বিভিন্ন সময়ে নফল ইবাদত এবং আল্লাহর যিকির বেশী পরিমাণ করতেন। আর বিভিন্ন দিবসে নফল রোযা রাখতেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সমস্ত কার্যসূচী আমাদের সামনে নফল নামায, নফল রোযা এবং অজীফা হিসাবে বিদ্যমান আছে। সুতরাং যে ব্যক্তি বার মাসে অধিকহারে নফল ইবাদত করতে চায়, তার জন্য উচিত হল– হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত-ত্বরিকাকে বেছে নেয়া। আর সে সুন্নাতকে অনুসরণ করত: নফল নামায, নফল রোযা, কুরআন তিলাওয়াত এবং অন্যান্য অজীফা আদায় করা। বছর জুড়ে বার মাস এবং সাপ্তাহিক দিবস সমূহের যে সমস্ত নফল ইবাদত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদায় করতেন, সে গুলোর সুন্নাত নিয়ম পেশ করা হল।

কতিপয় নফল এবং ওজীফাকে দ্বীনের বুযর্গরাও নিজেদের কার্যতালিকাভুক্ত করেছেন। অধিক পরিমাণে ইবাদত পালনার্থে সেগুলোও ত্বরিকতচারীদের জন্য খুবই উপকারী। যা নফল-সুন্নাত ইবাদতের সাথে লিখে দেয়া হল। এতে ইবাদত প্রেয়সীরা লাভবান হবেন।

www.AmarIslam.com

মুহাররামুল হারাম

ইসলামী সনের বার মাসের প্রথম মাস হল– মুহার্‌রামুল হারাম। "মুহার্‌রম" অর্থ "অবৈধ ঘোষিত"। কেননা, এ মাসে সকল রকমের যুদ্ধ-বিগ্রহ অবৈধ। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা অনুযায়ী মুহার্‌রম মাসের বড় মর্যাদা রয়েছে। বিষেশত: এ মাসের দশম তারিখের ফজিলত খুবই বেশী। এটাকে "আশুরা দিবস" বলা হয়।

ঐতিহাসিকভাবে মাসটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ মাসে গুরুত্বপূর্ণ অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এ সম্পর্কে হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা আমি সরকারের দরবারে আরজ করলাম; হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ তা'আলা আশুরার রোযায় আমাদের জন্য যথেষ্ট ফজিলত দান করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হ্যাঁ; তাই তো, কারণ, এদিন আল্লাহ তা'আলা আরশ, কুরসী, গ্রহ, এবং পাহাড়রাজী সৃষ্টি করেছেন। লাওহ, কলম এবং সমুদ্র আশুরার দিন সৃষ্টি করেন। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এবং অন্যান্য ফেরেশতাকুলকে আশুরার দিন সৃষ্টি করেন। হযরত আদম এবং হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালামকে আশুরা দিন সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালামকে নমরূদের অনল থেকে আশুরার দিন মুক্তি দিয়েছেন। তাঁর সন্তানের ফিদ্‌ইয়াহ্ আশুরার দিন দিয়েছেন। ফিরআউনকে আশুরার দিন ডুবিয়েছেন। হযরত ইদরীস আলাইহিস্ সালামকে আশুরার দিন আসমানে তুলে নেন। ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মও আশুরার দিন হয়েছে। হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের তাওবা আশুরার দিন গৃহিত হয়েছে। হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামও সেদিন সম্মানের তাজ প্রাপ্ত হন। হযরত সোলায়মান আলাইহিস্ সালাম সেদিন মানব-দানবের উপর শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সেদিনই আলোকময় হন। কেয়ামত আশুরার দিন সংঘটিত হবে। উর্ধ্বাকাশ থেকে সেদিনই বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়েছিল। যে দিন উর্ধ্বাকাশ থেকে করুণাবারী বর্ষিত হয়, সে দিনও আশুরার দিন ছিল। যে আশুরার দিন গোসল করবে, সে মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হবে না। যে আশুরার দিন পাথরের সুরমা চোখে দিবে, সে পুরো বছর চোখের রোগে ভুগবে না। যে উক্ত দিন কোন রোগীকে দেখতে গেল বস্তুত সে যেন সকল আদম

সন্তানের সেবাশুশ্রুষা করল। যে আশুরার দিন কাউকে এক অঞ্জলী পানি দিল, সে যেন এক মুহূর্তও আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করেনি।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আশুরার দিন এতীমের মাথায় হাত রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এতীমের মাথার প্রতি চুলের বিনিময়ে জান্নাতে একটি মর্যদায় উন্নীত করবেন।[২]

আনিসুল ওয়ায়েজীন গ্রন্থে হযরত উসমান রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহর মাস "মুহার্‌রম"কে মর্যাদা দাও। যে মুহার্‌রামকে মর্যদা দেবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে মর্যদা দান করবেন এবং দোযখের অনল থেকে নিরাপদ রাখবেন।

মুহার্‌রামুল হারামের নফল ইবাদত এবং রোযা রাখার বিধানসমূহ উল্লেখ করা হল–

মুহার্‌রাম মাসের নফল ইবাদতসমূহ

১লা মুহার্‌রামুল হারামে যে ব্যক্তি এই দোয়া পড়বে, সে অভিশপ্ত শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে। দু'জন ফেরেশতা সারা বছর তার হেফাজতে নিয়োজিত থাকবে। দোয়াটি এই–

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الأَبَدِيُّ الْقَدِيْمُ وَهَذِهِ سَنَةٌ جَدِيْدَةٌ أَسْئَلُكَ فِيْهَا الْعِصْمَةَ مِنَ الشَّيطَيْنِ وَأَوْلِيَاءِهِ وَالْعَوْنِ عَلَى هَذِهِ النَّفْسِ الأَمَّارَةِ بِالسُّوْءِ وَالإِشْتِغَالِ بِمَا يُقَرُّ بُنِيَ إِلَيْكَ يَا كَرِيْمُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আন্‌তাল আবাদিইউল কাদীমু, ওয়া হাজিহী ছানাতুন জাদীদাতুন আছআলুকা ফী-হাল ই'সমাতা মিনাশ্ শায়াতিনি ওয়া আউলিয়াইহী ওয়াল আউনি আ'লা হাজীহিন্ নাফসিল আম্মারাতি বিছ্ছু-য়ী ওয়াল ইশতিগা-লি বিমা ইউকির্‌রু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুনিয়া ইলাইকা ইয়া কারীমু।[৩]

---

[১]. গুনয়াতুত্ তালেবীন
[২]. প্রাগুক্ত
[৩]. নুযহাতুল মাজালিছ

চার রাকাত নফল

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আশুরার দিন চার রাকাত নামায এভাবে আদায় করবে যে- প্রত্যেক রাকাতে একবার সূরা ফাতিহা এবং পঞ্চাশ বার করে সূরা ইখলাস পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার বিগত পঞ্চাশ বছর এবং আগত পঞ্চাশ বছরের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। বেহেশতে তার জন্য নূরের সহস্র প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।

অপর এক হাদিসে দু'সালামে চার রাকাত নামাযের কথা উল্লেখ আছে। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা, সূরা যিল্যাল্, সূরা কাফিরূন এবং সূরা ইখলাস এক বার করে পড়ার কথা উল্লেখ করতঃ নামায শেষে সত্তর বার দরূদ শরীফ পড়ার কথা বলা হয়েছে।

হযরত শিবলী রাহমতুল্লাহি আলাইহির আমল

হযরত শিবলী আলাইহির্ রাহমাহ্ ১লা মুহার্‌রাম থেকে ১০ই মুহার্‌রাম পর্যন্ত চার রাকাত করে নামায পড়তেন। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার, সূরা ইখলাস পনর বার পড়তেন এবং সালামের পর এর সাওয়াব ইমাম হুসাইন রাদিআল্লাহু'র বরকতময় আত্মায় প্রেরণ করতেন। সে সময় একদিন হযরত শিবলী আলাইহির্ রাহমাহ্ স্বপ্নে দেখেন যে, হযরত ইমাম হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহু হযরত শিবলী আলাইহির্ রাহমাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। হযরত শিবলী আলাইহির্ রাহমাহ্ আরজ করেন যে, জনাব! আমার অপরাধ কি? তিনি উত্তর দিলেন, অপরাধ নয়, আমার নেত্রদ্বয় তোমার অনুগ্রহতে লজ্জিত। কিয়ামত দিবসে যতক্ষণ পর্যন্ত এর বিনিময় তোমাকে শোধ করতে পারব না ততক্ষণ পর্যন্ত চার চোখ একত্রিত করব না। এই নামায আদায়কারীদেরকে সরকারের সন্তানগণ কিয়ামত দিবসে সুপারিশ করবেন।[৪]

ছয় রাকাত নফল

যে কেউ এক সালামে ছয় রাকাত নফল আদায় করবে- প্রতি রাকাতে আলহামদু শরীফের পর ছয়টি সূরা যথাক্রমে- সূরা আশ শাম্স, সূরা ক্বাদর, সূরা যিল্যাল, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস্ পড়বে এবং নামাযের পর সিজদায় গিয়ে সূরা কাফিরূন পড়বে, সে আল্লাহ তা'আলার কাছে যা চাইবে তা পূরণ হবে।[৫]

---

[৪]. জাওয়াহেরে গায়বী
[৫]. রূকনে দ্বীন- কিতাবুস সালাত

নফল কার্যের বিনিময়

যে কেউ আশুরা দিবসে চার রাকাত নামায পড়বে এবং প্রতি রাকাতে আল হামদু শরীফের পর এগার বার সূরা ইখলাস পড়বে এবং সালাম ফেরার পর অধিক পরিমাণে "سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ" (সুব্বুহুন, কুদ্দুসুন, রব্বুনা ওয়া রব্বুল মালা-ইকাতু) পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার পঞ্চাশ বছরের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। তার জন্য একটি জ্যোতির্ময় মঞ্চ তৈরী করবেন।[৬]

জ্যোতির্ময় সমাধির জন্য নফল কার্যাবলী

কবরের জ্যোতির্ময়ের তার জন্য আশুরার রাতে দু'রাকাত নফল নামায পড়া হয়। যার নিয়ম হল- প্রতি রাকাতে আলহামদু শরীফের পর তিন বার করে সূরা ইখলাস পড়বে। যে লোক রাতের বেলায় এই নামায পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার কবরকে কিয়ামত পর্যন্ত জ্যোতির্ময় করে রাখবেন।[৭]

হযরত গরীবে নেওয়াজের বাণী

অন্য আরেক প্রকার নামায যা হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির অজীফায় উল্লেখ আছে, তাও দু'রাকাত বিশিষ্ট। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইয়াসীন একবার একবার পড়বে।

ছয় রাকাত নফলের বিনিময়

অন্য এক বর্ণনায় ছয় রাকাতের কথা এসেছে। এগুলোর প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর দশবার করে সূরা ইখলাস পড়বে। এই নামায আদায়কারীকে দয়ালু আল্লাহ বেহেশতে দু'হাজার প্রাসাদ দান করবেন। প্রত্যেক প্রাসাদে পদ্মরাগমণি দ্বারা তৈরী সহস্র দরজা হবে। প্রতি দরজাতে সবুজ পান্নার তক্তাসন হবে। সে তক্তাসনে একজন হুর বসা থাকবে। এছাড়া উক্ত নামাযীর ছয় হাজার বিপদ দূর করে দেয়া হবে এবং ছয় হাজার পুণ্য তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হবে।[৮]

দু'রাকাত নফল নামায

মুহাররাম মাসের ১ম দিন দুই রাকাত নফল নামায পড়বে। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিন বার সূরা ইখলাস পড়বে। সালাম ফিরিয়ে হাত তুলে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে।

---

[৬]. ফাজাইলে আইয়াম ওয়াশ্ শুহুদ
[৭]. জাওয়াহেরে গায়বী
[৮]. রাহাতুল কুলুব, জাওয়াহেরে গায়বী

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْأَبَدِيُّ الْقَدِيْمُ وَهٰذِهِ سَنَةٌ جَدِيْدَةٌ أَسْئَلُكَ فِيْهَا الْعِصْمَةَ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ وَالْأَمَانِ مِنَ السُّلْطَانِ الْجَابِرِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِيْ شَرٍّ وَمِنَ الْبَلَاءِ وَالْأٰفَاتِ وَأَسْئَلُكَ الْعَوْنَ وَالْعَدْلَ عَلٰى هٰذِهِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوْءِ وَالْإِشْتِغَالِ بِمَا يُقَرِّبُنِيْ إِلَيْكَ يَا بَرُّ يَا رَؤُفُ يَا رَحِيْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা 'আন্তাল আবাদিউল কাদী-মু। হা-জিহী ছানাতুন জাদী-দাতুন, আছ আলুকা ফী-হাল ই'সমাতা মিনাশ্ শায়তা-নির রাজী-ম। ওয়াল্ 'আমা-নি মিনাছ সুলত্বা-নিল জা-বিরী, ওয়া মিন্ সার্‌রি কুল্লি জী শাররিন, ওয়া মিনাল্ বালায়ি' ওয়াল্ 'আ-ফা-তি। ওয়াছ-আলুকাল 'আউনা, ওয়াল্ 'আদলা, আলা হাজিহীন্ নাফ্‌ছিল আম্মারাতি বিছ ছু-য়ী ওয়াল ইশতি গা-লি, বিমা ইউকাররিবুনী- ইলাইকা। ইয়া বাররু, ইয়া রাউ-ফু, ইয়া রাহী-মু, ইয়া জা-ল জালালি ওয়াল ইকরাম।

যে ব্যক্তি এই নামায আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দু'জন ফেরেশতা নিয়োজিত করবেন। তারা সে ব্যক্তির সকল কর্মে সহায়তা করবেন। আর অভিশপ্ত শয়তান বলবে যে, আফসোস! আমি এই লোক থেকে পুরো বছরের জন্য আশা ছেড়ে দিলাম।[৯]

শত রাকাত নফল নামায

আশুরার রাতে একশত রাকাত নফল নামায আদায় করবে। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিন বার করে সূরা ইখলাস পড়বে। নামায শেষে সত্তর বার ইসতিগফার পড়বে। এর বিনিময় হবে অপরিসীম।

আশুরা দিবসের নফল রোযা

আশুরার নফল রোযা সম্বন্ধে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস নিম্নরূপ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ».

---

৯. জাওয়াহেরে গায়বী

হযরত আবু হুরায়রাহ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রমজানের পর মর্যাদাবান হলো মুহাররামের রোযা। আর ফরয নামাযের পর মর্যাদাবান হলো রাতের বেলার নামায।[১০]

এ হাদীসের আলোকে রমজান মাসের পর মুহাররাম মাস শ্রেষ্ঠ হওয়াটা প্রতীয়মান হচ্ছে। আর রমজান ছাড়া অন্য দিনের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন যেটাতে রোযা রাখা হয়, তা হল মুহাররাম মাস।

উল্লেখ্য যে, কোথাও একটি বিষয়কে সর্বোত্তম বলা হয়, আবার অন্যত্রে আরেকটিকে সর্বোত্তম বলা হয়– এতে কোন বৈপরীত্য বা বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। কেননা, কতিপয় বিষয়ের ফজিলত সম্বন্ধে যে সকল হাদিস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো দ্বারা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে মাত্র। অর্থাৎ অমুক কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইটা করলে বড় সাওয়াব পাওয়া যাবে। যেমন বলা হয়েছে যে, মুহাররাম মাসে নফল রোযা রাখা উত্তম। অন্য হাদিসে এসেছে, জীল্ হজ্জের নবম তারিখ আরাফা দিবসে রোযা রাখা উত্তম। উভয় কথাই সত্য। এখানে কোন বৈপরীত্য নাই। তবে বুঝে নিতে হবে, আরাফা দিবসের রোযাও উত্তম, মুহাররাম মাসের রোযাও উত্তম।

আশুরা মানে ১০ই মুহার্‌রাম। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদিন রোযা রাখতেন। কারণ এ সম্বন্ধে তিনি বলেন–

عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আশুরার রোযা ছাড়া অন্য কোন রোযার সংকল্প করতে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিনি। আর রমযান মাস ছাড়া পুরো মাস রোযা রাখতে অন্য কোন মাসে দেখিনি।[১১]

অত্র হাদিসের আলোকে বলা যায়, নবী ওয়ালাদের জন্য আশুরার রোযা রাখা অত্যন্ত ফলদায়ক। তাই, খোদাভীরু ত্বরীকতপন্থীরা বেশ আগ্রহ নিয়ে গুরুত্ব সহকারের আশুরার রোযা রাখেন। কেননা, এটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌলিক আমল। এর মাধ্যমে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১০. মুসলিম শরীফ : কিতাবুস সুওম, باب فضل صوم المحرم খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৬৩, হাদীস : ১৯৮২

১১. বুখারী শরীফ : কিতাবুস সুওম, باب صيام يوم عاشوراء খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১২৯, হাদীস : ১৮৬৭

ওয়াসাল্লামের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য নসীব হয়।

এ সম্বন্ধে আরো একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে–

عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ : حِينَ صَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ».

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, যখন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার রোযা রাখলেন এবং অন্যদেরকেও আশুরার রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন, তখন একজন সাহাবী প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ'র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এদিনকে ইহুদী-খ্রীস্টানরাও সম্মান করে। তখন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি আল্লাহ তা'আলা আগামী বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখেন, তাহলে নবম তারিখেও রোযা রাখব।[১২]

দশম মুহাররামের সাথে নবম ও একাদশ'কে মিলিয়ে রোযা রাখা বেশী উত্তম। কেননা, উপর্যুক্ত হাদিস দ্বারা এ বিষয়টি জানা যায়। এর কারণ হচ্ছে, আশুরার দিনটি ইহুদী-খ্রীস্টানদের কাছেও শ্রেষ্ঠ দিন। তারাও এদিনকে সম্মান করে। ফলে তাদের ন্যায় শুধু আশুরার দিন রোযা রাখলে এবং পরের তথা নবম ও একাদশ তারিখে রোযা না রাখলে তাদের সাথে সাদৃশ্যতা বুঝা যায়। এটা না হওয়ার জন্য আগে ও পরে তথা নবম ও একাদশ তারিখে রোযা রাখা উত্তম।

আশুরার রোযা স্ব-মহিমার কারণে প্রথমে নবীগণের কাছে প্রসিদ্ধ ছিল। কেননা এদিনের সাথে নবীগণের ঐতিহাসিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এদিনেই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নমরূদের অনল থেকে মুক্তি লাভ করেন। হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম জটিল রোগ থেকে মুক্তি পান। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম দীর্ঘ বিরহ বেদনায় ভুগে ইউছুফ আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাৎ করেন। বিশেষতঃ মুসা আলাইহিস সালাম এদিন ফিরআউনের অনুসারীদের থেকে মুক্তি লাভ করেন। তাই, এদিনের রোযা অত্যন্ত তাৎপর্যবহুল। সুতরাং এই দিনের রোযা সম্বন্ধে রাসূল পাকের হাদিস নিম্নরূপ;

[১২]. মুসলিম শরীফ : কিতাবুস সুওম, باب أي يوم يصام يوم عاشوراء খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৮০, হাদীস : ১৯১৬

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ» فَقَالُوا : هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُومُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ» فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করেন তখন দেখেন যে, ইহুদীরা আশুরার দিন রোযা রাখল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এদিন কেন রোযা রাখ? তারা বলল, এটা তো খুবই বড়দিন। এদিনে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এবং তার জাতিকে ফেরআউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফিরআউনকে তার বাহিনীসহ ডুবিয়ে মেরেছেন। ফলে মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রোযা রাখেন। তাই আমরাও রোযা রাখি। আল্লাহর রাসূল বলেন, হযরত মুসা আলাহিস্ সালামের সুন্নাতের উপর আমল করার জন্য তোমাদের চেয়ে আমরা অধিক হক্বদার। তাই তিনি আশুরার দিন রোযা রাখেন এবং সাহাবাগণকেও রোযা রাখার নির্দেশ দেন।[১৩]

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে এ বর্ণনাটিও পাওয়া যায় যে, আল্লাহর রাসূল বলেন, বনী ইসরাঈলের উপর আশুরার দিন রোযা ফরয করা হয়েছিল। তোমরা এদিন রোযা রাখ এবং নিজেদের পারিবারিক খরচের ক্ষেত্রে উদারভাবে ব্যয় কর। যে ব্যক্তি এদিন তার পরিবারের সদস্যদের জন্য বেশী খরচ করবে, আল্লাহ তা'আলা সারা বছর তাকে প্রাচুর্যের মধ্যে রাখবেন। যে ব্যক্তি এদিন রোযা রাখবে, উক্ত রোযা তার জন্য চল্লিশ বছরের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে। যে লোক আশুরার রাত ব্যাপী ইবাদত করবে এবং দিনের বেলায় রোযা রাখবে, সে এমন ভাবে মরবে যে, মৃত্যুর যন্ত্রনা অনুভব করবে না।[১৪]

হযরত আবু কাতাদাহ্ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আল্লাহর কাছে আশা করছি যে, তিনি যেন আশুরার রোযাকে বিগত সালের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে দেন।[১৫]

[১৩]. মুসলিম শরীফ : কিতাবুস সুওম, باب يوم صوم يوم عاشوراء খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৭৩, হাদীস : ১৯১১

[১৪]. গুনয়াতুত্ তালেবীন

[১৫]. তিরমিযী শরীফ : প্রথম খন্ড

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন; যে ব্যক্তি আশুরার দিন রোযা রাখবে, তাকে দশ হাজার ফেরেশতার (ইবাদতের) এবং দশ হাজার শহীদের সাওয়াব দেয়া হবে। আর দশ হাজার হজ্জ-ওমরা পালনকারীর সাওয়াব দেয়াও হবে। যে কেউ আশুরার দিন এতীমের মাথায় হাত ফেরাবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য এতীমের মাথার প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে জান্নাতে একেকটি স্তরে উন্নীত করবেন। আর যে লোক আশুরার রাত্রে একজন মু'মিনকে আহার করাবে, বস্তুত সে যেন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল উম্মতকে তৃপ্তিসহ আহার করাবে। তখন মহান সাহাবাগণ প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আশুরার দিনকে আল্লাহ তা'আলা কী সকল দিনের উপর মর্যদা দিয়েছেন? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ; আল্লাহ তা'আলা সকল আসমানকে আশুরার দিন সৃষ্টি করেছেন। ভূ-মন্ডল এবং পাহাড়রাজীকেও আশুরার দিন সৃষ্টি করেছেন। কলম সৃষ্টি করেছেন আশুরার দিন। লওহ মাহফুজকে আশুরার দিন সৃষ্টি করেছেন। হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন আশুরার দিন। তাকে বেহেশতে প্রবেশ করান আশুরার দিন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন আশুরার দিন। ফিরআউনের সলিল সমাধি ঘটে আশুরার দিন। আল্লাহ তা'আলা হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম থেকে বিপদ দূর করেন আশুরার দিন। আদম আলাইহিস সালামের তাওবা গ্রহণ করেন আশুরার দিন। হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের পদস্থলন ক্ষমা করেন আশুরার দিন। ঈসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন আশুরার দিন। কিয়ামত সংঘটিত হবে আশুরার দিন।[১৬]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মুহাররামের আশুরার দিনে রোযা রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ষাট বছরের ইবাদত লিখবেন। যে লোক দিনের বেলায় রোযা এবং রাতের বেলায় ইবাদত করবে আর আশুরার দিন স্নান করবে, সে কোন রোগে আক্রান্ত হবে না, মৃত্যুর রোগ ছাড়া। যে কেউ আশুরার দিন চোখে সুরমা লাগাবে, তার চোখের রোগ হবে না। যে লোক আশুরার দিন কোন রোগীর সেবা করল বস্তুত সে যেন সকল আদম সন্তানের সেবা করল। যে ব্যক্তি আশুরার দিনে এক অঞ্জলী পানি পান করাল বস্তুত সে যেন আল্লাহর অবাধ্যতার প্রতি চোখ তোলেও তাকায়নি। যে

[১৬]. গুনয়াতুত্ তালেবীন

লোক আশুরার দিন চার রাকাত নফল নামায পড়বে এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা ও পঞ্চাশবার সূরা ইখলাস পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বিগত পঞ্চাশ বছরের গুনাহ এবং আগত পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আর বেহেশতের উঁচু স্থানে তার জন্য এক সহস্র জ্যোতির্ময় প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক চার রাকাত নামায দুই সালামের সাথে পড়বে এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার, সূরা যিল্‌যাল্ একবার, সূরা কাফিরূন একবার এবং সূরা ইখলাস একবার পড়বে, সে যখন এগুলি শেষ করবে, তখন হুরকারের উপর সত্তর বার দরূদ শরীফ পড়বে।[১৭]

আশুরার দোয়া

এ দোয়াটি পরীক্ষিত। হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, যে লোক আশুরার সুর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই দোয়াটি পড়বে অথবা কাউকে দিয়ে পাঠ করিয়ে শুনবে, ইনশাআল্লাহ্ সে সারা বছরের জন্য সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা লাভ করবে। তার জীবন দীর্ঘ হবে। মৃত্যু বিলম্বিত হবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

يَا قَابِلَ تَوْبَةِ آدَمَ عَاشُوْرَاءَ ، يَا فَارِجَ كَرْبِ ذِى النُّوْنِ يَومَ عَاشُورَاءَ ، يَا جَامِعَ شَمْلِ يَعْقُوْبَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، يَا سَامِعَ دَعْوَةِ مُوسَى وَ هَارُوْنَ يَومَ عَاشُوْرَاءَ ، يَا مُغْيْثَ اِبْرَاهِيْمَ مِنَ النَّارِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ ، يَا رَافِعُ اِدْرِيْسَ إِلَي السَّمَاءِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ ، يَا مُجِيْبَ دَعْوَةِ صَالِحٍ فِى النَّاقَةِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ ، يَا نَاصِرَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ ، يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَلِّ عَلَى جَمِيْعِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَاقْضِ حَاجَاتِنَا فِى الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ وَأَطِلْ عُمْرَنَا فِى طَاعَتِكَ وَمُحَبَّتِكَ وَرِضَاكَ وَاحْيِنَا حَيٰوةً طَيِّبَةً وَتَوَفَّنَا عَلَى الإِيْمَانِ وَالإِسْلاَمِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ بِعِزِّ الْحُسَنِ وَأَخِيْهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيْهِ وَجَدِّهِ وَبَنِيْهِ فَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ.

[১৭]. প্রাগুক্ত

অতঃপর সাত বার পড়বে-

سُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ الْمِيْزَانِ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَاءَ وَزِنَةَ الْعَرْشِ لاَمَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا نَسْئَلُكَ السَّلاَمَةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ نِعْمَ الْمُوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْرِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ عَدَدَ ذَرَّاتِ الْوُجُوْدِ وَعَدَدَ مَعْلُوْمَاتِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

উচ্চারণ : ইয়া ক্বা-বিলা তাওবাতি আ-দামা আ-শুরা। ইয়া ফা-রিজা কারুবি জিন্নু-নি ইয়াউমা আ-শুরা। ইয়া জা-মিআ শামলি ইয়া কু-বা ইয়াউমা আশুরা। ইয়া ছা-মিআ দাওয়াতি মু-ছা ওয়া হা-রুনা ইয়াউমা আশুরা। ইয়া মুগী-ছা ইবরাহী-মা মিনান্ না-রে ইয়াউমা আশুরা। ইয়া রা-ফিআ ইদ্রীছা ইলাছ ছামা-য়ি ইয়াউমা আশুরা। ইয়া মুজি-বা দা'ওয়াতি ছা-লিহীন ফিন্ না-ক্বাতি ইয়াউমা আ-শুরা।

ইয়া না-ছিরা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াউমা আ-শুরা। ইয়া রাহমা-নাদ দুন্ইয়া ওয়াল আ-খিরাতি ওয়ারাহীমা হুমা ছাল্লি আ'লা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ওয়া আ'লা আ-লি সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়াসাল্লি আ'লা জামিয়ীল আম্বিয়া-য়ি ওয়াল মুরসালী-ন্ ওয়াকজি হা-জা-তিনা ফিদ দুন্ইয়া ওয়াল আ-খিরাতি ওয়াতিল উমরানা ফী ত্বা-আতিকা ওয়া মুহাব্বাতিকা ওয়ারেজা-কা ওয়াহ্ ইনা হায়াতান্ তায়্যিবাতান ওয়া তাউআফ্আনা আলাল ঈ-মা-নি ওয়াল ইসলাম্। বিরাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রা-হিমী-ন্।

আল্লা-হুম্মা বিইয়্যিল হাছানে ওয়া আখি-হি ওয়া উম্মিহী ওয়া জাদ্দিহি ওয়া বানি-হী। ফাররিজ আন্না মা নাহ্নু ফি-হী।

অতঃপর সাতবার পড়বে।

সুবহানাল্লাহি মিল্ আল্ মী-যা-ন্ ওয়া মুনতাহাল্ ইল্মি ওয়া মাবলাগার রিজা- ওয়া যিনাতিল আরশি লা- মাল্ জাআ অলা মান্জাআ মিনাল্-লা-হি ইল্লা-ইলাইহি সুবহানাল্লাহি আদাদাশ শাফয়ি ওয়াল ইত্রে ওয়া আদাদা কালিমাতিল্লা-

হিত তা-ম্মা-তি কুল্লিহা, নাসআলুকাছ সালামাতা বিরাহ্মাতিকা ইয়া আর হামার রা-হিমী-ন। ওয়া হুয়া হাছবুনা ওয়া নি'মাল্ অকী-ল্ নি'মাল্ মাউলা অয়া নি'মান্ নাছীর। ওয়া লা- হাউলা, ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হিল আলিই ইল্ আজী-ম্। ওয়াসাল্লাল্লাহু তায়ালা আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আ-লিহী ওয়া সাহ্বিহী ওয়া আলাল্ মু'মিনী-না ওয়াল মু'মিনাতি ওয়াল মুসলিমী-না ওয়াল মুছলি মা-তি আদাদা জাররা-তিল উজু-দি ওয়া আদাদা মা'লুমা-তিল্লাহি ওয়াল হাম্দু লিল্লা'হি রাব্বিল আ-লামী-ন।

সফর মাস

ইসলামী বর্ষের দ্বিতীয় মাস হলো সফর। "সফর" শব্দের আভিধানিক অর্থ "খালি" বা শূন্য। এর আগের মাস মুহাররামে যুদ্ধ বিগ্রহ অবৈধ ছিল। আল্লাহর প্রিয়তম বন্ধুর শুভাগমনের আগে যখন সফর মাস আসত, তখন আরবের লোকেরা ঘর-বাড়ী খালি ফেলে রেখে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। তাই এ মাসকে সফর বলা হয়।

এ মাসে বালা-মুসিবত নাযিল হয়। পুরো বৎসরে দশ লক্ষ আশি হাজার বালা নাযিল হয়। নয় লক্ষ বিশ হাজার বালা শুধু এ মাসেই নাযিল হয়। তাই পবিত্র হাদিসে এসেছে, যে কেউ সফর মাস অতিবাহিত হয়ে যাবার সু-সংবাদ দেবে, তাকে আমি জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দেব। হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে পদস্খলন এ মাসেই হয়েছে। সফর মাসের প্রথম তারিখে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়। হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম সফর মাসে বিপদে পতিত হন। হযরত যাকারিয়া, হযরত ইয়াহ্ইয়া, হযরত জরজিস, হযরত ইউনুছ আলাইহিমুস সালাম এবং হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকেই এ মাসে বিপদে পতিত হন। হযরত হাবিল আলাইহিস সালামও এ মাসে শহীদ হন।

নফল ইবাদত

সফর মাসের প্রথম তারিখ ইশার নামাযের পর প্রত্যেক মুসলমানের উচিত চার রাকাত নফল নামায আদায় করা। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর পনর বার সূরা কাফিরুন পড়বে, দ্বিতীয় রাকাতে পনর বার সূরা ইখলাস পড়বে, তৃতীয় রাকাতে পনর বার সূরা ফালাক পড়বে এবং চতুর্থ রাকাতে পনর বার সূরা নাছ পড়বে। সালাম ফিরানোর পর একবার "ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাছতাই-নু বলবে। তারপর সত্তরবার দরূদ শরীফ পড়বে। আল্লাহ তা'আলা ঐব্যক্তিকে সর্বপ্রকার বালা-মুসিবত থেকে নিরাপদ রাখবেন। এবং সাওয়াবের বিশাল সম্ভার দান করবেন।[১৮]

আখেরী চাহার শুম্বার নফল ইবাদত

সফরের শেষ বুধবারের গোসল করবে এবং চাশতের সময় তথা পূর্বাহ্নে দুই রাকাত নফল নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর এগার বার

[১৮]. রাহাতুল কুলুব

করে সূরা ইখলাস পড়বে এবং সালাম ফিরিয়ে সত্তর বার নিম্নোক্ত দরূদ শরীফ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

উচ্চারণ :
আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন নাবিইয়িল উম্মিইয়ি ওয়া আলা আ-লিহী ওয়া আস হাবিহী ওয়াবারিক ওয়াসাল্লিম।

এর পর নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়বে-

اَللّٰهُمَّ صَرِّفْ عَنِّي سُوْءَ هٰذَا الْيَوْمِ وَأَعْصِمْنِي سُوْئِهٖ وَنَجِّنِي عَمَّا أَصَابَ فِيْهِ

مِنْ نَحُوْسَاتِهٖ وَكَرَبَاتِهٖ بِفَضْلِكَ يَا دَافِعُ الشُّرُوْرِ وَمَالِكَ النُّشُوْرِ يَا أَرْحَمَ

الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَّ اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْأَمْجَادُ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা সাররিফ আন্নি সু-আ হা-জাল্ ইয়াউমি, ওয়া'সিম্‌নী সু-ইহী ওয়া নাজ্জানী আম্মা- আসা-বা, ফী-হি মিন নাহুসা-তিহী, ওয়া কারা বাতিহী বিফাজলিকা ইয়া দাফিআশ শুরুর, ওয়া মা-লিকান নুশুর, ইয়া আরহামার রা-হিমী-ন। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদিন্ ওয়া আলিহিল আমজা-দ, ওয়াবারিক, ওয়াসাল্লিম।

দু'রাকাত নফল নামায

আখেরী চাহার শুম্বার দু'রাকাত নফল নামায এভাবেও পড়া যাবে যে, প্রতি রাকাতের সূরা ফাতিহার পর তিন বার করে সূরা ইখলাস পড়বে। সালাম ফিরানোর পর সূরা আলাম নাশরাহ, সূরা-ত্বী-ন্, সূরা নসর এবং সূরা ইখলাস প্রত্যেকটি আশি বার করে পড়বে। এ সবের বরকতে আল্লাহ তা'আলা নামায আদায়কারীর অন্তরকে প্রাচুর্য্যময় করে দেবেন।[১৯]

[১৯]. জাওয়াহেরে গায়বী

রবিউল আউয়াল

রবিউল আউয়াল অত্যন্ত বরকতময় ও তাৎপর্যপূর্ণ মাস। এটা ইসলামী বর্ষের তৃতীয় মাস। এর নামকরণের কারণ হলো– প্রথমে যখন এর নাম রাখা হয় তখন ছিল বসন্তের পারম্ভিক কাল। এই মাস কল্যাণ, বরকত ও সৌভাগ্যের ভাণ্ডার। কেননা, এই মাসের দ্বাদশ তারিখে আল্লাহ তা'আলা নিজের অনুগ্রহে জগতের করুণা, দয়ার সাগর, উম্মতের কাণ্ডারী আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওআলিহী ওয়াসাল্লামাকে ধরার বুকে প্রেরণ করেন। এই মাসের অষ্টম দিনে দু'জগতের সরদার নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র মদীনা নগরীতে আগমন করেন। এই মাসের দশম দিনে আল্লাহর প্রিয়তম বন্ধু মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খদীজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা'কে বিয়ে করেন। তাই অন্যান্য মাসের উপর এ মাসের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

এই মাসের নফল ইবাদত নিম্নরূপ

ষোল রাকাত নফল নামায

"কিতাবুল আউরাদ"- এ উল্লেখ আছে যে, যখন রবিউল আউয়ালের চাঁদ দেখা যাবে, তখন সে রাতে ষোল রাকাত নফল নামায আদায় করবে। দুই রাকাতের নিয়ত করবে। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিন বার করে সূরা ইখলাস পড়বে। নামায শেষে এক হাজার বার নিম্মোক্ত দরূদ শরীফটি পড়বে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্‌মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন নাবীইল্ উম্মিয়ি ওয়া রাহ্‌মাতুল্ লা-হি ওয়া বারাকাতুহু।

উক্ত নামাযের অনেক ফযিলত আছে। এই নামায আদায়কারীরা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভে ধন্য হবেন। কিন্তু নামায ও দরূদ শেষে অযুর সাথে শয়ন করতে হবে।

বিশ রাকাত নফল নামায

"জাওয়াহেরে গায়বী"– কিতাবে উল্লেখ আছে যে, উল্লেখিত নামাযের পর সাত বার দরূদ শরীফ উপঢৌকন হিসাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মুবারকে পৌঁছাবে। কারণ মহান সাহাবা, তাবেয়ী ও তবে তাবেয়ীগণ বার দিন যাবৎ এই নামায পড়ে সাওয়াব পৌঁছাতেন। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একুশ বার করে সূরা ইখলাস পাঠ করবে। কারো জন্য বার

দিন যাবৎ সম্ভব না হলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তারিখে উপর্যুক্ত নিয়মে অবশ্যই পড়বে। কারণ উক্ত নামায আদায়কারীদেরকে হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নযোগে জান্নাতের সুসংবাদ দিবেন। আর এটা একটা প্রকৃত সত্য বিষয়।

অজিফা দরূদ শরীফ

রবিউল আউয়াল মাসের সর্বোত্তম ওযিফা হচ্ছে দরুদ শরীফ পড়া। তাই এই মাসে অধিক হারে দরুদ শরীফ পড়া উচিত।

"কিতাবুল মাশায়েখ"এ উল্লেখ আছে, যে রবিউল আউয়ালের চাঁদ উদয় হওয়া থেকে পুরো মাস ইশার নামাযের পর এক হাজার পঁচিশ বার নিম্নোক্ত দরূদ শরীফ পাঠ করবে, অবশ্যই সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়ালা 'আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

একজন বুযর্গের অভিমত হচ্ছে, সূরা ইখলাসের সাথে পবিত্র রবিউল আউয়াল মাসে সোয়া লক্ষ বার নিম্নোক্ত দরূদ শরীফটি পড়বে, তাহলে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে দর্শন করবে এবং কিয়ামতে তাঁর সুপারিশ লাভ করবে।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ.

আস্‌সালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওয়ালা আ-লিকা ওয়াস হা-বিকা ইয়া হাবীবাল্লাহ।

রবিউস্ সানী

এটা ইসলামী বর্ষের চতুর্থ মাস। এটাকে রবিউল আখিরও বলা হয়। এই মাসের নাম রাখার সময় ছিল বসন্তকাল। অর্থাৎ বসন্ত ঋতুর শেষার্ধ কাল। তাই, এর নাম রবিউল আখির রাখা হয়। কিন্তু রবিউল আউআলের সাথে মিলের কারণে রবিউস সানী খ্যাত হয়ে গেছে।

এই মাসের প্রসিদ্ধ ঘটনা এই যে, এই মাসের তৃতীয় তারিখ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ পবিত্র কা'বা ঘরে আগুন নিক্ষেপ করেছিল। তখন সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিআল্লাহু আনহু সেখানে অবরুদ্ধ ছিলেন। এ কারণে পবিত্র কা'বা ঘর জ্বলে যায়। এই মাসে সায়্যিদুনা আবদুল কাদির জিলানি রাদিআল্লাহু আনহু ওফাত লাভ করেন।

নফল ইবাদত

নিম্নোক্ত নিয়ম অনুযায়ী এই মাসের নফল ইবাদতগুলি সুফীগণ আদায় করতেন।

প্রথম রাতের নফল নামায

আল্লাহর ইবাদত গুযার বান্দাদের অভিমত হলো, যখন রবিউস্ সানীর চাঁদ দেখা যাবে তখন প্রথম রাতে মাগরিবের নামাযের পর আট রাকাত নামায দুই নিয়তে আদায় করবে। সূরা ফাতিহার পর তিনবার সূরা কাউসার আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরুন তিন বার, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ৬ষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস তিন বার তিনবার করে পড়বে। ইনশাআল্লহ এই নামাযের বিনিময়ে মুসল্লিকে অসংখ্য নামাযের সাওয়াব দান করবেন।

চার রাকাত নফল

জাওয়াহেরে গায়বীতে উল্লেখ আছে যে, এই মাসের পনর এবং উনত্রিশ তারিখে চার রাকাত নফল পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পাঁচ বার পড়বে। আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সহস্র পুণ্য আমলনামায় লিখে দিবেন এবং সহস্র অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন।

শুভ পরিণাম লাভের অজিফা

যে ব্যক্তি পুরো মাস জুড়ে ইশার নামাযের পর এই অজিফা দৈনিক ১১১ বার পড়বে, সে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় "কলমা তায়্যিবাহ" পড়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করবেন।

www.AmarIslam.com

কোন কোন বুযর্গের বক্তব্য হলো, এই অজিফার মধ্যে শুভ পরিণাম লাভের খুবই প্রভাব রয়েছে-

﴿فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾.

উচ্চারণ: ফা-তিরছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদি, আনতা ওয়ালিয়্যি ফিদ্ দুন্ইয়া ওয়াল্ আ-খিরাতি, তাওয়াফ্ফানি মুছলিমান্, ওয়াল্ হিক্নী বিছ্-ছা-লিহী-ন্।

অনুবাদ: হে আসমান যমীনের স্রষ্টা। দুনিয়া এবং আ-খিরাতে তুমিই আমার সাহায্যকারী। তুমি আমাকে তোমার অনুগত বান্দা হিসাবে দুনিয়া থেকে তুলে নাও। আর আমাকে তোমার সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জুমাদাল আউয়াল

জুমাদাল আউয়াল ইসলামী বর্ষের পঞ্চম মাস। "জুমাদা" অর্থ কোন বস্তু আটকে বা জমাট বেঁধে যাওয়া। এই ঋতুতে যখন পানি জমে যাওয়া শুরু হত তখন একে "জুমাদাল্" আউয়াল বলা হত । পবিত্র হাদিসে এর ফযিলত সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। এই মাসে হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর জন্ম হয়েছে। তিনি এই মাসের পঞ্চদশ তারিখে ভূমিষ্ট হন। এই মাসের একই তারিখে ঐতিহাসিক উষ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

প্রথম রাতের নফল নামায

"জাওয়াহেরে গায়বী" কিতাবে উল্লেখ আছে যে, যে ব্যক্তি এই মাসের প্রথম তারিখে চার রাকাত নফল নামায পড়বে এবং নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস এগারবার করে পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার আমলনামাতে নব্বই হাজার বছরের সাওয়াব লিখে দেবেন এবং নব্বই হাজার বছরের অপরাধ তার আমলনামা থেকে মুছে দেয়া হবে।

আট রাকাত নফল নামায

"জাওয়াহিরে গায়বী" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, জুমাদাল আউয়াল মাসের প্রথম তারিখ রাতে মাগরিবের নামাযের পর আট রাকাত নফল নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস এগার বার করে পড়বে। আল্লাহ তা'আলা এই নামাযের বিনিময়ে মুসল্লির আমলনামায় অসংখ্য ইবাদতের সাওয়াব লিখে দেবেন।

বিশ রাকাত নফল নামায

প্রথম তারিখ ইশার নামযের পর বিশ রাকাত নফল নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার করে সূরা ইখলাস পড়বে এবং সালামের পর একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এই নামাযের বিনিময়ে তাকে অসংখ্য নামাযের সাওয়াব দান করবেন।

তিন দিনের নফল রোযা

এই মাসে তের, চৌদ্দ এবং পনর তারিখ. হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোট তিনটি নফল রোযা রাখতেন।

অপরের কল্যাণের জন্য অজিফা

অপর মানুষের কল্যাণ কামনায় নিম্নোক্ত অজিফা খুবই ফলপ্রদ। তাই এই মাসের প্রতি মাগরিব নামাযের পর একশত বার নিম্নোক্ত অজিফা পড়বে।

প্রতি মাগরিবের সব এই অজিফা পড়তে থাকলে উভয় জগতে প্রচুর কল্যাণের অধিকারী হবে। সে অজিফা হলো-

﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (٧) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٨) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٩) ﴾

অনুবাদ: "হে আমাদের প্রভু! তোমার দয়া এবং জ্ঞানে সব কিছু অনুবাদ? হে আমাদের প্রভু! তোমার দয়া এবং জ্ঞানে সবকিছু জুড়ে আছে। যারা তাওবা করেছে, এবং তোমার পথের অনুসরণ করেছে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। আর তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দাও। যে জান্নাতে "আদন" তুমি তৈরী করেছ সেটাতে তাদেরকে প্রবেশ করাও, যার ওয়াদা তুমি করেছ। আর তাদের পিতা স্ত্রী এবং সন্তানদের থেকে যারা সংশোধন হয়েছে তাদেরকেও জান্নাতে "আদনে" প্রবেশ করাও। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, কৌশলী। তাদেরকে মন্দ থেকে বাঁচাও। সে দিন যাদের কে মন্দ থেকে বাঁচাবে, তাদেরকে তুমি দয়া করবে। আর তা-ই হলো- মহান সাফল্য।[২০]

[২০]. আল-কোরআন, সূরা গাফের ৪০:৭-৯

জুমাদাস্ সানী

এটা ইসলামী বর্ষের ৬ষ্ঠ মাস। এই সময় ছিল পানি আটকে থাকার শেষ সময়। তাই এই মাসকে জুমাদাল্ আখির নাম রাখা হয়। পরবর্তীতে জুমাদাস্ সানী হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠে।

"আজাইবুল মাখলুকাত" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এই মাসের প্রথম তারিখ আল্লাহর রাসূলের উপর জিবরীল আমীন প্রথম ঐশী বাণী নিয়ে আসেন। এই মাসের বাইশ তারিখ উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু খেলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। আর এই মাসের বিশ তারিখ খাতুনে জান্নাত সায়্যিদাহ হযরত ফাতিমা যাহরা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহা জন্মগ্রহণ করেন।

এই মাসের নফল ইবাদতের নিয়ম

চার রাকাত নফল

এই মাসের প্রথম তারিখ চার রাকাত নফল নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তের বার সূরা ইখলাস পড়বে। আল্লাহ তা'আলা এই মুসল্লীর আমল নামায় এক লক্ষ নফল নামাযের সাওয়াব লিখে দেবেন। আর এক লক্ষ গুনাহ মাফ করে দেবেন। (ফজায়িলে আইয়াম ওয়াশ্ শুহূর)

বার রাকাত নফল

ফাজায়িলুশ্ শুহূরে হযরত আখতাব ইবনে হাস্সান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এই মাসের প্রথম রাতে বার রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। এর জন্য কোন সূরা নির্দিষ্ট করতেন না। অধিকাংশ সাহাবা এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন।

বিশ রাকাত নফল নামায

এই মাসের একুশ তারিখের রাত থেকে শেষ রাত পর্যন্ত প্রতি রাতে ইশার নামাযের পর বিশ রাকাত নামাজ পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার করে সূরা ইখলাস পড়বে। আল্লাহ তা'আলা এই নামায আদায়কারীকে পবিত্র রজব মাসের সওয়াব দান করবেন। এই নামাযের উদ্দেশ্য হলো পবিত্র রজব মাসকে ইবাদতের মাধ্যমে স্বাগত জানানো। তাই এই নামাযের মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে।

হেদায়তের রাস্তায় অটল থাকার অজিফা

আল্লাহ'র অলিগণের অভিমত হলো, হেদায়তের রাস্তায় অবিচল থাকার জন্য এই অজিফা খুবই কার্যকর। তাই যে ব্যক্তি জমাদিউস সানীর প্রথম তারিখ থেকে শেষ তারিখ পর্যন্ত দৈনিক ৩১৩ বার এই অজিফা পড়বে, তার হেদায়তের পথ নসীব হবে। তাছাড়া যদি ফজরের নামাযের পর একবার এবং মাগরিবের নামাযের পর একবার পড়ার অভ্যাস করে নেয়, তাহলে অনেক ফায়দা হবে।

﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

(٧) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (٨) ﴾

উচ্চারণ: রাব্বানা লা তুযিগ্ কুলুবানা বা'দা ইজ হাদায়তানা ওয়াহাব লানা মিন্ লাদুন্কা রাহমাতান্, ইন্নাকা আন্তাল্ ওয়াহ্হাব। রাব্বানা ইন্নাকা জা-মিউন্ না-ছি লিইয়াউমিল লা-রাইবা ফী-হি, ইন্নাল্লা-হা লা ইউখ্লিফুল্ মীআদ।

অনুবাদ: "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অন্তরকে বক্র করো না, হেদায়ত দেয়ার পর। আমাদেরকে তোমার কাছ থেকে রহমত দান কর। নিশ্চয় তুমি বড় দানশীল। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় তুমি সকল মানুষ একত্রিতকারী সেদিনে, যেদিনে কোন সন্দেহ নাই। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদার পরিবর্তন হয় না।"[২১]

[২১]. আল-কোরআন সূরা আলে ইমরান ৩:৮-৯

রজবুল মুরাজ্জব

ইসলামী বর্ষের সপ্তম মাস হল রজব মাস। রজব শব্দটি "ترجيب" মূলাক্ষর থেকে গঠিত। এর অর্থ- ইজ্জত করা, সম্মান করা। আরবের লোকেরা এটাকে "আল্লাহর মাস" বলত। এই হিসাবে তারা এমাসকে সম্মান করত। তাই এ মাসকে রজব বলা হয়।

"আশহুরুল হুরুম" তথা পবিত্র চার মাসের অন্যতম হলো রজব। যেমন- আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ- "مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ"। (তার মধ্যে চারটি মাস হচ্ছে হারাম) সেগুলী হলো- ১. মুহাররাম, ২. রজব, ৩. জিলক্বদ ও ৪. জিলহজ্জ।

অজ্ঞতার যুগের লোকেরা এ মাস সমূহকে সম্মান করত। তাদের বাপ-দাদার হত্যাকারীকেও নাগালে পেলে ছেড়ে দিত। পবিত্র কুরআন এ মাস সমূহকে সম্মানিত মাস বলেছে। মুসলমানরা এসকল মাসে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করতে পারবে, কিন্তু কাফের নাগরিকদের উপর চড়াও হতে পারবে না, যদি তারা শান্ত থাকে।

এই মাসের প্রথম তারিখ সায়্যিদুনা নূহ আলাইহিস সালাম নৌকায় আরোহণ করেন। আর চৌদ্দ তারিখ ঐতিহাসিক সিফ্ফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সাতাশ তারিখ মাহবুবে কিবরিয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ শরীফ গমন করেন। তিনি মি'রাজের রাতে জান্নাত-জাহান্নাম অবলোকন করেন এবং আল্লাহর দর্শন লাভ করেন।

এই মাসের আটাশ তারিখ সায়্যিদুল কাউনাইন হযরত আহমদ মুস্তফা মুহাম্মদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা আবির্ভূত হন। এই মাসকে "আসাব"ও বলা হয়। কারণ এ মাসে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের উপর করুণা ও মার্জনা বিতরণ করেন। বান্দার ইবাদত ও দোয়া কবুল হয়। অজ্ঞতার যুগে মজলুমেরা জালেমদের জন্য এ মাসে অধিকহারে বদদোয়া করত। আর তা আল্লাহ তা'আলা কবুল করতেন। এভাবে অসংখ্য হাদিস আছে, যেগুলি রজব মাসের ফজিলত বর্ণনা করে।[২২]

অপর হাদিসে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, রজব আল্লাহর মাস। শা'বান আমার মাস। আর রমজান আমার উম্মতের মাস। (মা ছাবাতা বিস্ সুন্নাহ, ফী আইয়ামিস ছানাহ)

[২২]. আযায়িবুল মাখলুকাত : পৃষ্ঠা : ৪৫

অন্য হাদিসে আছে, হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় রজব শ্রেষ্ঠ মাস। এই মাসে প্রতিটি সৎ কর্মের সাওয়াব দ্বিগুন দেয়া হয়। যে লোক রজবের একদিন রোযা রাখবে, সে পুরো বছর রোযা রাখার সাওয়াব পাবে।

অন্য আরেকটি হাদিসে আছে, সকল নবী-রাসূলের উপর আমার যে ফজিলত, অন্য মাসের উপর রজব মাসের সে ফজিলত রয়েছে। সকল বান্দার উপর আল্লাহ তা'আলার যে ফজিলত, অন্য সকল মাসের উপর রমজানেরও সে ফজিলত রয়েছে।[২৩]

রজব মাসের ইবাদত

ত্রিশ রাকাত নফল

হযরত সালমান রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে সালমান, রজব মাসের চাঁদ উদয় হয়েছে। বিশ্বাসী নর-নারীরা এমাসে ত্রিশ রাকাত নফল নামায আদায় করবে। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিন বার সূরা ইখলাস এবং তিনবার সূরা কাফিরুন পড়বে। সে বান্দার সকল গুনাহ আল্লাহ তা'আলা মুছে দেবেন। তাকে পুরো মাস রোযা রাখার সাওয়াব দান করবেন। পরের বৎসরের নামায পড়ার সাওয়াবও দান করবেন। বদর যুদ্ধের শহীদগণের আমলের সমান তার আমল দৈনন্দিন উন্নীত করা হবে। প্রতিদিনের রোযার বিনিময়ে পুরো বৎসরের ইবাদতের সাওয়াব তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হবে। তাকে সহস্র উর্ধ্ব স্তরে উন্নীত করবেন। আর যদি রজব মাস জুড়ে নামায পড়ে এবং রোযা রাখে, তাহলে তাকে দোযখ থেকে পরিত্রাণ দেয়া হবে। তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে তার স্থান হবে। হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম বলেন, এই নামায হলো, মুশরিক এবং মুনাফিকদের মাঝে পার্থক্য করার নিশান। অর্থাৎ মুনাফিকরা এই নামায পড়ে না। হযরত সালমান বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই নামায পড়ার নিয়ম কী?

তখন তিনি উত্তর দেন, মাসের প্রথম দিকে দশ রাকাত পড়। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার, সূরা ইখলাস তিন বার এবং সূরা কাফিরূন তিন বার পড়বে। সালাম ফিরিয়ে দু'হাত তুলে নিম্মোক্ত দোয়া পড়বে। যথা–

[২৩]. মা সাবাতা বিস্‌সুন্নাহ

لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ اَبَدًا اَبَدًا بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

উচ্চারণ: লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, লা-শারীকা লাহু, লা-হুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু, ইউহ্‌য়ি ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া হাইউন্, লা ইয়ামুতু আবাদান আবাদান, বিইয়াদিহীল খায়রু। ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়্যিন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা মা-নিআ লিমা আ'ত্বায়তা ওয়ালা মু'তী লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফাউ জাল জাদ্দি মিন্‌কাল জাদ্দু।

অনুবাদ: আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন অংশীদার নাই। সার্বভৌমত্ব তাঁরই জন্য। সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি জীবিত করেন, তিনি মৃত্যু দেন। তিনি স্বয়ং সদা জীবিত, তার কখনো মৃত্যু নাই, যাবতীয় সৎ তার নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি সকল ইচ্ছার উপর ক্ষমতাধর।

হে আল্লাহ! যাকে তুমি দান কর তাকে কেউ রুখতে পারে না। আর যাকে তুমি রুখো, তাকে কেউ দিতে পারবে না। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ চেষ্টা করলে সেটা বৃথা হবে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মাঝ মাসে দশ রাকাত পড়তে হবে। সেখানে সূরা ফাতিহার পর, সূরা ইখলাস তিনবার এবং সূরা কাফিরূন তিন বার পড়বে।

সালামের পর হাত তুলে বলুন–

لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي و يُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ اَبَدًا اَبَدًا بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، إِلَهًا وَّاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا فَرْدًا وِتْرًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلا وَلَدًا.

উচ্চারণ : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুল্‌কু ওয়ালাহুল্ হামদু, ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু, ওয়াহুয়া হাইউন, লা ইয়ামুতু আবাদান্ আবাদান্ বিইয়াদিহীল খায়রু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীরুন। ইলাহাঁন ওয়া-হিদান্, আহাদান, সামাদান, ফারদান, ভিতরান, লাম ইয়াত্ তাখিজ ছ-হিবাতান ওয়ালা ওয়ালাদান্।

অনুবাদ : আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তিনি একক। তাঁর কোন অংশীদার নাই। সার্বভৌমত্ব তাঁরই হাতে। প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনিই সবাইকে মৃত্যুদেন আর জীবিত করেন। তিনি সদা আছেন, তার কখনো মৃত্যু নাই। সকল কল্যাণ তাঁরই হাতে। তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। তিনি একক, তাঁর কোন উপাস্য নাই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন স্ত্রীও নাই, কোন সন্তানও নাই।

এই দোয়া পড়ে মুখে হাত মালিশ করবেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মাসের শেষে দশ রাকাত পড়বেন। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস এবং সূরা কাফিরূন তিন বার পড়ে সালাম ফিরিয়ে আসমানের দিকে হাত তুলে পড়বে–

لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ.

উচ্চারণ: লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল্ মুল্‌কু ওলাহুল হামদু, ইউহ্‌য়ী ওয়া ইউমীতু, বিইয়াদিহিল্ খায়রু! ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাই ইন্ কাদীর। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদি ওয়া আলিহীত্ ত্বা-হিরীনা, ওলা হাউ-লা ওয়ালা কুউওয়াতা, ইল্লা বিল্লাহিল আলিইয়িল আজীম।

অনুবাদ: আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নাই। সার্বভৌমত্ব তাঁরই জন্য। তিনি প্রশংসার উপযুক্ত। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তাঁর হাতে সকল কল্যাণ নিহিত আছে। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। অসংখ্য দরূদ আমাদের মুনিব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁর উচ্চ মার্যাদাবান পবিত্র পরিবারের উপর। আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি নাই এবং কোন ক্ষমতাও নাই।

অতঃপর আল্লাহর কাছে অভিব্যক্তি পেশ কর, তিনি মনজুর করবেন। আল্লাহ তা'আলা তোমার এবং জাহান্নামের মাঝে সত্তর কূপ দূরত্ব করে দেবেন। প্রতিটি কূপ প্রকাণ্ড এবং গভীর হবে। একটি থেকে আরেকটির দূরত্ব হবে আসমান জমিনের সমান। প্রতি রাকাতের জন্য লক্ষ রাকাতের সাওয়াব দেয়া হবে। জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং পুলসিরাত নিরাপদে পার করাবেন।

হযরত সালমান রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ বর্ণনা শেষ করেন, তখন আমি ঢুকরে কেঁদে উঠি এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে কেঁদে কেঁদে সিজদায় লুটে পড়ি।[২৪]

রজব মাসের রোযা

রজব মাসে রোযা রাখা বড় সাওয়াব ও পূণ্যের কাজ। নবীকূল সরদার ইরশাদ করেন, রজব খুবই মর্যাদার মাস। এ মাসে আল্লাহ তায়ালা পুণ্যকে দ্বিগুণ করেন। যে লোক রজবে একদিন রোযা রাখে, বস্তুত সে যেন পুরো বছর রোযা রাখে। আর যে লোক রজবে সাতদিন রোযা রাখবে, তার জন্য দোযখের সাতটি দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি রজবে আট দিন রোযা রাখবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। আর যে লোক রজবে দশ দিন রোযা রাখবে, তাকে যা চায় তা মহান আল্লাহ দান করবেন। আর যে লোক রজবের পনর দিন রোযা রাখে তাকে আসমানী অদৃশ্য ডাহুক ডেকে বলবেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার অতীতের গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। এখন থেকে নতুন ভাবে জীবন শুরু কর। আর যে বেশী রোযা রাখবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা বেশী দান করবেন।[২৫]

মি'রাজ রাতের নফল নামায

রজব মাসের সাতাশ তারিখ রাতে বার রাকাত নফল নামায তিন সালামের সাথে পড়বে। প্রথম চার রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কদর তিন বার করে পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সালামের পর সত্তর বার এই দুয়া পড়বে।-
"লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহুল হাক্কুল্ মুবী-ন্" ।
এর পরের চার রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস তিনবার পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সালামের পর বসে সত্তর বার এই সূরাটি পড়বে-

﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨) ﴾

এর পর আল্লাহর দরবারে খুবই নিষ্ঠার সাথে দোয়া করবে।

---

[২৪]. গুনয়াতুত্ তালেবীন
[২৫]. মা সাবাতা বিস্সুন্নাহ

চার রাকাত নফল নামায

আল্লাহর অলীগণ উল্লেখ করেছেন, সাতাশ তারিখ রাতে দুই রাকাত করে চার রাকাত নফল নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস সাতাশ বার পড়বে। সালাম ফেরানোর পর স্বস্থানে বসে থাকবে। আর বসে বসে সত্তর বার এই দরূদ শরীফটি পড়বে। বুযর্গগণ বলেন : রজবের সাতাশ তারিখ এভাবে নফল নামাজ এবং দরূদ শরীফ পড়লে আল্লাহ তা'আলা খুশী হন। যারা পড়ে তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং আল্লাহর রহমতের ছায়া তাদের জন্য প্রসারিত করে দেন। আর আখেরাতেও এ নফল ইবাদতসমূহ সাহায্যকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। দরূদ শরীফটি হচ্ছে এই-

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ، وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ.

দুই রাকাত নফল নামায

সাতাশ তারিখ রাতে দুই রাকাত করে চার রাকাত নফল নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস একুশ বার করে পড়বে।
নামায শেষে দশবার দরূদ শরীফ পড়ে এই দোয়াটি পড়বে-

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِمُشَاهَدَةِ أَسْرَارِ الْمُحِبِّيْنَ وَبِالْخَلْوَةِ الَّتِي خَصَصْتُ بِهَا سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ حِيْنَ أَسْرَيْتَ بِهِ لَيْلَةَ السَّابِعِ وَالْعِشْرِيْنَ أَنْ تَرْحَمَ قَلْبِيْ الْحَزِيْنَ وَتُجِيْبُ دَعْوَتِي يَا أَكْرَمُ الأَكْرَمِيْنَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিমুশাহেদাতি আছরারিল মুহিব্বী-ন্ ওয়াবিল্ খিলওয়াতিল- লাতি খাসাসতা বিহা সায়্যিদাল মুরসালি-ন, হী-না আছরইতা বিহী লায়লাতাস্ সা-বি' ওয়াল ইশরী-না, আন্ তারহামা কালভীল হাযী-ন্, ওয়া তুজী-বু দা'অয়াতী, ইয়া আকরামাল্ আকরামী-না।
তাহলে আল্লাহ তা'আলা দোয়া কবুল করবেন এবং অন্যদের মৃত অন্তর জীবিত করবেন।[২৬]

অষ্টম রাকাত নফল নামায

দুই রাকাত করে চার সালামে আট রাকাত নফল নামায পড়তে হবে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার করে "ইসরার আয়াত" পড়বে।
এই নামায পড়লে অন্তরে পবিত্রতা আসবে। আল্লাহর হাম্দ-প্রশংসার প্রতি অন্তর ঝুঁকবে। আল্লাহর ইবাদতে প্রফুল্লতা আসবে। যদি কোন সালেক্ পথপ্রদর্শক

---

[২৬]. নুযহাতুল মাজালিস : খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩০

খুঁজে, তাহলে আল্লাহ তাকে প্রকৃত পথ প্রদর্শক মিলিয়ে দেবেন। এভাবে এই নামাযের অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। আয়াতে ইস্‌রা এই–

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١) وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا (٢) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (٣) ﴾

জোহরের পর নফল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমার করণীয় ছিল যে, যখন সাতাশে রজব আসত, তখন তিনি ই'তিকাফে বসে যেতেন। জোহরের নামায শেষে নফল আদায়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। অতঃপর চার রাকাত নফল নামায পড়তেন। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা শেষে তিন বার করে সূরা ক্বদর এবং পঞ্চাশ বার করে সূরা ইখলাস পড়তেন। তারপর আসর পর্যন্ত দোয়ায় রত থাকতেন। সরওয়ারে আলমের আমলও এ রকম ছিল।

বার রাকাত নফল

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি সাতাশ তারিখে বার রাকাত নফল নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিন বার সূরা ক্বদর আর ১২ বার সূরা ইখলাস পড়বে, নামায শেষে একবার দরূদ শরীফ আর নিম্মোক্ত তাসবিহ সমূহ তিনবার করে পড়বে-

١ - سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

০১. সুব্বু-হুন্, কুদ্দু-ছুন্, রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূ-হ্।

٢ - رَبِّ اغْفِرْلِي وَارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الأَعْظَمَ.

০২. রাব্বিগ্‌ফির ওয়ারহাম্ ওয়া তাজাওয়ায্ আম্মা তা'লামু, ফাইন্নাকা আন্‌তাল আযীযুল আ'জম্।

অতঃপর একশতবার দরূদ শরীফ পড়বে। তারপর একশত বার পড়বে-

أَسْتَغْفِرُوْا اللهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطِيْئَةٍ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ.

উচ্চারণ : আস্‌তাগফিরুল্লাহি রাব্বী মিন্ কুল্লি জান্‌বিন্ ওয়া খতিআতিন্ ওয়া আতুবু ইলাইহি।

www.AmarIslam.com

এতপর একশত বার তাসবিহ পড়বে। অর্থাৎ-

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লা-হি ওয়ালা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার ওয়ালা হাউলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হিল্ আলিই ইয়িল্ আজীম। তারপর নিজের জন্য, পিতা-মাতা ও মুসলিম জাতির জন্য দোয়া করবেন। এই আমলের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে পাঁচটি নিয়ামত দান করবেন। যথা–

- ✓ তাকে কোন মানুষের মুখাপেক্ষী হতে হবে না।
- ✓ ঈমানের উপর তার মৃত্যু হবে।
- ✓ তার কবর বিস্তৃত করে দেয়া হবে।
- ✓ জান্নাতের বাতাস তার উপর প্রবাহিত হতে থাকবে এবং
- ✓ সে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভে ধন্য হবে।

মি'রাজের রোযার সাওয়াব

রজবের সাতাশ তারিখ রাতে হুজুরের মি'রাজ হয়েছে। এই রাতের ফজিলত সম্বন্ধে হজরত আবু হুরায়রাহ্ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে লোক রজবের সাতাশ তারিখ রোযা রাখবে, সে ষাট মাস রোযা রাখার সাওয়াব পাবে। এদিন হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের তাশরিফ আনেন।

শায়খ হিবাতুল্লাহ্ স্বীয় সূত্রে আবু সাল্‌মা রাদিআল্লাহু আনহুর বর্ণনায় হযরত সালমান ফারসী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে নকল করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

রজব মাসে এমন একটি দিন ও একটি রাত রয়েছে, সেদিন যদি রোযা রাখা হয় এবং সে রাতে যদি ইবাদত করা হয়, তাকে একশত বৎসর রোযা রাখার এবং একশত বৎসর রাত জুড়ে ইবাদত করার পূণ্য দেয়া হবে। আর এটা হলো– রজবের সাতাশ তারিখের রাত। আর এ দিনে আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয়তমকে রিসালাত দান করেন।[২৭]

[২৭]. গুনয়াতুত্ তালেবীন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শা'বানুল মুআজ্জম

শা'বান ইসলামী বর্ষের অষ্টম মাস। শা'বান শব্দটি "تـــشعب" শব্দমূল থেকে নির্গত। এর অর্থ প্রভেদ, পার্থক্য। যেহেতু এই মাসে হরেক রকমের কল্যাণ অবতীর্ণ হয় এবং বান্দাদেরকে নানান রকমের জীবিকা দান করা হয়। তাই এই মাসকে শাবান বলা হয়। পবিত্র হাদিসে এসেছে- এই মাসে রোযা পালনকারীদেরকে অনেক প্রকারের প্রাচুর্য্যতা দেয়া হয়– তাই এই মাসকে শা'বান নামে নাম করণ করা হয়েছে।

শা'বান শব্দে পাঁচটি বর্ণ আছে। যথা-

০১. ش : شرفٌ তথা– সম্মান।

০২. ع : عُـــلُـــوٌّ তথা– শ্রেষ্ঠত্ব।

০৩. ب : برٌّ তথা– পুণ্য, শুভ।

০৪. ا : الفت তথা– ভালবাসা। এবং

০৫. ن : نور তথা– আলো, উজ্জ্বলতা।

এই মাসে উক্ত পঞ্চবর্ণের তাৎপর্য দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সুশোভিত করেন। আল্লাহ তা'আলা এই মাসে বান্দাদের জন্য সৎ কর্মের দ্বার খুলে দেন। আকাশ থেকে বরকত বর্ষণ করেন। অপরাধ ক্ষমা করে দেন। এই মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করা হয়। দরূদ শরীফ বেশী বেশী পড়ার জন্য এই মাস বিশেষিত।

আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ হলো "وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ" অর্থাৎ 'তোমাদের প্রভু যা ইচ্ছা করেন তা সৃষ্টি করেন এবং তা থেকে বাছাই করে নেন।' সুতরাং আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক শ্রেণী থেকে চারজনকে বাছাই করেছেন আর এই চারজন থেকে একজনকে বাছাই করে নিয়েছেন। ফেরেশতা থেকে চার জনকে বাছাই করেছেন। যথা–

১. হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। ২. হযরত মীকাঈল আলাইহিস সালাম ৩. হযরত ইসরাফিল আলাইহিস সালাম। ৪. হযরত আযরাঈল আলাইহিস সালাম আবার এই চারজন থেকে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে নির্বাচিত করেছেন। এভাবে নবীগণ থেকে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম, হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে মনোনীত করেছেন এবং তাদের সকলের

মধ্য থেকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে বিশেষিত করে নিয়েছেন।

মহান সাহাবাগণ থেকে চারজনকে বাছাই করেছেন। তারা হলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু, হযরত উমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু, হযরত উসমান গণী রাদিআল্লাহু আনহু এবং হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু। আবার তাদের সকল থেকে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে বিশেষিত করে নিয়েছেন। মসজিদসমূহ থেকে চারটি মসজিদকে বাছাই করেছেন। সেগুলো হচ্ছে–

১. মসজিদে হারাম। ২. মসজিদে আকসা। ৩. মসজিদে নব্বী। ৪০. মসজিদে সীনা (পর্বত)।

অতঃপর এইগুলি থেকে মসজিদে হারামকে বিশেষিত করেন।

দিবস থেকে চারটিকে বাছাই করেছেন। যথা–

১. ঈদুল ফিতরের দিন। ২. ঈদুল আযহার দিন। ৩. আরাফার দিন। ৪. আশুরার দিন।

এগুলো থেকে আরাফার দিনকে বিশেষিত করেছেন।

রাত সমূহ হতে চার রাতকে আল্লাহ তা'আলা বাছাই করেছেন। যথা-

১. শবে বরাতের রাত। ২. ক্বদরের রাত। ৩. জুমার রাত। ৪. ঈদের রাত।

তম্মধ্যে ক্বদরের রাতকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষিত করেছেন।

বসতিসমূহ হতে চারটি বসতিকে পছন্দ করে নিয়েছেন। যথা-

১. পবিত্র মক্কা নগরী। ২. মদীনা নগরী। ৩. জেরুজালেম। ৪. দশ মসজিদ নগরী।

সেগুলো থেকে মক্কা নগরীকে বিশেষিত করা হয়।

চার পর্বতকে আল্লাহ তা'আলা বাছাই করেন। যথা–

১. নূর পর্বত। ২. আবু কুরাইশ পর্বত। ৩. তুর পর্বত। ৪. হেরা পর্বত।

তম্মধ্যে আল্লাহ তা'আলা হেরা পর্বতকে মর্যদাসম্পন্ন করেন।

চার নদীকে আল্লাহ তা'আলা বাছাই করেন। যথা–

১. জাইহুন নদী। ২. সাইহুন নদী। ৩. নীল নদী। ৪. এবং ইউফ্রেটিস নদী (ফোরাত)।

তম্মধ্যে ইউফ্রেটিসকে (ফোরাত) বাছাই করেন।

চার মাসকে আল্লাহ তা'আলা বাছাই করেন। যথা–

১. রজব। ২. শা'বান। ৩. রমজান। ৪. এবং মুহাররাম। তম্মধ্যে শা'বানকে বিশেষিত করেছেন এবং এটাকে আল্লাহর রাসূল নিজের মাস বলেছেন।

সুতরাং সকল নবী–রাসূলগণের মধ্যে আমাদের প্রিয় রাসূল যেভাবে শ্রেষ্ঠ সেভাবে শা'বান মাসও অবশিষ্ট মাস সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।[২৮]

শা'বান মাসের ইবাদত

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– শা'বান মর্যাদার মাস। কারণ এটা আমারই মাস। তাই আল্লাহর সমীপে এই মাসের অজস্র সাওয়াব রয়েছে। আল্লাহ ভক্তদের আমল অনুসারে এ মাসে নিম্মোক্ত আমল করা উচিত।

বার রাকাত নফল নামায

পবিত্র হাদিসে এসেছে, শা'বানের প্রথম তারিখ রাতে বার রাকাত নফল নামায পড়তে হয়। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর পাঁচ বার সূরা ইখলাস পড়বে। এই নামায আদায়কারীকে আল্লাহ তা'আলা বার হাজার শহীদ এবং বার বছরের ইবাদতের সাওয়াব দিবেন। ঐ নামায আদায়কারী ব্যক্তি গুনাহ মুক্ত হয়ে সদ্য প্রসূত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যাবে। আশি দিন পর্যন্ত তার গুনাহ লেখা হবে না।[২৯]

অপর বর্ণনায় এসেছে, শা'বান মাসের প্রথম রাত ইশার নামাযের পর বার রাকাত নামায পড়তে হবে। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর পনর বার করে সূরা ইখলাস পড়বে। সালামের পর সত্তরবার দরূদ শরীফ পড়ে স্বীয় গুনাহ থেকে তাওবা করবে। আল্লাহ চাহে তো তার গুণাহ মাফ করে দিয়ে তাকে বেহেশতের উপযোগী করবেন।

প্রথম জুমার রাতের নফল নামায

শা'বান মাসের প্রথম জুমার রাতে ইশার নামাযের পর আট রাকাত নামায এক সালামের সাথে আদায় করবে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর এগার বার করে সূরা ইখলাস পড়বে। এর সাওয়াব জান্নাতের মধ্যমণি মা ফাতিমাতুয্ যাহরা রাদিআল্লাহু আনহার রূহে পৌঁছাবেন। মা ফাতিমা বলেছেন, "এই নামায আদায়কারীকে বাদ দিয়ে আমি বেহেশতে যাব না।"

চার রাকাত নফল নামায

শা'বান মাসের প্রথম জুমার রাতে ইশার নামাযের পর এক সালামের সাথে চার রাকাত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার সূরা ইখলাস পড়বে। এই নামাযের অনেক ফজিলত রয়েছে। এই নামায আদায়কারীকে একটি উমরার সাওয়াব দান করা হবে।

---

[২৮]. গুনয়াতুত্ তালেবীন

[২৯]. ফাযায়েলে শুহুর

দুই রাকাত নফল নামায

শা'বানের প্রথম জুমার রাতে মাগরিব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে দুই রাকাত নফল নামায পড়তে হয়। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার করে আয়াতুল কুরসী, দশবার সূরা ইখলাস, একবার করে সূরা ফালক. এবং একবার সূরা নাস পড়বে। ঈমানের উন্নতির জন্য এই নামায অত্যন্ত ফলপ্রদ।

অজিফা

শা'বান মাসের চৌদ্দ তারিখ আসর নামাযের পর সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় অজুর সাথে চল্লিশ বার এই শব্দ গুলি পড়বে-

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণ: "লা– হাউলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হি-ল্ আলীইয়িল আজীম।" এই দোয়া যে পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার চল্লিশ বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন।

শা'বানের চৌদ্দ তারিখের নফল নামায

এই তারিখের মাগরিব নামাযের পর দুই রাকাত নফল পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত একবার করে পড়বে এবং তিন বার করে সূরা ইখলাস পড়বে। গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য এটি অতি শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। ইশার নামাযের আগে আট রাকাত নফল নামায চার সালামের সাথে আদায় করবে। সূরা ফাতিহার পর পাঁচবার করে সূরা ইখলাস পড়বে। গুনাহ মাফের জন্য এই নামাযও শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

শবে বরা'ত

শা'বান মাস পুরোটা যদিও বরকত ও সৌভাগ্যে ভরপুর, কিন্তু ১৫ তারিখ রাত অন্যান্য রাত সমূহের চেয়ে থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। তাই এই রাতকে ফজিলত মণ্ডিত রাত সমূহের মধ্যে গণনা করা হয়। এটাকে শবে বরাত এবং লায়লাতুল মুবারকও বলা হয়।

সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ : قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ».

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- শাবানের পনের তারিখের রাতে তোমরা কিয়াম (তাহাজ্জুদ) কর এবং দিনে রোজা রাখ। এই তারিখে আল্লাহ তা'আলা প্রথম আসমানে সমাসীন হন। ওখান থেকে বিশেষ রহমত বর্ষিত হয়। আল্লাহ তা'আলার কার্যক্রম সম্পাদনকারী ফেরেশতাকূল আল্লাহর সামনে পুরো বর্ষের "আমলনামা" উপস্থাপন করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা জগতবাসীকে সম্বোধন করে বলেন, মার্জনাকামী কেউ আছে? আমি তাকে মার্জনা করব। জীবিকা তালাশকারী কেউ আছে? আমি তাকে জীবিকা দেব। বিপদ গ্রস্ত কেউ আছে? আমি তাকে উদ্ধার করব। ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত এই আহ্বান চলতে থাকে।[৩০]

সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ».

হযরত আবু মুসা আশ্‌আরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শা'বানের পনর তারিখ আল্লাহ তা'আলা রহমত বর্ষণ করেন। মুশরেক এবং বিদ্বেষপোষণকারী ছাড়া প্রত্যেক ঈমানদারকে ক্ষমা করেন।[৩১]

---

[৩০]. সুনানে ইবনে মাজাহ : খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩০১, হাদীস : ১৩৭৮

[৩১]. প্রাগুক্ত

www.AmarIslam.com

কোন কোন বর্ণনায়, মুশরেক, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, চুলগিরা জুড়ে লুঙ্গি পরিধানকারী, অবিরত মদ্যপায়ী, সন্ত্রাসী, আপরের সম্পদ আত্মসাৎকারী, যাদুকর, লম্পট, গণক ও ব্যভিচারীকে ক্ষমা করা হয় না।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শা'বানের পনর তারিখ রাতে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমার কাছে আসেন এবং আমাকে বলেন, হে আল্লাহর প্রিয়তম! আপনার মাথা মুবারক তুলে আসমানের দিকে তাকান। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকানোর পর বলবেন, এটা কোন রাত। তখন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম স্পষ্ট করে বলেন, এটা এমন রাত, যে রাতে আল্লাহ তা'আলা নিজের রহমতের তিন শত দরজা খুলে দেন এবং ঈমানদারদেরকে মাফ করে দেন। কিন্তু মুশরিক, গণক, যাদুকর, ব্যভিচারী এবং অবিরত মদপানকারীকে মাফ করবেন না। অবশ্যই তারা তাদের আচরণের উপর অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করলে মাফ করা হবে। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেহেশতের দরজাগুলো উন্মুক্ত দেখতে পান। সেখানে দেখেন যে, প্রথম দরজার ফেরেশতা ডেকে ডেকে বলছেন, ওই রাতে তাওবাকারীদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। দ্বিতীয় দরজার ফেরেশতা বলছেন, এই রাতে সিজদাকারীদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। তৃতীয় দরজার ফেরেশতা বলেন, এই রাতে দোয়াকারীদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। চতুর্থ দরজার ফেরেশতা বলেন, এই রাতে জিকিরকারীদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। পঞ্চম দরজার ফেরেশতা বলেন, এই রাতে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারীদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। ৬ষ্ঠ দরজার ফেরেশতা বলেন, এই রাতে ঈমানদারদের জন্য সু-সংবাদ। ৭ম দরজার ফেরেশতা বলেন, কোন প্রার্থনাকারী আছ? তার প্রার্থনা পূরণ করা হবে। অষ্টম দরজার ফেরেশতা বলেন, দান গ্রহণকারী কেউ আছ কি? তাকে দান করা হবে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, বেহেশতের এই সকল দরজা কতদিন খোলা থাকবে? তিনি উত্তর দিলেন, রাতের শুরু থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত খোলা থাকবে।

তারপর হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা এই রাতে আপনার উম্মতদের মধ্য থেকে "বনী কল্‌ব" বংশের ছাগল গুলোর কেশের সমান সংখ্যক লোককে আগুনের শাস্তি থেকে মুক্তি দেবেন।

শায়খ আবু নছর রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু আনহার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

www.AmarIslam.com

ইরশাদ করেন, আয়েশা! এটা কোন রাত? তিনি বলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা অর্ধ শা'বানের রাত। এই রাতে দুনিয়া এবং বান্দার আমল উপরে তোলা হয় এবং আল্লাহর বরাবরে উপস্থাপন করা হয়। আল্লাহ তা'আলা এই রাতে বনী কল্ব গোত্রের ছাগল পালের কেশ সমান বান্দাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেন। তুমি আমাকে আজ রাতে ইবাদত করতে সুযোগ দেবে কি? আমি আরজ করলাম, অবশ্যই দেব। তারপর তিনি নামায পড়লেন। তিনি হালকা ভাবে নামায আদায় করেন। সূরা ফাতিহা এবং ছোট সূরা পড়েন। এভাবে নামাযান্তে তিনি সিজদায় লুটে পড়লেন। এই সিজদায় তিনি ফজর পর্যন্ত ছিলেন। আমি তাঁকে সিজদায় দেখলাম। মনে হলো- আল্লাহ তা'আলা তার রূহ কব্জ করে নিয়েছেন। আমি দীর্ঘ অপেক্ষায় অস্থির হয়ে তাঁর কাছে গেলাম। হুজুরকে স্পর্শ করলাম। তখন তিনি একটু নড়লেন। নিম্মোক্ত শব্দমালা তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত হতে শুনলাম-

اَللَّهُمَّ أَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوْذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ نِعْمَتِكَ وَأَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ ثَنَائُكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আউযু বিআফ্‌বিকা মিন্ উকু-বাতিকা, ওয়া আউযু বিরাহ্‌মাতিকা মিন নি'মাতিকা, ওয়া আউযু বি রেজাকা মিন ছাখাতিকা, ওয়া আউযু বিকা মিন্‌কা জাল্লা সানা উকা, লা উহসী সানাআন আলাইকা, আন্‌তা কামা আছনাইতা আলা নাফসিকা।

অর্থাৎ, হে প্রভু! আমি তোমার শাস্তি থেকে তোমার ক্ষমা আর মার্জনার আশ্রয়ে আসছি। তোমার ক্রোধ থেকে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয়ে আসছি। তোমার কাছেই আশ্রয় চাই। তোমার সত্তা মহান। আমি তোমার মর্যাদা অনুযায়ী প্রশংসা করতে পারছি না। তুমিই তোমার প্রশংসা করতে সক্ষম। আর কেউ নয়।

প্রত্যূষে আমি আরজ করলাম যে, আমি সিজদায় এমন শব্দ উচ্চারণ করতে শুনেছি, যা বলতে আর কখনো শুনিনি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তা কি তুমি মুখস্থ করে ফেলেছ? আমি বললাম, জী-হ্যাঁ, তিনি বলেন, নিজেও শিখ এবং অন্যদেরকেও শিখাও। কেননা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সিজদার মধ্যে সে শব্দমালা বলতে বলেছেন।

শবে বরাতের নফল ইবাদত

শবে বরাতের রাত জুড়ে কুরআন তিলাওয়াত, জিকির এবং ইবাদতে মগ্ন থাকতে হবে। কোন মসজিদ বা ইবাদতগাহে ইবাদতে রত থাকা উত্তম।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শা'বানের পনর তারিখ রাত ব্যাপী ইবাদত কর। দিনের বেলায় রোযা রাখ আর রাত জুড়ে বন্দেগী কর। কেননা এ দিন সূর্য ডুবার পর আল্লাহ তা'আলা প্রথম আসমানে অবতরণ করেন এবং বান্দাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ক্ষমা প্রার্থনাকারী কেউ থাকলে আস, আমি ক্ষমা করে দেব। জীবিকা সন্ধানী কেউ থাকলে আস, আমি তাকে জীবিকা দেব। এবং বিপদগ্রস্ত কেউ থাকলে আস, আমি তাকে উদ্ধার করব। তিনি এভাবে ডাকতে থাকেন এবং এমতাবস্থায় সকাল হয়ে যায়।[৩২]

সালাতুল খাইর

পূর্ববর্তী আলেমগণ থেকে বর্ণিত আছে যে, শবে বরাতের রাতে একশত রাকাত নামায পড়া হয়। প্রতি রাকাতে দশবার করে এক হাজার বার সূরা ইখলাস পড়তে হয়। এটাকে "সালাতুল খাইর" বলে। এই নামাযে প্রচুর বরকত আছে। আলেমগণ জামাত সহকারে এই নামায আদায় করতেন।

ইমাম হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আল্লাহর মাহবুবের তিন জন সাহাবী আমাকে বলেছেন, যে লোক এই নামায পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার দিকে রহমতের নজরে ৭০ বার তাকাবেন। প্রতিবার তাকানোর কারণে তার সত্তরটি প্রয়োজন পূরণ হবে। যার সর্বনিম্ন পর্যায় হলো তার অপরাধ ক্ষমা।[৩৩]

দশ রাকাত নফল নামায

এক বর্ণনায় আছে যে, হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার যে উম্মত শবে বরাতের রাতে দশ রাকাত নফল নামায পড়বে তার গুনাহ মাফ হবে এবং সে দীর্ঘ জীবন লাভ করবে। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর এগার বার সূরা ইখলাস পড়তে হবে।[৩৪]

দুই রাকাত নফল

শা'বানের পনর তারিখ রাতে দুই রাকাত নফল নামায পড়বে। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী এবং পনর বার সূরা ইখলাস

---

[৩২]. ইবনে মাজাহ
[৩৩]. গুনয়াতুত্ তালেবীন
[৩৪]. নুযহাতুল মাজালিস

পড়বে। সালামের পর একশত বার দরূদ শরীফ পড়ে রিযিক বৃদ্ধির ফরিয়াদ করবে। ইনশাআল্লাহ্ সে নামাযের ওসিলায় তার রিযিক বৃদ্ধি পাবে।

আট রাকাত নফল নামায

শা'বানের পনর তারিখ রাতে চার সালামে আট রাকাত নামায পড়বে। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ক্বদর একবার এবং সূরা ইখলাস পনর বার করে পড়বে। মাগফিরাতের জন্য এই নামায খুবই ফলদায়ক।

কবরের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভের নামায

শা'বানের পনর তারিখ রাতে দুই সালামের সাথে আট রাকাত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর দশবার সূরা ইখলাস পড়বে। আল্লাহ তা'আলা এই নামায আদায়কারীর ক্ষমা-মার্জনার জন্য অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত করবেন। এরা তাকে কবর আজাব থেকে পরিত্রাণ এবং বেহেশতে প্রবেশের সুসংবাদ দেবেন।

তাওবার উদ্দেশ্যে নফল নামায

শা'বানের পনর তারিখ আট রাকাত নফল নামায দুই সালামের সাথে আদায় করবে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী দশবার, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর "সূরা আলাম নাশরাহ" দশবার, তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ক্বদর দশবার, চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস দশবার পড়বে। এভাবে বাকী চার রাকাতও পড়তে হবে। সালাম ফেরার পর সত্তর বার ইসতিগফার এবং সত্তর বার দরূদ শরীফ পড়ে গুনাহ থেকে তাওবা করবে। ইনশাআল্লাহ্ তার এই নামাযের ওসিলায় ছোট বড় সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

চৌদ্দ রাকাত নফল নামায

শা'বানের পনর তারিখ সাত সালামের সাথে চৌদ্দ রাকাত নফল নামায আদায় করবে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন একবার, সূরা ইখলাস একবার, সূরা ফালাক একবার, সূরা নাস একবার করে পড়বে। সালাম ফেরানোর পর আয়াতুল কুরসী একবার এবং সূরা তাওবার শেষের আয়াত "লাকাদ জা-আকুম রাসূল" থেকে "আজীমুন্" পর্যন্ত একবার পড়বে। ধর্মীয় এবং পার্থিব কল্যাণের জন্য এই নামায খুবই কল্যাণকর।

অজিফা

১. শা'বানের পনের তারিখ রাতে সূরা বাকারার শেষের রুকুর "আ-মানার রাসূল" থেকে "কা-ফিরীন" পর্যন্ত আয়াত একুশ বার পড়লে আল্লাহ তা'আলা তার মান-সম্মান এবং ধন-দৌলত রক্ষা করবেন।

২. একই সময়ে "সূরা ইয়াসী-ন" তিনবার পড়লে নিম্মোক্ত উপকার হবে। যথা– (ক) জীবিকার উন্নতি হবে। (খ) দীর্ঘ জীবন লাভ হবে। (গ) বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

৩. "সূরা দুখান্" সাতবার পড়া উত্তম। এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা সে বান্দার সত্তরটি দুনিয়ার আব এবং সত্তরটি আখিরাতের অভাব পূরণ হবে।

পনের তারিখের নফল নামায

শা'বানের পনের তারিখে জোহরের নামাযের পর চার রাকাত নফল নামায দুই সালামে আদায় করবে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা যিলযাল একবার, সুলা ইখলাস দশবার, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা তাকাসুর একবার, সূরা ইখলাস দশবার, তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন তিন বার এবং সূরা ইখলাস দশ বার পড়বে, চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর আয়তুল কুরসী তিনবার এবং সূরা ইখলাস পঁচিশবার পড়বে। এই নামাযের অসংখ্য ফজিলত রয়েছে। এই নামাযের মুসল্লির প্রতি আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বিশেষ রহমতের নজরে তাকাবেন। এর দ্বারা দ্বীন-দুনিয়ার অশেষ কল্যাণ হবে।

অজিফা

১. শা'বান মাসে প্রতিদিন নিম্মোক্ত দোয়া পড়লে গুনাহ মাফের সর্বোত্তম মাধ্যম হবে।

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِى لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ إِلَيْهِ تَوْبَةَ عَبْدٍ ظَالِمٍ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا.

উচ্চারণ: আসতাগফিরুল্লাহা-ল্ আজীমাল্ লাজি লা-ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হায়্যুল কায়্যুমু ইলাইহি তাউবাতা আব্‌দিন্ জা-লিমিন, লা ইয়ামলিকু নাফছাহু দাররান ওয়ালা নাফআন্, ওয়ালা মাউতান, ওয়ালা হায়াতান্, ওয়ালা নুশু-রান্।

২. রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, শা'বান মাসে যে ব্যক্তি তিন হাজার বার দরূদ শরীফ পড়ে আমাকে বখশিশ করবে, কিয়ামত দিবসে তার জন্য সুপারিশ করা আমার জন্য ওয়াজিব হবে।

নফল রোযা

শা'বানের পনর তারিখের রোযার ফজিলত বেশী। যে ব্যক্তি এই দিন রোযা রাখবে তার পঞ্চাশ বছরের অপরাধ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন।

৩. এ দিন মাগরিবের নামাযের পর ছয় রাকাত নামায পড়বে। তিন সালামের সাথে এই নামায দুই রাকাত করে আদায় করবে। ১ম দুই রাকাতের উদ্দেশ্য হলো, দীর্ঘ জীবন লাভ, ২য় দুই রাকাতের উদ্দেশ্য হলো বিপদ দূর হওয়া এবং ৩য় দুই রাকাতের উদ্দেশ্য হলো কোন সৃষ্টির মুখাপেক্ষী না হওয়া। প্রতি দুই রাকাত শেষ করে সূরা ইয়াসিন একবার এবং সূরা ইখলাস একুশবার পড়বে। এরপর নিস্‌ফ শা'বানের দোয়াটি পড়বে।

নিস্‌ফ শা'বানের দোয়া

اَللّٰهُمَّ يَا ذَاالْمَنِّ وَلاَ يَمُنُّ عَلَيْهِ ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الطَّوْلِ وَالْإِنْعَامِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، ظَهْرَ اللاَّجِئِيْنَ وَجَارُ الْمُسْتَجِيْرِيْنَ وَأَمَانَ الْخَائِفِيْنَ ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُوْمًا أَوْ مَطْرُوْدًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ فَامْحِ ، اَللّٰهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَ حِرْمَانِي وَ طَرْدِي وَاقْتِتَارِ رِزْقِي وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِى أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيْدًا مَرْزُوْقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِى كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ ﴿يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ إِلٰهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِى لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ الَّتِي يُفْرَقُ فِيْهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ وَيُبْرَمُ ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلاَءِ وَالْبَلْوَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لاَنَعْلَمُ وَأَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ ، وَصَلَّى اللهُ تَعَالَي عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইয়া জা-ল্ মান্নি ওয়ালা ইয়ামুন্নু আলাইহি, ইয়া জা-ল্ জালা-লি ওয়াল ইক্‌রামি। ইয়া জাত্ তাউলি, ওয়াল ইন্‌আমি, লা ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা জাহ্‌রুল লা-হী-না অ জা-রুল্ মুছতাজিরী-না। ওয়া আমা-নাল খা-ইফী-ন্। আল্লা-হুম্মা ইন কুন্‌তা কাতাব তানী ইনদাকা ফী উম্‌মিল কিতা-বি শাকিইয়ান, আউ মাহ্‌রুমান, আউ মাতরু-দান্, আউ মুকাত্ তারান, আলাইয়া ফির্ রিযকি ফাম্‌হি। আল্লাহুম্মা বিফজলিকা শাকাওয়াতি, ওয়া হিরমানী, ওয়া ত্বরদী, ওয়া ইকতিতারি রিযকী, ওয়া আছ্‌বিত্‌নী ইনদাকা ফী উম্মিল কিতাবি, সায়ীদান মারযু-কান্ মুআফ্‌ফাকান লিল খাইরাতি, ফাইন্নাকা কুলতা ওয়া কাউলুকাল হাক্কু ফী কিতা-বিকাল্ মুনায্‌য্যা আ'লা লিছানি নাবিই ইকাল মুরছালি। ইয়ামহুল্লাহু মা এয়াশা-উ, ওয়া ইউছবিতু ওয়া ইন্‌দাহু উম্মুল্ কিতাবি। ইলাহী বিত্‌তাজল্লিল আ'জম ফী লায়লাতিন্ নিছফে মিন্ শাহ্‌রি শা'বানিল মুকাররামিল লাতী ইউফ্‌রাকু ফী-হা কুল্লু আমরিন্ হাকী-মিন, ওয়া ইউবরামু আন্ তাক্‌শিফা আন্‌না মিনাল্ বালা-ই, ওয়াল বাল্‌ওয়া-ই, মা না'লামু ওয়ামা না'লামু ওয়া আন্‌তা বিহি আ'লামু, ইন্নাকা আন্‌তাল আ-আয্‌যুল আকরাম। ওয়া সাল্‌লাল্লাহু তাআলা আ'লা সায়্যিদিনা মুহাম্‌মাদিন্ ওয়া আ'লা আ-লিহী ওয়া আসহা-বিহী ওয়াসাল্লাম, ওয়াল্ হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্‌বিল্ আ-লামী-ন্।

অনুবাদঃ হে আমার প্রভু! তুমিই সকলের উপকারকারী। তোমার উপকার কেউ করতে পারে না। হে মহান সম্মান ও অনুগ্রহের মালিক! হে মহান দানশীল! তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তুমিই পতনুখদের রক্ষাকারী। আশ্রয়হীনদের আশ্রয়দানকারী এবং বিপন্নদের উদ্ধারকারী।

হে আল্লাহ! যদিও তুমি আমাকে তোমার কিতাবে ধমক দিয়েছ, কিংবা বঞ্চিত অথবা ভাগ্যহীন করে দিয়েছ, তবে হে আল্লাহ! স্বীয় অনুগ্রহে আমার বঞ্চনা, দুর্ভাগ্য, তাচ্ছিল্য এবং অভাবকে মুছে দেয়ার ফরিয়াদ করছি। তোমার কাছে রক্ষিত আমলনামায় আমাকে ভাগ্যবান, প্রাচুর্যময় এবং পুণ্যবান করে দাও। তোমার নবীর মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রেরিত গ্রন্থে তুমি আমাদের বলেছ- আল্লাহ যা চায় মুছে দেয়, আর যা চায় তৈরী করে দেয়। আমার আমলনামা তোমার কাছে রক্ষিত।

হে আল্লাহ! মহান তাযাল্লির সদকায় যে অর্ধর্ব শা'বানের রাতে সকল বস্তুর বন্টন হয় সে অবস্থায় তুমি আমার বিপদ দূর করে দাও। যদিও আমার সে বিপদ সম্বন্ধে আমি জানি বা না জানি, সে সব সম্বন্ধে তুমি-ই ভালভাবে অবগত আছ। নিঃসন্দেহে তুমিই সবচেয়ে মহান এবং অনুগ্রহশীল। আমাদের মহান পথপ্রদর্শক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামর উপর তোমার করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক, সেভাবে তার পরিবার পরিজনের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আ-মীন।

পবিত্র রমজানুল মুবারক

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রমজান আল্লাহর মাস। এটা অনেক বরকতের ও ফজিলতের মাস। ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, বন্দেগী এবং কৃচ্ছ্রতা অবলম্বনের মাস। এই মাসের ইবাদতের সাওয়াব সত্তরগুণ বেশী হয়। যে লোক নিজের প্রতিপালকের ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে অশেষ প্রতিদান দেবেন।

ইবনে জওযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি "বুস্তানুল ওয়ায়িজীন" গ্রন্থে লিখেন, হযরত ইউসুফ নবী তাঁর পিতার বার সন্তানের মধ্যে যেভাবে অধিক প্রিয় ছিলেন সেভাবে রমজান মাসও বার মাসের মধ্যে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। হযরত ইউসুফ নবীর উসিলায় তাঁর এগার ভাইকে যেভাবে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, সেভাবে রজমান এক মাসের ওসিলায় এগার মাসের গুনাহও মাফ করে দেবেন।[৩৫]

হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রমযানের প্রতি রাতে একজন ডাহুক সূর্যোদয় পর্যন্ত ডাক দিয়ে বলে, হে মঙ্গলকামী! পূর্ণ কর আর খুশী হও। হে মন্দকামী! থেমে যাও আর শিক্ষা নাও; হে ক্ষমাপ্রার্থী! তোমাকে ক্ষমা করা হলো। হে তা-য়িব! তোমার তাওবা গৃহীত হলো। হে প্রার্থনাকারী! তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। মহামহিম আল্লাহ পবিত্র রমযানের প্রতি ইফতারের সময় ষাট হাজার অপরাধীকে নরক থেকে মুক্তি দেন। আর অন্যসময় পুরো মাসে যতজনকে মুক্তি দেয়া হয় ওই মাসের ১দিনেই ততজনকে মুক্তি দেয়া হয়।

রমজানের প্রথম রাতের ইশার নামাযের পর একবার সূরা ফাতেহ পড়া উত্তম। রমযানের ১ম রাতের তাহাজ্জুদের নামাযের পর আসমানের দিকে মুখ করে ১২ বার নিম্মোক্ত দোয়াটি পড়া উত্তম। যথা-

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْقَائِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ.

উচ্চারণ: লা- ইলা-হা ইল্‌লাল্লাহুল হায়্যুল কায়্যুমুল কা-ইমু আলা কুল্লি নাফসিম বিমা কাছাবাত।

উপর্যুক্ত অজিফা আদায়কারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য নিয়ামত দান করবেন।

রমযান মাসে প্রতি নামাযের পর নিম্মোক্ত দোয়াটি দৈনিক তিনবার করে পড়লে আল্লাহ তা'আলা তাকে মার্জনা দান করবেন।

[৩৫]. নুযহাতুল মাজালিস

www.AmarIslam.com

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ إِلَيْهِ تَوْبَةَ عَبْدٍ ظَالِمٍ لاَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا وَّلاَمَوْتًا وَّلاَ حَيوةً وَّلاَ نُشُوْرًا.

উচ্চারণ: আস্‌তাগফিরুল্লাহাল আজী-মাল্লাজি লা- ইলা- হা ইল্লা হুয়াল হায়্যুল কায়্যুমু ইলাইহি তাউবাতা আবদিন্ জা-লিমিন্ লা ইয়ামলিকু নাফছাহু দাররান ওয়ালা নাফআন ওয়ালা মাউতান ওয়ালা হায়াতান ওয়ালা নুশুরান।

রমজান শরীফে প্রত্যেক ইশার নামাযের পর দৈনিক তিনবার কলেমা তায়্যিবাহ পড়ার ফজিলত খুবই বেশী। ১ম বার পড়ার কারণে মার্জনা হয়, ২য় বার পড়ার কারণে নরক মুক্তি হয়। ৩য় বার পড়ার কারণে জান্নাতযোগ্য হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শবে কদর

শবে কদর বরকতমণ্ডিত রজনী। এটা রমযানের শেষ দশকে হয়ে থাকে। এই রাতের ইবাদত এক হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম। তাই শবে কদর খুবই ফজিলতের রাত। "লায়লাতুল্ কদর" অর্থ মহিমান্বিত রাত। হাদিসে আছে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ».

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– 'শবে কদরকে রমযানের শেষ দশকে তালাশ কর।'[৩৬]

অন্য হাদিসে এসেছে, বেজোড় রাতগুলোতে শবে কদর তালাশ কর। কারণ হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শবে কদর রমজানের ২১,২৩,২৫,২৭ও২৯ তারিখের রাত সমূহে তালাশ কর। এর দ্বারা শেষ দশকের পাঁচ রাতের ফজিলত এবং বরকত প্রতিভাত হচ্ছে।

অধিকাংশ মুফাস্সির ও বুযর্গরা বলেছেন, রমযানের ২৭তারিখের রাতই শবে কদরের রাত। কারণ, হযরত উমর রাদিআল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে লোক রমযান মাসের ২৭তারিখের রাতে সকাল পর্যন্ত ইবাদতে মগ্ন থাকে, সে আমার খুবই প্রিয়ভাজন।

শবে কদরের নিদর্শনাবলী

বুযর্গগণ শবে কদরের ছয়টি নিদর্শন বর্ণনা করেছেন। যথা–

- ✓ এই রাত অন্য রাতের তুলনায় অধিক উজ্জ্বল হবে।
- ✓ এই রাতের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ হবে।
- ✓ আকাশ পরিচ্ছন্ন এবং আলোকিত দেখা যাবে।
- ✓ তারকারাজি খুব স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হবে।
- ✓ এই রাতের সকালের সূর্য উদয়ের সময় তেজস্বী ও কড়া হবে না।

[৩৬]. বুখারী শরীফ : খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৪৭, হাদীস : ১৮৮০

www.AmarIslam.com

- ✓ এই রাতে মানব এবং জিন ছাড়া সমুদয় বস্তু সিজদায় নত হয়ে পড়ে। এই বিষয়টি উন্মুক্ত অন্তরের লোকেরা অবলোকন করেন। সাধারণ লোকেরা অবলোকন করতে পারে না।

শবে কদরে দোয়া কবুল হওয়া

শবে কদরে এমন এক সময় আছে যখন যে দোয়া করা হয়, তা কবুল হয়। সুতরাং মুসলমানের উচিত শবে কদরে এমন তাৎপর্যবহুল দোয়া করা যা উভয় জগতের কল্যাণবহ হয়। যেমন– নিজের অপরাধের মার্জনা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দোয়া করা।

ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَدْعُو؟ قَالَ : «تَقُولِينَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

মুমেন জননী সায়্যিদাহ আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, আমি আরজ করেছি– হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলুন যে, যদি আমার শবে কদর নসীব হয়, তাহলে আমি কি দোয়া করব? তিনি উত্তর দেন, এই দোয়া কর- "নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারী, তুমি ক্ষমাকে ভালবাস, সুতরাং আমাকে মাফ করে দাও"।[৩৭]

বেজোড় রাতের নফল ইবাদত

আবিদ ও যাহিদদের নিয়ম মতে এই পাঁচ রাতে নিম্মোক্ত নিয়মে নফল ইবাদত করা হয়। এর অশেষ সাওয়াব রয়েছে।

২১ তারিখের রাতের ইবাদত

একুশ তারিখের রাতে দুই সালামে চার রাকাত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ক্বদর একবার করে এবং সূরা ইখলাস একবার করে পড়বে। সালামের পর সত্তর বার দরূদ শরীফ পড়বে। এরূপ নামাযির মাগফিরাতের জন্য ফেরেশতারা দোয়া করবেন।

একুশ তারিখের রাতে দু'রাকাত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার করে সূরা ক্বদর এবং তিনবার করে সূরা ইখলাস পড়বে। সালামের পর নামায শেষে সত্তর বার ইস্তিগফার পড়বে। ইনশাল্লাহু তায়ালা এই নামায এবং শবে ক্বদরের ওসিলায় আল্লাহ তা'আলা নামাযিকে ক্ষমা করবেন। রমযান মাসের একুশতম রাতে একুশবার সূরা ক্বদর পাঠ করা উত্তম।

[৩৭]. ইবনে মাজাহ : খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩০৫, হাদীস : ৩৮৪০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২৩ তারিখের রাত

বরকত মণ্ডিত রমযান মাসে তেইশ তারিখের রাতে দু'সালামে চার রাকাত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার করে সূরা ক্বদর এবং তিনবার করে সূরা ইখলাস পড়বে। সালামের পর সত্তর বার দরূদ শরীফ পড়বে। অপরাধ মার্জনার জন্য এই নামায খুবই কার্যকর।

তেইশ তারিখের রাতে চার সালামের সাথে আট রাকাত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার করে সূরা ক্বদর এবং একবার করে সূরা ইখলাস পড়বে। সালামের পর সত্তর বার কলেমায়ে তামজীদ পড়বে। অতঃপর মহান প্রভুর কাছে স্বীয় অপরাধের মার্জনা চাইবে। আল্লাহ চাহে তো ক্ষমা করে দিবেন। তেইশ তারিখের রাতে একবার সূরা ইয়াসিন এবং একবার সূরা আর-রাহমান পড়া উত্তম।

২৫ তারিখের রাত

রমযান শরীফের পঁচিশ তারিখের রাতে দু'সালামে চার রাকাত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার করে সূরা ক্বদর এবং পাঁচবার করে সূরা ইখলাস পড়বে। সালামের পর একবার কালেমায়ে তায়্যিবাহ পড়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করবে। ইনশাআল্লাহ্ তাকে অসংখ্য ইবাদতের সাওয়াব দেয়া হবে।

একই রাত্রে দুই সালামে চার রাকাত নামায পড়বে। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার করে সূরা ক্বদর এবং সূরা ইখলাস পড়ে সালাম ফিরিয়ে সত্তর বার ইসতিগফার পড়বে। দান ও দয়া প্রাপ্তির জন্য এই নামায খুবই উপকারী।

পঁচিশ তারিখের রাতে দু'রাকাত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ক্বদর একবার করে এবং সূরা ইখলাস পনর বার করে পড়ে সালাম ফিরিয়ে সত্তর বার কালেমায়ে শাহাদাত পড়বে। কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের জন্য এই নামায সর্বোত্তম উপায়।

রমযান মাসের পঁচিশ তারিখের রাতে সাতবার সূরা দুখান পাঠ করবে। এর পাঠককে আল্লাহ তা'আলা কবরের আজাব থেকে মুক্তিদান করবেন। পঁচিশ তারিখের রাতে সূরা আল-ফাতাহ পড়া প্রত্যেকের জন্য কল্যাণকর।

নোট: ২৭ তারিখের রাতের ফজিলত আর জিকির সম্বন্ধে পরবর্তীতে আলোচনা হবে।

২৯ তারিখের রাত

২৯ তারিখের রাতে চার রাকাত নামায দু'সালামে পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার করে সূরা ক্বদর আর তিনবার করে সূরা ইখলাস পড়বে। সালাম ফিরিয়ে সত্তর বার সূরা আলাম নাশ্‌রাহ পড়বে। ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য এই নামায উপকারী। ইনশাআল্লাহ্ এর নামযির পরিপূর্ণ ঈমানের উপর মৃত্যু হবে।

রমযান মাসের ঊনত্রিশতম রাতে দু'সালামের সাথে চার রাকাত নামায আদায় করবে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ক্বদর একবার আর সূরা ইখলাস পাঁচবার করে পড়বে। সালামের পর দরূদ শরীফ একশবার পড়বে। ইনশাআল্লাহ তা'আলা এই নামাযির জন্য আল্লাহর দরবার থেকে ক্ষমা এবং মার্জনা নসীব হবে। এই রাত্রে সাত বার সূরা ওয়াকিয়া পড়লে তার জীবিকার উন্নতি হবে। রমযান মাসে যে কোন রাতে ইশার নামাযের পর সাতবার সূরা কদর পড়া অতি উত্তম। এই আমলের কারণে সে প্রত্যেক বিপদ থেকে মুক্তি পাবে।

শবে কদর হিসাবে ২৭ তারিখের রাত

হুজুর আন্‌ওয়ার, দু'জগতের সরদার সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের নারী-পুরুষ যে কেউ নিজের কবর আলোকিত করতে ইচ্ছা করে, তার জন্য উচিত হবে শবে ক্বদরের রাতে বেশী বেশী ইবাদত করা। এর ফলে তার আমলনামা থেকে সকল পাপ মুছে দিয়ে পুণ্য দ্বারা ভরে দেয়া হবে। শবে ক্বদরের ইবাদত সত্তর হাজার রজনীর ইবাদতের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

হযরত আবু হুরায়রাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর আকদাছ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে মু'মিন বিশ্বাস রেখে শবে ক্বদরে জাগ্রত থেকে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ইবাদত করবে, তার অতীতের সকল পাপ মাফ করে দেয়া হবে। এভাবে যে লোক রমযানের রোযা সমূহ পালন করে, তার অতীতের সকল গুনাহও মাফ করে দেয়া হবে।'[৩৮]

---

৩৮. বুখারী শরীফ : খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬০, হাদীস : ৩৪,৩৭

মিশকাত শরীফে বর্ণিত আছে-

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : «إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدَرَ نَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّوْنَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا كَانَ يَومُ عِيْدِهِمْ يَعْنِي يَوْمِ فِطْرِهِمْ بَاهَى بِهِمْ مَلَائِكَتُهُ فَقَالَ : يَا مَلَائِكَتِي مَا جَزَاءُ أَجِيْرٌ وَفِى عَمَلِهِ؟ قَالُوْا : رَبُّنَا جَزَاؤُهُ أَنْ يُوفَى أَجْرُهُ . قَالَ : مَلَائِكَتِي عَبِيْدِي وَإِمَائِي قَضَوْا فَرِيْضَتِي عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوْا يُعَجُّونَ إِلَى الدُّعَاءِ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاعِ مَكَانَي لأَجِيْبَنَّهُمْ . فَيَقُوْلُ : اِرْجِعُوْا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٌ . قَالَ : فَيَرْجِعُوْنَ مَغْفُورًا لَهُمْ».

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন "লায়লাতুল ক্বদর" উপস্থিত হয়, তখন হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ফেরেশতাদের দল নিয়ে আগমন করেন এবং প্রত্যেক বান্দার উপর দয়া বর্ষণ করেন অথবা বান্দার গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করেন। তখন যে বান্দা দাঁড়িয়ে কিংবা বসে ইবাদতে রত থাকে, তার অনুকূলে সে দোয়া কবুল হয়। এভাবে যখন ঈদের দিন এসে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা গর্বভরে ফেরেশতাদেরকে বলেন, হে ফেরেশতাকূল! আমার এই কর্মী বাহিনীর বিনিময় কি দেয়া হবে যারা তাদের কর্মের পূর্ণতা দিয়েছে। তখন ফেরেশতারা বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে পরিপূর্ণ বিনিময় দেয়া হোক। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আমার ফেরেশতারা! আমার বান্দা-বান্দীনিরা তাদের উপর অর্পিত ফরয আদায় করে ঘর থেকে বের হয়ে ঈদগাহে এসেছে। তাই আমার ইযযতের কসম? আমার মহাত্ম্যের কসম! আমার বদান্যতার কসম! আমার দানশীলতার কসম! আমার উচ্চ মর্যাদার কসম! আমি তাদের দোয়া কবুল করলাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আমার বান্দারা! তোমরা তোমাদের গৃহে ফিরে যাও। আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম। তোমাদের অসৎ কর্মকে সৎকর্ম দ্বারা বদলে দিলাম। হুজুর আকদাস

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন আল্লাহর বান্দারা নিষ্পাপ হয়ে ইদগাহ থেকে বাড়ী ফেরে।[৩৯]

সাতাশ তারিখ রাতে দু'রাকাত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সাত বার করে সূরা ইখলাস পড়বে এবং সালাম ফিরিয়ে সত্তর বার নিম্মোক্ত তাসবিহ পাঠ করবে।

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

উচ্চারণ: আসতাগ্‌ফিরুল্লাহাল আজী-ম, আল্লাজী লা ইলা-হা ইল্লাহুয়াল হায়্যুল কায়্যুম ওয়া আতু-বু ইলাইহি।

ইনশাআল্লাহু তা'আলা এই নামাযিকে তার মুসল্লা থেকে উঠার আগেই তার এবং তার পিতামাতার গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। এবং আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে এই নামাযির জন্য জান্নাত সুসজ্জিত করার নির্দেশ দেবেন। আরো বলেছেন যে, এই নামাযি যতক্ষণ স্ব-চোখে বেহেশতের নেয়ামত দেখবেন না, ততক্ষণ তার মৃত্যু হবে না। মাগফিরাতের জন্য এই নামায খুবই উত্তম।

সাতাশ তারিখ রাতে দু'রাকাত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার করে সূরা আলাম নাশরাহ এবং তিনবার করে সূরা ইখলাস পড়বে। সালাম ফিরিয়ে সাতাশ বার সূরা ক্বদর পড়বে। ইনশাআল্লাহ তা'আলা এই নামাযি অসংখ্য ইবাদতের সাওয়াব পাবে।

যে ব্যক্তি দু'রাকাত নামায পড়বে, সূরা ফাতিহার পর প্রত্যেক রাকাতে একবার সূরা ক্বদর, তিনবার সূরা ইখলাস পড়বে, সে ব্যক্তি শবে ক্বদরের সাওয়াব অর্জন করবে। সে ব্যক্তিকে হযরত শুইয়াব আলাইহিস সালাম, হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এবং হযরত নুহ্ আলাইহিস সালামের ন্যায় সাওয়াব দেয়া হবে। তাকে পূর্ব-পশ্চিম সমান দূরত্বের একটি জান্নাতী শহর দেয়া হবে।[৪০]

হুজুর সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি শবে ক্বদরে দু'রাকাত নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস সাতবার পড়বে এবং নামায শেষে

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

[৩৯]. ১. মিশকাত শরীফ : খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৭৫, হাদীস : ২০৯৬
২. বায়হাকী : মুআবুল ঈমান, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ২৩১, হাদীস : ৩৫৬২

[৪০]. ফাযায়িলুশ শুহুর ওয়াল আইয়াম

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লাহাল্ আজী-ম আল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লাহ হুয়াল হায়্যুল কায়্যুমু ওয়া আতু-বু ইলাইহি ।

সত্তর বার পড়বে, তখন এই নামাযি মুসল্লা থেকে উঠার আগেই তার এবং তার মাতা-পিতার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে । আর তার জন্য বেহেশতে ফলজ গাছ রোপণ করার নির্দেশ দেয়া হবে । প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে এবং ফোয়ারা প্রস্তত করা হবে । এই নামাযি যতক্ষণ স্বচক্ষে এই নেয়ামত সমূহ না দেখবে ততক্ষণ তার মৃত্যু আসবে না ।[৪১]

যে ব্যক্তি চার রাকাত নামায পড়বে । সে নামাযির মৃত্যুর কষ্ট সহজ হয়ে যাবে । কবরের শাস্তি মউকুফ হবে । সে ব্যক্তি জান্নাতের চার হাজার প্রাসাদের মালিক হবে ।[৪২]

যে ব্যক্তি রমযানের সাতাশ তারিখ রাতে চার রাকাত নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ক্বদর তিন বার এবং সূরা ইখলাস পঞ্চাশবার করে পড়বে আর নামাযের শেষে " سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ" পড়বে, সে যে দোয়া করবে তা পূর্ণ হবে ।

যে ব্যক্তি রমযানের সাতাশ তারিখ রাতে চার রাকাত নফল নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ক্বদর একবার করে এবং সূরা ইখলাস সাতাশবার করে পড়বে, সে লোক সদ্য প্রসূত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যাবে এবং তার জন্য জান্নাতে এক হাজার প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে ।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি রমজানের সাতাশ তারিখ রাতে ইশার নামাযের পর সাতাশ বার সূরা ক্বদর পড়বে, সে সকল মুসিবত থেকে মুক্তি পাবে এবং সহস্র ফেরেশতা তার জন্য জান্নাত লাভের দোয়া করবে ।[৪৩]

সাতাশ তারিখ রাতে সাতবার সূরা হা-মী-ম্" পড়লে তা কবরের আজাব এবং অপরাধ ক্ষমার জন্য সর্বোত্তম মাধ্যম হবে । সাতাশ তারিখ রাতে সূরা মুল্ক সাতবার পড়া গুনাহ মাফের জন্য বড় উপায় ।

শবে কদরের অজিফা

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, হে আল্লাহর রাসুল! যদি

---

[৪১]. তাফসীরে ইয়াকুব সরখী
[৪২]. নুযহাতুল মাজালিস, খন্ড : ১
[৪৩]. গুনয়াতুত তালেবীন, নুযহাতুল মাজালিস, ফাযায়িলুশ শুহুর

আমি শবে ক্বদর পেয়ে যাই, তাহলে আমি কি করব? হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এই দোয়াটি পড়বে–

إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي يَا غَفُوْرُ يَا غَفُوْرُ يَا غَفُوْرُ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন্ কারীমুন তুহিব্বুল আফ্ওয়া, ফা'ফু আন্নী ইয়া গাফু-রু, ইয়া গাফু-রু, ইয়া গাফু-রু ।

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি মার্জনাকারী, দানশীল । ক্ষমা প্রার্থীকে তুমি পছন্দ কর । সুতরাং আমাকে মাফ করে দাও । হে মার্জনাকারী, হে মার্জনাকারী, হে মার্জনাকারী ।

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে অপর এক বর্ণনা আছে যে, একদা হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদারত ছিলেন । আমি তাঁর কাছে গিয়ে কান লাগিয়ে দিয়েছি, তখন তাঁকে নীচের দোয়াটি পড়তে শুনেছি ।

أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجْهُكَ اَللَّهُمَّ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

উচ্চারণ: আউযু বিআফ্বিকা মিন ইকাবিকা, ওয়া আউযু বিরিদাকা মিন্ ছাখাতিকা, ওয়া আউযু বিকা মিন্কা জাল্লা ওয়াজ্হুকা । আল্লাহুম্মা লা উহ্সী সানাআন, আলাইকা আন্তা কামা আছনায়তা আলা নাফ্ছিকা ।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার শাস্তি থেকে তোমার মার্জনার আশ্রয় চাচ্ছি । তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাচ্ছি তোমার ক্রোধ থেকে । তোমার কঠোরতা থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি । হে আল্লাহ! আমি স্তুতি গণনা করতে পারি না । আপনার সত্তা এত মহান এবং উচ্চ, যেরূপ আপনি বর্ণনা করেছেন ।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি শবে ক্বদরের রাতে ইশারের পর সূরা কদর পুরোটা সাতবার পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সকল বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি দেবেন । সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য জান্নাতের প্রার্থনা করবেন ।

হযরত কা'ব রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি শবে ক্বদরের রাতে খাঁটি মনে তিনবার "لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ" বলবে, আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মাফ করে দেবেন । এভাবে দ্বিতীয়বার বললে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রদান করবেন, আর তৃতীয়বার বললে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের উপযুক্ত করে দেবেন ।

হযরত ইবনে আব্বাছ রাদিআল্লাহু আনহুমা বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি শবে ক্বদরের রাতে দু'রাকাত নামায পড়ে,

সূরা ফাতিহার পর সাত বার সূরা ইখলাস পড়ে এবং সালাম ফিরিয়ে সত্তর বার "আসতাগফিরুল্লাহ" শেষ পর্যন্ত পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তাকে এবং তার পিতা-মাতাকে মসল্লা ত্যাগের পূর্বেই ক্ষমা করে দেন।

শাওয়াল

ইসলামী বর্ষের দশম মাস হলো পবিত্র শাউআল। এটা شـــول শব্দ মূল থেকে নির্গত। এর অর্থ উটের শ্বাস নেয়া। কেননা আরবের মানুষেরা এই মাসে ভ্রমণ, বিনোদন এবং শিকারের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করে বিভিন্ন স্থানে চলে যেত। পথিমধ্য উটগুলো দ্রুতপায়ে চলার কারণে মাঝে মাঝে জোরে জোরে শ্বাস নিত। এই কারণে এ মাসকে শাওয়াল নামে নাম করণ করা হয়েছে।

এই মাসের প্রথম তারিখ ঈদুল ফিতর উদযাপন করা হয়; এই দিন মুসলমানদের খুশীর বন্যা বয়ে যায়। এ কারণে এই মাসকে মুসলমানরা বেশী গুরুত্ব দেয়। ঈদের দিন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর বিশেষ করুণার বারি বর্ষণ করেন। তাই এইদিনকে "يَوْمُ الرَّحْمَةِ" তথা "করুণা দিবস" বলা হয়। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা এ দিনেই মনোনীত করেন। মৌমাছিদেরকে মধুর চাক বানানোর জন্য এদিনেই নির্দেশ প্রদান করেন। এই মাসের সতের তারিখ ঐতিহাসিক উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। আর সে যুদ্ধে হযরত হামযাহ রাদিআল্লাহু আনহু শাহাদত বরণ করেন। এ সকল কারণে শাউআল মাসের প্রচুর গুরুত্ব রয়েছে। এই মাসের ফজিলত সম্বন্ধে কয়েকটি হাদিস প্রণিধানযোগ্য। যথা-

হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমজানের রোযা সমূহ যে ব্যক্তি পুরোপুরিভাবে আদায় করেছে, ঈদের রাত আল্লাহ তা'আলা তাকে পুরোপুরিভাবে প্রতিদান দেন। আর ঈদের দিন সকালে ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, হে ফেরেশতারা! তোমরা জমিনে যাও, প্রত্যেক গলি, বাজার এবং জনপদে গিয়ে ঘোষণা করে দাও যে, হে উম্মতে মুহাম্মদী? তোমাদের প্রভুর পানে ছুট, ঈদগাহে নামায পড়, কারণ অল্প নামাযের বিনিময়ে তিনি তোমাদেরকে অশেষ প্রতিদান দান করবেন, বড় বড় অপরাধ মার্জনা করে দেবেন এবং বড় বিনিময় দান করবেন। তাদের এই ঘোষণা মানব এবং জিন ছাড়া বাকী সকল সৃষ্টি শ্রবণ করেন। অতঃপর ঈদগাহে নামায শেষ করে যে দোয়া করা হয়, তা আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন, যে সমস্যা পেশ করা হয় তা সমাধান করেন এবং সকল গুনাহ মাফ করে দেন। তখন বান্দাগণ নিষ্পাপ হয়ে ঘরে ফেরেন।

এক বর্ণনায় আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঈদের দিন মানুষ যখন ইদগাহে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি তাকান

এবং বলেন, হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার উদ্দেশ্যে রোযা রেখেছ, আমার উদ্দেশ্যে নামায পড়েছ। তাই তোমরা নিষ্পাপ হয়ে ঘরে ফের।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে আছে যে, ঈদের রাতের আরেক নাম "পুরস্কার রজনী"। ঈদের দিন সকালে ফেরেশতারা অলি-গলিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ঘোষণা করেন যে, হে উম্মতে মুহাম্মাদী! মহান প্রভুর পানে চল। তিনি তোমাদের অশেষ পুণ্য দান করবেন। তোমাদের বড় বড় অপরাধ মার্জনা করবেন। মানুষ যখন ঈদগাহ থেকে বের হয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন, হে আমার ফেরেশতারা! ফেরেশতারা এই ডাকে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, সে কর্মী বাহিনীর কী বিনিময় হবে, যারা তাদের কর্ম পুরোপুরি ভাবে আদায় করেছে? ফেরেশতারা জবাব দেন, হে আমাদের প্রভু! এই কর্মী বাহিনীর বিনিময় পুরোপুরিভাবে দেয়ার সুপারিশ করছি। তখন মহান প্রভু বলেন, হে আমার ফেরেশতারা! আমি তোমাদেরকে স্বাক্ষী করছি যে, আমি তাদের রোযা এবং রাতের নামাযের বিনিময়ে আমার সন্তুষ্টি এবং গুনাহ'র মার্জনা দান করছি। অতঃপর বলেন, হে আমার বান্দা? আমার কাছে চাও। আমার মহিমার কসম। আজকে তোমরা তোমাদের পরকালের জন্য যা চাইবে তা দান করব। আর দুনিয়ার জন্য চাইলে সেটাও লক্ষ্য রাখা হবে। তিনি আরো বলেন, আমার ইয্যতের কসম! তোমরা যখন আমার বিধানের উপর থাকবে এবং সেগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে, তখন আমি তোমাদের পাপরাশি, পদস্খলন এবং দোষ ঢেকে রাখব, প্রকাশ হতে দেব না। যে অপরাধের কারণে তোমরা শরিয়তের দণ্ডবিধির উপযুক্ত হয়েছ, সেগুলোর কারণে আমি তোমাদেরকে জনসম্মুখে অপমাণিত করব না। যাও, তোমরা ক্ষমা পেয়েছ। তোমরা আমাকে সন্তুষ্ট করেছ, আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, এই সুসংবাদ শুনে ফেরেশতারা খুশী হয়ে যায়। রমযান মাসের শেষলগ্নে ফেরেশতারা উম্মতে মুহাম্মাদীয়াকে এই সুসংবাদ শোনান।[৪৪]

[৪৪]. গুনয়াতুত তালেবীন

শাওয়াল মাসের ইবাদত

ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ قَامَ لَيْلَتَيْ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا للهِ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ.

হযরত আবু উমামাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে লোক দুই ঈদের রাতে নির্ঘুম থেকে নামায আদায় করবে তার অন্তর মরবে না, যেদিন অন্যান্যদের অন্তর মরে যাবে।[৪৫]

চার রাকআত নফল

পবিত্র হাদিসে আছে যে, শাওয়াল মাসের ১ম রাতে যে লোক চার রাকআত নফল নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ১১ বার সূরা ইখলাস পড়বে, সে বান্দার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে। আর জাহান্নামের সপ্ত দ্বার বন্ধ করে দেয়া হবে। আর সে বান্দা জান্নাতে তার আবাসস্থল না দেখে মরবে না।[৪৬]

তাওবার উদ্দেশ্যে নফল

শাওয়ালের প্রথম রাতে ইশার নামাযের পর দু'সালামের সাথে চার রাকআত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার করে সূরা ইখলাস, এবং তিনবার করে সূরা ফালাক পড়বে। সালামের পর সত্তর বার কালেমায়ে তামজীদ পাঠ করবে। অতঃপর নিজের অপরাধের জন্য তাওবা করবে। আল্লাহ তা'আলা এই নামাযের বরকতে তার অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন এবং তার তাওবা কবুল করবেন।

আট রাকআত নফল নামায

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে- রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি শাওয়ালের রাতে বা দিনে আট রাকআত নামায পড়ে, প্রত্যেক রাকাতে একবার করে সূরা ফাতিহা, পনর বার করে সূরা ইখলাস পড়ে, নামায শেষে সত্তর বার "ছুবহা-নাল্লাহ" পড়ে, এবং সত্তর বার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা সে লোকের অন্তরকে প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞতার প্রস্রবণ করে দেন। তার মুখের জড়তা দূর করে দেয়। তাকে সব সময়

[৪৫]. সুনানে ইবনে মাজাহ : খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৪৪, হাদীস : ১৭৭২
[৪৬]. ফাযায়িলুশ শুহুর

নিরোগ রাখেন। তাকে শহীদের মর্যাদা দেয়া হয় এবং তার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। এই নামায সফরে পড়া হলে তার যাতায়াতের সকল বিষয় সহজ ও অনুকুল করে দেয়া হবে। ঋণগ্রস্ত হলে শোধ করার ব্যবস্থা করে দেয়া হবে। সমস্যায় জর্জরিত হলে সমাধান করে দেয়া হবে। যে নিষ্ঠার সাথে এই নামায আদায় করবে, তাকে জান্নাতের একটি বাগান দেয়া হবে। সে বাগানের একটি গাছের নিম্নদেশ একশত বছর সফর করেও শেষ করা যাবে না। এই নামাযের দরূদ শরীফ হলো– "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ" আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিন নাবীইল উম্মী ওয়া আ'লা আলিহি ওয়া আসহাবীহি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।[৪৭]

শাওয়ালের ছয় রোযা

শাওয়াল মাসের যে কোন ছয়দিনে ছয়টি রোযা রাখা বড় সাওয়াবের বিষয়। যে মুসলমান পবিত্র রমজান মাসের রোযা রাখার পর শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখে, বস্তুত সে যেন পুরো বছর রোযা রাখে। অর্থাৎ সে বছর ব্যাপী রোযা রাখার সাওয়াব পাবে।

ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ؓ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ».

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা রাখে অতঃপর শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখে, সে পুরো জীবন রোযা রাখার সাওয়াব পাবে।

পুরো জীবন রোযা রাখার সাওয়াব তখনই পাবে, যখন সে তার জীবদ্দশায় প্রতি বৎসর রোযা রাখে। আর যদি কোন এক বৎসর রাখে, তাহলে পুরো একবৎসর রোযা রাখার সাওয়াব নসীব হবে।

এই রোযাগুলো এক নাগাড়ে ছয়দিনে রাখতে পারবে, আবার ইচ্ছে করলে বিরতি দিয়েও রাখতে পারবে।

---
৪৭. গুনয়াতুত তালেবীন

জিলক্বদ

ইসলামী বর্ষের একাদশতম মাস হলো- জিলক্বদ। এটা চার সম্মানিত মাসের একটি। এই মাসগুলোতে আরববাসীরা যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকে হারাম মনে করতো। আরবী ذيقعدة শব্দ قعود মূল বর্ণ দ্বারা গঠিত হয়েছে। এর অর্থ "উপবিষ্ট" হওয়া। যেহেতু এই মাসে তারা যুদ্ধ না করে বসে থাকত, তাই এর নাম জী-কা'দাহ রাখা হয়েছে।

এই মাসে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে পবিত্র তাউরাত গ্রন্থ অবতীর্ণ করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এ ছাড়া ত্র মাসের পাঁচ তারিখে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম পবিত্র কা'বা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই মাসের চৌদ্দ তারিখে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে মাছের উদর থেকে বের করেন।

এই সকল কারণে ইসলামের ইতিহাসে ত্র মাসকে মর্যাদাবান বলে মনে করা হয়। এই মাসের নফল ইবাদত নিম্নরূপ।

জিলক্বদ মাসের ইবাদত

পবিত্র হাদিসে বর্ণিত হয়েছে; "তোমরা জিলক্বদকে মর্যদাবান জ্ঞান কর। কেননা এটা সম্মানিত মাস সমূহের মধ্যে প্রথম।"

প্রথম রাতের নফল ইবাদত

যে ব্যক্তি জী-কা'দাহ'র প্রথম রাতে চার রাকআত নফল পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার সূরা ইখলাস পড়বে, তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে ইয়াকুত পাথরের সহস্র ইমারত বানাবেন। এর প্রত্যেক স্তরে মণিমুক্তার তক্তাসন থাকবে, সে তক্তাসনে একজন হুর উপবিষ্ট থাকবে। তার কপাল সূর্যের চেয়ে বেশী উজ্জ্বল হবে।[৪৮]

প্রতি রাতে দু'রাকআত নফল

এই মাসের প্রত্যেক রাতে যে ব্যক্তি দু'রাকআত নফল পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার সূরা ইখলাস পড়বে, সে প্রত্যেক রাকাতের বিনিময়ে একজন শহীদ এবং একটি হজ্বের সাওয়াব পাবে।[৪৯]

---
৪৮. ফাযায়িলুশ শুহুর
৪৯. প্রাগুক্ত

www.AmarIslam.com

প্রত্যেক জুমআর নফল

জিলক্বদ মাসের প্রত্যেক জুমার নামাযের পর দু' সালামের সাথে চার রাকআত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস একুশ বার পড়বে। এই নামাযিকে আল্লাহ তা'আলা একটি হজ্ব ও একটি উমরার সাওয়াব দান করবেন।[৫০]

একশত রাকআত নফল নামায

এক বর্ণনায় রয়েছে যে, যে ব্যক্তি এই মাসের প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে একশত রাকআত নফল নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর দশবার করে সূরা ইখরাস পড়বে, আল্লাহ তা'আলা সে বান্দাহকে অসংখ্য সাওয়াব দান করবেন।[৫১]

একদিনের রোযার সাওয়াব

পবিত্র হাদিসে রয়েছে যে- যে ব্যক্তি জিলক্বদ মাসের যে কোন একদিন একটি রোযা রাখবে, তাহলে সে বান্দাহকে আল্লাহ তা'আলা প্রতি মুহূর্তে একটি কবুল হওয়া হজ্বের সাওয়াব দান করবেন এবং একজন গোলাম মুক্তির সাওয়াব দান করবেন।[৫২]

অপর একটি হাদিসে আছে যে, এই মাসের একটি মুহূর্তের ইবাদত সহস্র বৎসরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। আরো বলা হয়েছে যে, এই মাসের সোমবারে রোযা রাখা সহস্র বৎসরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম।[৫৩]

---

৫০. প্রাগুক্ত
৫১. প্রাগুক্ত
৫২. প্রাগুক্ত
৫৩. প্রাগুক্ত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জিলহজ্ব

ইসলামী বর্ষের দ্বাদশ মাসকে জিলহজ্ব বলে। কারণ এ মাস হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট। তাই একে জিলহজ্ব মাস বলে। এর প্রথম দশককে পবিত্র কোরআনে "أَيَّامًا مَعْلُومَاتٍ" তথা "নির্দিষ্ট দিবস" বলে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং এই মাস আল্লাহ তা'আলার বড় পছন্দের মাস। এর প্রথম দশ দিনকে "বরকত মণ্ডিত" বলা হয়েছে। এগুলোকে "আশারায়ে জিল্হাজ্জা" বলে।

এর প্রথম তারিখে খাতুনে জান্নাত মা ফাতিমাতুয যাহ্রা রাদিআল্লাহু আনহার সাথে হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর বিয়ে সম্পন্ন হয়। এর অষ্টম তারিখকে "তারবিয়্যাহ্ দিবস" বলা হয়। تروية শব্দের অর্থ পরিতৃপ্ত করা। যেহেতু এদিন হাজীগণ তাদের উষ্ট্রকে পানি পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করেন, তাই ৮ই জিল হজ্বকে তারবিয়্যাহ দিবস বলে। এ দিন পানি পান করালে আরাফাহ দিবস পর্যন্ত আর পিপাসার্থ হয় না।

এর আরেকটি কারণ আছে, সেটা হলো, জিলহাজ্ব মাসের অষ্টম তারিখ রাতে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্বপ্নে দেখেন যে, অদৃশ্য কেউ ডাক দিয়ে তাকে বলছে যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে আদেশ দিচ্ছেন– আপনার প্রিয় পুত্রকে জবেহ করতে। তিনি সকালে চিন্তা করেন যে, নির্দেশটি আল্লাহর পক্ষ থেকে না শয়তানের পক্ষ থেকে এসেছে? এ কারণে এ দিবসকে "তারবিয়্যাহ দিবস" বলা হয়।

আর এর নবম তারিখকে "আরাফাহ দিবস" বলা হয়। কেননা সায়্যিদুনা ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম যখন নবম তারিখ রাতে স্বপ্নে দেখেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, এই স্বপ্ন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়েছে। এদিন হজ্বের ফরয সম্পাদন করা হয়।

দশম তারিখকে "কুরবানী দিবস" বলা হয়। কারণ এদিনে ইসমাঈল আলাইহিস সালামের কুরবানী দেয়ার রূপায়ণ করা হয় এবং সাধারণ মুসলমানরা স্ব স্ব কুরবানী সুসম্পন্ন করেন।

এর পরের একাদশ, দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ তারিখকে "আইয়ামে তাশরীক" বা তাশরীক দিবস বলা হয়। এই মাসের দ্বাদশ তারিখে হুজুর সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলাইহি অসাল্লাম হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, জিলহজ্ব অত্যন্ত মর্যাদা এবং সম্মানের মাস। তিনি বলেন, এর দশদিন খুবই

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

বরকতময়। এ সময়ের ইবাদত অধিক সাওয়াব এনে দেয়। তিনি আরো বলেছেন, দশদিনের মধ্যে তিন দিনে বেশী বেশী ইবাদত কর। সে তিন দিন হলো– অষ্টম তারিখের 'তারবিয়্যাহ দিবস', নবম তারিখের আরাফা দিবস এবং দশম তারিখের কুরবানী দিবস। অন্যান্য দিন সমূহ থেকে এদিনগুলি বেশি বরকতময়। এ সময়ের ইবাদতের সাওয়াব অত্যধিক। সুতরাং এই বরকতমণ্ডিত মাসে বেশী বেশী নফল নামায, নফল রোযা, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত, তাসবিহ, তাহলীল, তাকবীর এবং আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা প্রয়োজন।

জিলহজ্ব মাসের ইবাদত

জিলহজ্ব মাসের নফল ইবাদত, অন্যান্য জিকির ও অজিফার বিবরণ নিম্নরূপ। যথা-

জিলহজ্বের দশম তারিখের নফল ইবাদত

হযরত আলী মুরতজা রাদিআল্লাহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জিলহজ্বের দশম তারিখ ঘনিয়ে আসলে বেশী ইবাদত করার চেষ্টা কর। কারণ এই দিনকে আল্লাহ তা'আলা অত্যধিক মর্যদা দান করেছেন। জিলহজ্বের দিনগুলোকে যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে এর সমান মর্যাদা রাতগুলোকেও দেয়া হয়েছে। তাই যে ব্যক্তি জিলহজ্বের প্রথম দশকের রাত সমূহের শেষ ভাগে চার রাকআত নামায পড়বে, তাকে বায়তুল্লাহ শরীফ ও নবী কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামর যিয়ারত কারীর সমান সাওয়াব দান করা হবে। এই নামাযের নিয়ম হলো, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ফালাক এবং সূরা নাস এক বার, সূরা ইখলাস তিনবার এবং আ-য়াতুল কুরসী তিন বার পড়বে। নামায শেষ করে হাত তুলে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করবে!

سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْقُدْرَةِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ الْحَيِّ
الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعِبَادِ وَالْبِلاَدِ وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا
عَلَى كُلِّ حَالٍ اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا رَبَّنَا جَلَّ جَلاَلُهُ وَقُدْرَتُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ.

উচ্চারণ: সুবহা-না জিল্ ইযযাতি ওয়ায়াল জাবারু-তি, ছুবহা-না জিল্ কুদরাতি ওয়াল মালাকু-তি। ছুবহা-নাল্ হায়য়িল্ লাজি লা-ইয়ামু-তু। সুবহা-নাল্লাহি রাববিল্ ইবাদি ওয়াল বিলাদি, ওয়াল হাম্দু লিল্লাহি কাসী-বান্ তাইয়িবান

মুবারাকান্ আ'লা কুল্লি হা-লিন্, আল্লা-হু আকবারু কাবী-রান্, রাব্বানা জাল্লা জালালুহু ওয়া কুদরাতুহু বিকুল্লি মাকানিন্।

অর্থাৎ: আল্লাহ তা'আলা পুত:পবিত্র, মহান, শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তির মালিক। তিনি চিরঞ্জীব, তার মৃত্যু নাই। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তিনি বিশ্বাসী আর অংশীদারবাদী উভয়ের পালনকর্তা। তিনি সকল জনপদের অধিপতি। সকল অবস্থায় অধিক পবিত্র এবং বরকতপূর্ণ প্রশংসা তাঁরই জন্য। আল্লাহ বড় মহাত্ম্যের অধিকারী। আমাদের প্রতিপালক শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকর্তা। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মহান আর ক্ষমতা সর্বত্র।

(শায়খ আবুল বারাকাত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কুদরত অর্থ জ্ঞান। অর্থাৎ: তার জ্ঞান প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করে আছে।)

এই দোয়া পাঠ করার পর ইচ্ছামতে প্রার্থনা করবে। যদি কেউ এমন নামায দশরাতের প্রতি রাতে আদায় করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উঁচু স্তরে জায়গা দেবেন এবং তার সমুদয় পাপ মাফ করে দেবেন অতঃপর তাকে বলা হবে এখন নতুনভাবে আমল আরাম্ভ কর। যদি আরফাহ দিবসের রোযা রাখে, আরাফার রাতে নামায পড়ে, প্রার্থনা করে এবং আল্লাহর দরবারে বেশী বেশী ক্রন্দন করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আমার ফেরেশতারা, আমি এই বান্দাকে ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তাকে হজ্বব্রত পালনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি। আল্লাহ তা'আলার এই বদান্যতায় ফেরেশতারা অত্যন্ত খুশী হন। আর বান্দাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করেন।[৫৪]

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জিলহজ্বের দশম তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক রাতে বিতির নামাযের পর দুই রাকআত নফল নামায পড়বে এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাউসার এবং সূরা ইখলাস তিনবার করে পড়বে, তাকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান দান করবেন। তার প্রতিটি লোমের বিনিময়ে সহস্র পুণ্য লিখবেন। সহস্র দিনার সদকা করার সাওয়াব দান করবেন।[৫৫]

যে ব্যক্তি জিলহজ্বের প্রথম রাত্রে ইশার নামাযের পর চার রাকআত নামায দু'রাকআত করে আদায় করবে এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর পঁচিশবার করে সূরা ইখলাস পড়বে, আল্লাহ্ তা'আলা এই মুসল্লিকে অসংখ্য নামায আদায়ের সাওয়াব দান করবেন।

---

[৫৪]. গুনয়াতুত তালেবীন
[৫৫]. ফাযায়িলুশ শুহুর

জিলহজ্ব মাসের প্রথম রাত থেকে দশমরাত পর্যন্ত দৈনিক ইশার নামাযের পর দু'রাকআত করে নফল নামায পড়বে, প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী এক বার, সুরা ইখলাস পনর বার, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা বাকরার শেষের রুকু একবার, সূরা ইখলাস পনর বার পড়বে। এই নামাযের মুসল্লির গুনাহ বালির অনু পরিমাণ হলেও মহান প্রতিপালক স্বীয় অনুগ্রহ ও ক্ষমতা দ্বারা মার্জনা করে দেবেন।

প্রথম রাত থেকে দশম রাত পর্যন্ত দৈনিক ইশার নামাযের পর দু'রাকআত নামায পড়বে। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস তিনবার করে পড়বে। আল্লাহ তা'আলা সে মুসল্লির আমলনামা থেকে সকল গুনাহ মুছে দিয়ে পুণ্য দ্বারা ভর্তি করে দেবেন।

জিলহজ্ব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার রাতে ইশার নামাযের পর দু'রাকআত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাউসার একবার করে এবং সূরা ইখলাস তিনবার করে পড়বে। সত্য ও নিষ্ঠার সাথে এই নামায আদায় করলে আল্লাহ তা'আলা তার জীবদ্দশায় বেহেশতে তার জন্য নির্ধারিত স্থান দেখাবেন।

যে লোক জুমাবার ছয় রাকআত নামায আদায় করবে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পনর বার পড়বে, আর সালাম ফিরিয়ে দশবার "لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ" 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহুল মালিকুল হাক্কুল মুবীনু' পড়বে, নামাযের আগে পরে এগার বার দরূদ শরীফ পাঠ করে দুই হাত তুলে আল্লাহর দরবারে নামায কবুল এবং গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য দোয়া করবে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত এবং বদান্যতায় তার গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন।

অজিফা

১. জিলহজ্বের প্রথম এবং ৬ষ্ঠ তারিখে ফজর কিংবা জোহর নামাযের পর নিম্ন লিখিত শব্দমালা একশতবার পড়বে।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، إِلَهًا وَّاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا فَرْدًا وِتْرًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا.

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়াহ্‌দাহু, লা শারী-কালাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হাম্‌দু, ইউহ্‌য়ি ওয়া ইউমিতু, ওয়া হুয়া হায়্যুন, লা ইয়ামু-তু, বিইয়াদিহিল খায়রু। ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ কাদীর।

২. জিলহজ্বের দ্বিতীয় এবং সপ্তম তারিখ ফজর কিংবা জোহর নামাযের পর নিম্নোক্ত শব্দমালা একশতবার পাঠ করবে।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، إِلَهًا وَّاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا فَرْدًا وِتْرًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا.

বাংলা: আশ্‌হাদু আল লা-ইলা-হা, ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু, লা শারীকালাহু, ইলাহান্, ওয়াহিদান, আহাদান, সামাদান, ফারদান্, বিত্‌রান্, ওয়া লাম ইয়াত্ তাখিজ সাহিবাতান ওয়ালা ওয়ালাদান।

৩. তিন এবং আট তারিখ জোহর কিংবা ফজরের নামাযের পর নিম্নোক্ত শব্দমালা একশতবার পাঠ করবে।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

বাংলা: আশহাদু আল লা-ইলা-হা, ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু, লা শারীকালাহু, আহাদান্, সামাদান, লাম ইয়ালিদ, ওয়ালাম ইউলাদ, ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুউয়ান আহাদ।

৪. চতুর্থ এবং নবম তারিখে ফজর কিংবা জোহর নামাযের পর নিম্নোক্ত শব্দমালা একশতবার পড়বে।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي يُمِيتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

উচ্চারণ : আশহাদু আর লা-ইলাহা, ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু, লা শারীকালাহু, লাহুল মুল্‌কু, ওয়া লাহুল হাম্‌দু, ইউহয়ি ওয়া ইউমীতু, বিইয়াদিহিল খায়রু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

৫. পঞ্চম এবং দশম তারিখ ফজর এবং জোহরের নামাযের পর নিম্নোক্ত শব্দমালা একশতবার পড়বে।

حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ وَرَاءَ اللهِ الْمُنْتَهَى سُبْحَانَ لَمْ يَزَلْ كَرِيمًا وَلَا يَزَالُ رَحِيمًا.

উচ্চারণ : হাস্‌বিয়াল্লাহু ওয়া কাফা, ছামিআল্লাহু লিমান দাআ লায়ছা ওয়ারা আ, লিল্লা-হিল্ মুন্‌তাহা, ছুব্‌হা-না লম্‌য়াযাল্, কারীমান্, ওয়ালা ইয়াযা-লু রাহীমান্।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, উপরে লিখিত শব্দমালা জিলহজ্বের প্রথম দশকে পাঠ করা ফলদায়ক ও অত্যন্ত বরকতময়। যারা পাঠ করবে, তারা অসংখ্য পুণ্যের অধিকারী হবে। দশ হাজার পুণ্য তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হবে। সহস্র পাপ মুছে দেয়া হবে। অগণিত ফেরেশতা তার উপর রহমত বর্ষণের জন্য দুয়া করতে থাকবে। তার যে কোন কাজ সৎ কাজে পরিণত হবে। তার জন্য পবিত্র কালাম পাঠের সাওয়াব লেখা হবে।

জিলহজ্বের প্রথম দশকের যে কোন সময়ে ওযুর সাথে সূরা ফজর পড়া উত্তম। তিনি বলেন, উক্ত বরকতমণ্ডিত দিন সমূহে সূরা ফজর প্রতিনিয়ত তিলাওয়াত করবে। আল্লাহ তা'আলা 'হিসাব দিবসে' তাকে ক্ষমা করে দেবেন। সেদিন তার জন্য কোন ভয় থাকবে না। জিলহজ্বের ১ম দশকে বেশী বেশী সূরা দোহা পাঠ করা উত্তম। আল্লাহ তা'আলা এই সূরা পাঠককে নরকের অগ্নি থেকে মুক্তি দান করবেন।

জিলহজ্ব মাসের নফল রোযা

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যারা জিলহজ্বের প্রথম দিবস রোযা রাখবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা দু'হাজার বছর জিহাদ করার সাওয়াব দান করবেন। এমন জিহাদ যেখানে এক মুহূর্তও বিশ্রাম নেয়নি।

দ্বিতীয় দিন রোযা রাখার সাওয়াব হলো, দু'হাজার বছর আল্লাহর ইবাদত করার সমান সাওয়াব দেয়া হবে।

তৃতীয় দিন যে লোক রোযা রাখবে, সে হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধরদের মধ্য হতে তিন হাজার দাস-দাসী মুক্তি দেয়ার সাওয়াব অর্জন করবে।

চতুর্থদিন রোযা রাখলে চারশত বছরের ইবাদতের সাওয়াব পাবে।

পঞ্চম দিন রোযা রাখলে পাঁচ হাজার উলঙ্গকে কাপড় পরিধান করার সমান সাওয়াব দেয়া হবে।

ষষ্ঠ দিন রোযা রাখলে ছয় হাজার শহীদের সমান সাওয়াব দেয়া হবে।

সপ্তম দিন রোযা রাখলে তার জন্য দোযখের সাত দরজা হারাম হয়ে যাবে। আর অষ্টমদিন রোযা রাখলে বেহেশতের আট দরজা তার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, যে ব্যক্তি জিলহজ্বের প্রথম দিন রোযা রাখবে, সে ৩৬ হাজার বার কোরআন খতমের সাওয়াব পাবে।[৫৬]

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ».

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর আকদাছ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- ইবাদতকারী হওয়ার জন্য এই দশদিনের চেষ্টা আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয় হয়। অন্যদিনের চেষ্টা সাধনা আল্লাহর নিকট এর চেয়ে অধিক প্রিয় নয়। এই দশদিনের প্রতিদিনের রোযায় এক বছরের রোযার সমান সাওয়াব হয়। আর প্রতি রাতের জাগ্রত থাকা শবে ক্বদরে জাগ্রত থাকার সমান।[৫৭]

হযরত আতা ইবনে আবি রেবাহ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমি নিজে শুনেছি যে, হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেছিলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে জনৈক লোক গান শুনতে বেশ পছন্দ করতো। কিন্তু জিলহজ্বের চাঁদ দেখে সকাল থেকে রোযা রেখে দিতেন। ব্যাপারটা হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবগত হন। তখন হুজুর তাকে ডেকে পাঠান। লোকটি উপস্থিত হন। হুজুর জানতে চান তুমি এদিনগুলোতে কেন রোযা রাখ? এমন কি জিনিস পেয়েছ যা তোমাকে রোযা রাখতে অনুপ্রাণিত করেছে? লোকটি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা হজ্বের দিন। ইবাদতের সময়। আমার ইচ্ছা হলো, হাজীগণের দোয়ার মধ্যে আল্লাহ যেন আমাকে শরীক করেন। হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি যে রোযা রাখছ তার বিনিময়ে একশত দাস মুক্তি, কুরবানীর উদ্দেশ্যে পবিত্র হেরেমে একশত উট প্রেরণ এবং জিহাদের জন্য একশত ঘোড়া প্রেরণের সাওয়াব পাবে। আর তারবিয়ার দিনের রোযাদারকে সহস্র দাস মুক্তির সাওয়াব দেয়া হবে। আরাফার দিনের রোযার

---

[৫৬]. ফাযায়িলুশ শুহুর

[৫৭]. সুনানে তিরমিযী : باب ما جاء فى العمل فى أيام العشر, খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২২৩, হাদীস : ৬৮৯

বিনিময়ে দুই হাজার দাস মুক্তি, দুই হাজার উট কুরবানীর জন্য প্রেরণ এবং সহস্র ঘোড়া জিহাদে পাঠানোর সাওয়াব দেয়া হবে। পূর্বের এক বৎসর এবং পরের এক বৎসরের সাওয়াব অতিরিক্ত হিসাবে দান করা হবে।[৫৮]

হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, তাশরীকের দিনে সৎকাজ করা বৎসরের বাকী যে কোন দিনে সৎ কাজ করার চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার চেয়েও কি বেশী উত্তম? তখন হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা এর চেয়ে উত্তম নয়। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিজের জান-মাল নিয়ে বের হয়, অর্থাৎ উভয়টি বিসর্জন দিল তার চেয়ে উত্তম নয়।[৫৯]

মুমিনদের জননী হযরত মা হাফসাহ রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি কাজ বর্জন করতেন না। সেগুলি হলো–

- ✓ জিলহজ্বের প্রথম দশকের রোযা।
- ✓ আশুরার রোযা।
- ✓ প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা।
- ✓ ফজরের নামাযের আগে দু'রাকাত নামায।[৬০]

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলাইহি অসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জিলহজ্বের দশ দিন রোযা রাখে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রতি রোযার বিনিময়ে তাকে এক বৎসরের রোযার সাওয়াব দেবেন।[৬১]

৮ জিলহজ্ব তারবিয়াহ দিবস

এইদিন হাজীগণ পবিত্র মক্কা থেকে মিনায় রওয়ানা হন। যেহেতু তারা যমযমের পানি তৃপ্তি সহকারে পান করে, তাই, এইদিনকে তারবীয়াহ দিবস বলে। تروية শব্দটি تفعلة এর ওজনে মাসদার। অর্থ– পরিতৃপ্ত করা। এটা ارتوي শব্দমূল থেকে নির্গত। এর অর্থ পানি পান করা, গোসল করা। এদিন হাজীগণ তৃপ্তিসহকারে যমযমের পানি পান করে বিধায় এ দিনকে يوم تروية বলে নামকরণ করা হয়েছে।

[৫৮]. গুনয়াতুত তালেবীন
[৫৯]. প্রাগুক্ত
[৬০]. প্রাগুক্ত
[৬১]. প্রাগুক্ত

এর আরেকটি নামকরণ হলো– ترويــة অর্থ চিন্তা করা, ভাবনা করা। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আট তারিখ রাতে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি তার প্রিয় পুত্রকে জবেহ করছেন। সকালে চিন্তায় পড়ে যান। এই ভাবনায় পড়ে যান যে, এই স্বপ্ন খোদার শত্রু শয়তানের পক্ষ থেকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছে। পুরো দিন জুড়ে তিনি ভাবতে থাকেন। যখন আরাফার রাত আসে, তখন অদৃশ্য জগত থেকে আওয়াজ আসে যে- "যা কিছু তোমাকে বলা হয়েছে তা-ই কর।" এ সময় তিনি বুঝে নেন যে- এই স্বপ্ন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়েছে। একারণে এই দিনকে 'তারবিয়া দিবস' বলা হয়। আর নবম তারিখকে 'আরাফা দিবস' হিসাবে বর্ণনা করা হয়।[৬২]

জিলহজ্বের আট তারিখের ইশার নামাযের পর ষোল রাকাত নফল নামায আট সালামে আদায় করবে। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী একবার করে এবং সূরা ইখলাস পনর বার করে পড়বে। এই নামাযের অসংখ্য সাওয়াব রয়েছে। পাপ মার্জনার জন্য এই নামায খুবই ফলপ্রসু।

জিলহজ্ব মাসের আট তারিখ জোহর নামাযের পর ছয় রাকআত নামায তিন সালামের সাথে আদায় করবে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আসর একবার, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কুরাইশ একবার, তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন একবার, চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা নসর, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস তিন বার করে পড়বে।

আরাফার রাত-দিন

হযরত জাবের রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আরাফার দিনের চেয়ে উত্তম আর কোন দিন নাই। আল্লাহ তা'আলা এদিন পৃথিবীবাসীর দ্বারা নভোঃবাসীদের উপর অহংকার করেন এবং বলেন, "আমার এই বান্দাদেরকে দেখ, অগোছালো এবং উস্কোখুস্কো বেশধারী। দূর-দূরান্ত পথ বেয়ে আমার করুণার আশায়, আমার আযাবের ভয়ে এসেছে। সুতরাং আরাফার দিনের চেয়ে অধিক নরকমুক্তির জন্য আর কোন দিন নাই। এইদিন যত অপরাধী নরক থেকে মুক্তি পায় অন্যকোন দিন পায় না।

হযরত নাফে' রাদিআল্লাহু আনহু হযরত ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি

[৬২]. প্রাগুক্ত

ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আরাফার দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর দৃষ্টিপাত করেন। তখন যে বান্দার অন্তরে অণুপরিমাণও ঈমান থাকে, সে বান্দাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেয়া হয়। আমি হযরত ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহুমার কাছে জিজ্ঞাসা করেছি যে, সকল লোককে, না, শুধু আরাফার লোকদের ক্ষমা করা হয়? তিনি বললেন, সকল লোককে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আরাফার দিনের জোহর এবং আসরের মাঝে চার রাকাত নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার এবং সূরা ইখলাস পঞ্চাশবার করে পড়বে, সে ব্যক্তির জন্য সহস্র পুণ্য লিপিবদ্ধ করা হবে। পবিত্র কোরআনের প্রতি শব্দের বিনিময়ে জান্নাতে তার মর্যাদা এত বেশী উঁচু করা হবে, যার দূরত্ব পাঁচ বছরের দূরত্বের সমান হয়। আর কুরআনের প্রত্যেক বর্ণের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা ৭০টি হুর তার জন্য বরাদ্দ দেবেন। প্রত্যেক হুরের সাথে সত্তরটি মনিমুক্তা খচিত দস্তরখানা থাকবে। প্রতি দস্তরখানায় সহস্র রঙের খাবার থাকবে। খাবারগুলি বরফের ন্যায় শীতল, মধুর ন্যায় মিষ্টি এবং মিশকের ন্যায় সুগন্ধ হবে। এ খাবারগুলো আগুনের ছোঁয়া হবে না এবং শিকের ছেঁকাও হবে না। প্রত্যেক গ্রাস এর পূর্বের গ্রাসের চেয়ে উত্তম হবে। তার কাছে এমন এক পাখি আসবে যার ঠোঁট হবে স্বর্ণের, এবং পাখা হবে মর্মর পাথরের। একটি পাখির সত্তরটি পালক থাকবে। পাখিগুলি এত সুন্দর গান করবে, যা কখনো শুনা হয়নি। এ সকল পাখি বলবে, হে আরাফাবাসী! স্বাগতম! হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন; অতঃপর এই পাখি সে ব্যক্তির বাটিতে পড়ে যাবে। এর প্রত্যেক পালকের নিম্নদেশ থেকে সত্তর রকমের খাবার বের হবে। বেহেশতীরা সে খাবার ভক্ষণ করবে। অতঃপর সে পাখি উঠে যাবে। এই নামায আদায়কারীকে যখন কবরে রাখা হবে, তখন কোরআনের প্রতিটি বর্ণের কারণে তার কবর আলোকিত হয়ে যাবে। সে আলোতে কবরস্থ লোক আল্লাহর ঘর তাওয়াফকারীদেরকে অবলোকন করবে। সে লোকের জন্য জান্নাতের একটি দ্বার খুলে দেয়া হবে। সে দরজা দিয়ে তাকে তার পুণ্য ও মর্যাদা দেখানো হবে। সেগুলি তার জন্যই নির্দিষ্ট থাকবে। মুহূর্তে লোকটি বলবে, আল্লাহ! তুমি কিয়ামত সংঘটিত করে দাও।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু এবং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করে্ন যে লোক আরাফা দিবসে দুই রাকাত নামায আদায় করবে, প্রত্যেক

রাকাতে সূরা ফাতিহা তিনবার পড়বে, সূরা ফাতিহা বিসমিল্লাহ সহকারে পড়বে, অতঃপর সূরা কাফিরূন তিনবার এবং সূরা ইখলাস একবার পড়বে, প্রত্যেক সূরা বিসমিল্লাহ পড়ে শুরু করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলবেন যে, তোমরা সাক্ষী থাক আমি এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিলাম।

অজিফা

আরাফার দিন ফজর নামাযের পর নিম্মোক্ত দোয়াটি কয়েকবার পড়বে। যথা-

يَا ذَخِيْرِى يَا ذَخِيْرِى يَا مُمِدَّنِى عِنْدَ شِدَّتِي يَا رَجَائِي عِنْدَ مُصِيْبَتِي يَا غَيَاثِي عِنْدَ

نَاقَتِي يَا أُنْثِي عِنْدَ وَحْدَتِي فِى دِقَّتِي يَا دَلِيْلِي فِى خَيْرَتِي بِكَ التَّوْفِيْقُ..

বাংলা উচ্চারণ: ইয়া যখীরি! ইয়া যখীরি! ইয়া মুমাদ্দিনী! ইন্দা শিদ্দাতী, ইয়া রজায়ী! ইনদা মুসীবতি। ইয়া গিয়াসী! ইনদা না-কাতী। ইয়া উনসী! ইনদা ওয়াহ্দতী। ইয়া রাহমাতী! ফী দিক্কাতী। ইয়া দলীলী! ফী খায়রাতী বিকাত্ তাউফী-ক।

এই দোয়ার পাঠককে আল্লাহ তা'আলা সহস্র পুণ্য দান করবেন এবং তার জন্য সহস্র মর্যাদা বুলন্দ করবেন। তার প্রত্যেক প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আরাফার দিন সন্ধ্যায় আল্লাহর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় এই দোয়াটি পড়তেন এবং বলতেন-

اَللّٰهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كَمَا تَقُوْلُ وَخَيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلوتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى

وَمَمَاتِي وَلَكَ يَا رَبِّ تُرَاثِي اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ

وَشَتَّاتِ الأَمْرِ اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَجْرِي بِهِ الرِّيْحُ.

বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা! লাকাল্ হাম্দু। কামা তাকু-লু। ওয়া খায়রাম মিম্মা নাকু-লু।

আল্লাহুম্মা! লাকা সালা-তী, ওয়া নুছুকী ওয়া মাহ্ইয়া-ইয়া ওয়া মামাতী, ওয়ালাকা। ইয়া রাব্বী! তুরাসী।

আল্লাহুম্মা ! ইন্নী আউযু বিকা মিনাল আজাবিল কবরি, ওয়া ফিতনাতিস সাদ্রি, ওয়া শাত্তাতিল আম্রি।

আল্লাহুম্মা! ইন্নী আস্আলুকা মিন খায়রি মা তাজরী বিহির রী-হু।

অনুবাদ: হে আল্লাহ! সকল প্রশংসা তোমার জন্য। যেভাবে তুমি বলেছো। আর আমি যে রকম বলি তার চেয়ে উত্তম। হে আল্লাহ! আমার নামায তোমার জন্য নিবেদিত। আমার কুরবানী তোমার জন্য। আমার জীবন, মৃত্যু তোমার জন্য। তোমার জন্য নিবেদিত আমার সমুদয় সম্পদ হে আমার প্রভু!

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি কবরের শাস্তি থেকে, আমার বক্ষের কুমন্ত্রনা এবং কাজের এলোমেলো থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই।

হে আল্লাহ! বাতাস যে সকল কল্যাণ বয়ে আনে সেগুলি আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি।

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করে, আরাফা দিবসে আমার এবং আমার পূর্বের নবীগণের দোয়া ছিল নিম্নরূপ-

لاَ إِلَهَ إِلا اللهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورً ، اَللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِيْ ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَسَاوِسِ الصَّدْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَشَتَّاتِ الأَمْرِ ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ وَمِنْ شَرِّ بَدَائِقِ الدَّهْرِ.

বাংলা উচ্চারণ: লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু, লা শারীকা লাহু। লাহুল মুল্কু, ওয়া লাহুল হাম্দু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

আল্লাহুম্মা ! ইজআল্ ফী কাল্বী নু-রান্, ওয়া ফী সাময়ী নু-রান্, ওয়ী ফী বাস্রী নু-রান। আল্লাহুম্মা! ইশরাহ লী সাদরী, ওয়া ইয়াছ্ছিরলী আমরী। আল্লাহুম্মা" ইন্নি আউযু বিকা মিন ওয়াসাবিসিস্ সদ্রী, ওয়া ফিতনাতিল কুবুরী, ওয়া সাত্তাতিল আমরী, আল্লাহুমা ইন্নি আউযু বিকা মিন শার্‌রি মা ইয়ালিজু ফীল্ লাইলি। ওয়া মিন শার্‌রি মা ইয়ালিজু ফিন নাহার, ওয়া মিন শার্‌রি মা তাহাবু বিহির রিয়াহু, ওয়া মিন শার্‌রি বাদায়িকুদ দাহ্‌রি।

অনুবাদ: আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই, তিনি একক। তার কোন অংশীদার নাই। সার্বভৌমত্ব তারই। তিনিই প্রশংসা, কীর্তন ও স্তুতির অধিকারী। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরে দ্যুতি দাও। আমার কর্ণ, আমার চক্ষুকে আলোকিত করে দাও। আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও। আমার কার্য সহজ করে দাও। আমার অন্তরকে প্ররোচনা থেকে মুক্ত রাখ।

www.AmarIslam.com

কবরের সাজা এবং কাজের দুরূহতা থেকে নিরাপদ রাখ। হে প্রভু! আমাকে রাত আর দিবসের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা কর। আমাকে বাতাসের অনষ্টিতা এবং অকল্যাণ থেকে নিরাপদ রাখ।

কুরবানীর রাত-দিনের ইবাদত

কুরবানীর দিন কে "নাহর" বলা হয়। এই দিনের নফল ইবাদত নিম্নরূপ। ঈদের রাতের নফল ইবাদত: কুরবানীর ঈদের রাতের নামায দু'রাকাত। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা ইখলাস এবং সূরা ফালাক পনর বার পড়বে। দ্বিতীয় রাকাতে সালাম ফিরানোর পর তিনবার আ-য়াতুল কুরসী এবং পনর বার ইস্তিগফার পড়বে অতঃপর ইহ-পারলৌকিক জগতের কল্যাণের জন্য দোয়া করবে।

দশম রাতে ইশার নামাযের পর চার রাকআত নামায এক সালামের সাথে পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস একবার সূরা ফালাক একবার এবং সূরা নাস একবার পড়বে। সালাম ফিরিয়ে সত্তর বার "সুবহানাল্লাহ" এবং সত্তর বার দরূদ শরীফ পড়ে আল্লাহর দরবারে স্বীয় পাপের মার্জনা ভিক্ষা করবে। এই নামাযের ওসিলায় আল্লাহ তা'আলা তার অতীত জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন।

ঈদুল আযহার ইশার নামাযের পর বার রাকআত নামায ছয় সালামের সাথে আদায় করবে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী একবার, সূরা ইখলাস পনর বার পড়বে। এই নামাযিকে এক বৎসরের নামাযের সাওয়াব দান করবেন, কবর আজাব থেকে মুক্ত রাখবেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

কুরবানীর দিনের নফল নামায

যে ব্যক্তি কুরবানীর পরে দু'রাকাত নফল নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আশ্ শামস্ পাঁচবার পড়বে, সে ব্যক্তি হাজীদের সমান সাওয়াব পাবে। তার কুরবানী আল্লাহর দরবারে কবুল হবে। পশুর প্রত্যেক লোমের সমান সাওয়াব তার নসীব হবে। সাহাবাগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেউ দরিদ্র হওয়ার কারণে কুরবানী করতে না পারলে তার করণীয় কী হবে? তখন প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন, সে ব্যক্তি ঈদের নামায শেষে বাড়ী ফিরার পর নিজের ঘরে দু'রাকাত নফল নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার সূরা কাউসার পাঠ করবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে উট দিয়ে কুরবানী করার সাওয়াব দান করবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জিলহজ্বের দশম তারিখ ঈদুল আযহার নামাযের পর দু'সালামের সাথে চার রাকাত নামায পড়বে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আ'লা একবার, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আশ্ শামস একবার, ৩য় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা লায়ল একবার এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা দুহা একবার পড়বে।

এই নামায আদায়কারীকে আল্লাহ তা'আলা সকল আসমানী কিতাব অধ্যায়নের সাওয়াব দান করবেন। জিলহজ্বের দশ তারিখ জোহর নামাযের পর ছয় সালামের সাথে বার রাকআত নামায আদায় করবে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী, এগার বার সূরা ইখলাস, এগার বার সূরা ফালাক, এগার বার সূরা নাস্ পড়বে। হাশরের দিন এই নামাযি সকল ক্ষেত্রে সহজতা লাভ করবে, তার সমুদয় পাপ মুছে দেয়া হবে এবং সে মাথায় নূরের তাজ পরিধান করে জান্নাতে যাবে।

অজিফা

ঈদুল আযহার দিনে যে কোন মুহূর্তে ওজু অবস্থায় কমপক্ষে একশতটি আয়াত তিলাওয়াত করবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বেহেশতের অসংখ্য নেয়ামত দান করবেন।

ঈদুল আযহার দিন গোসল করলে আল্লাহর রহমতের সাগরে ডুব দেয়ার সমান সাওয়াব পাবে। তার সমুদয় গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে লোক ঈদুল আযহার দিন নতুন বস্ত্র পরিধান করে এবং পুরনো কাপড় দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে দেয়, সে বান্দাহকে আল্লাহ তা'আলা নূরের সত্তরটি অলংকার পরিধান করাবেন এবং "লিওয়া হামদের" নীচে তাকে স্থান করে দেয়া হবে। ফেরেশতাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিয়ত করে সেদিন যারা মুমিন ভাইদের সাথে করমর্দন করবে, তারা দাসমুক্তির সাওয়াব পাবে।[৬৩]

বর্ষ সমাপনি নফল ইবাদত

জিলহজ্ব মাসের শেষ তারিখ দুই রাকাত নামায জোহর কিংবা মাগরিবের পর আদায় করবে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা পড়বে। সালামের পর নিম্নোক্ত দোয়া সাতবার পাঠ করবে। এটা জান-মাল হেফাজতের জন্য সর্বোত্তম নামায।

[৬৩]. ফাযায়িলুশ শুহুর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ مَا عَمِلْتُ مِنْ عَمَلٍ فِى هَذِهِ السَّنَةِ مِمَّا نَهَيْتَنِي وَنَسِيْتُ وَلَمْ تَنْسَهُ وَعَلِمْتُ عَنِّي بِقُدْرَتِكَ عَلَى عَقْرَبَتِي وَدَعَوْتَنِي إِلَى التَّوْبَةِ بَعْدَ جُرْمِي عَلَيْكَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَتُوْبُ إِلَيْكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْهَا يَا غَفُوْرُ فَاغْفِرْلِي مَا عَمِلْتُ مِنْ عَمَلٍ تَرْضَاهُ عَنِّي وَعَدْتَنِي عَلَيْهِ التَّوْبَةَ فَتَقَبَّلْهُ مِنِّي وَلَاتَقْطَعْ رَجَائِ يَا عَظِيْمُ الرَّجَاءِ، اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي خَيْرَ هَذِهِ السَّنَةِ وَقِنِي فِتْنَتَهَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. آمِيْنْ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা মা আমিলতু মিন আমলি ফী হা-জিহীস সানাতি, মিম্মা নাহতানী, ওয়া নাসীতু ওয়া লাম্ তানছাহ, ওয়া আলিমতু আন্নী বিকুদরাতিকা আলা আকরাবাতী ওয়া দাআউতানী ইলাত তাউবাতি বা'দা জুরমী আলাইকা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আতুবু ইলাইকা, ওয়া আছতাগফিরুকা মিন্হা, ইয়া গাফুরু, ফাগফিরলী মা আমিল্তু মিন আমলিন্ তারদা-হু আন্নী, ওয়া আত্তানী আলাইহিত তাউবাতা, ফা তাকাব্বাল্হু মিন্নী, ওয়ালা তাক্তা' রজায়ী ইয়া আজীমুর রজা। আল্লাহুম্মার যুক্নি খায়রা, হাজিহিস সানাতি, ওয়া কি নী ফিতানাতাহা, বি রাহমাতিকা ইয়া আরহামার রা-হিমীন, আ-মী-ন্।

এই দোয়ার পাঠক আল্লাহ তা'আলা নব বর্ষের সকল প্রকার অনভিপ্রেত বিপদ ও দুদর্শা থেকে হেফাজত করবেন।

www.AmarIslam.com

সাপ্তাহিক দিন সমূহের ইবাদত

এক সপ্তাহে সাত দিন। এ দিনগুলোতেও অধিক ইবাদতের জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল জিকির-আজকার এবং নফল রোযা রেখেছেন। এগুলো আদায় করা মৌলিক সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সপ্তাহ জুড়ে বিভিন্ন সময়ে যে সকল নফল নামায হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন সেগুলো সূফীদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলোর উপর অসংখ্য আউলিয়া, সূফী, দরবেশ ও আল্লাহর বান্দারা আমল করেছেন। তাই তাকওয়ার সে পথ অবলম্বন করা আমাদের জন্য সবিশেষ প্রয়োজন। সাপ্তাহিক দিনগুলোতে যে নফল ইবাদত এবং রোযা রাখা হয়, সেগুলোর পালন পদ্ধতি নিম্নরূপ।

সোমবারের দিনের নফল ইবাদত

সোমবার বেশ বরকতময় দিবস। এর অশেষ ফজিলত রয়েছে। এ সম্বন্ধে হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সোমবার সফর ও ব্যবসার দিন। তখন সাহাবাগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি রকম? উত্তরে তিনি বললেন, সাইয়্যিদুনা হযরত শীস আলাইহিস সালাম এ দিন ব্যবসার জন্য সফর করতেন এবং তখন তিনি খুব বেশী ব্যবসায়িক সফলতা অর্জন করতেন।[৬৪]

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন সোমবার ও বৃহস্পতিবার আসে, তখন আসমানের দরজা খুলে যায় এবং যে শিরক করে তাকে ছাড়া অন্য সকলকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন। অবশ্যই যার অন্তরে নিজের ভাই সম্বন্ধে হিংসা রয়েছে, তাকে তার ভাইয়ের প্রতি হিংসা পরিহার করে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ দেয়া হয়।[৬৫]

সোমবারের সবচেয়ে বড় ফজিলত হলো, এদিন হুজুর সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধরার বুকে তাশরিফ আনেন। এদিন তিনি মক্কা নগরী থেকে হিজরত করে মদীনা শরীফে আগমন করেন।[৬৬]

---

[৬৪]. গুনয়াতুত তালেবীন
[৬৫]. প্রাগুক্ত
[৬৬]. আযায়িবুল মাখলুকাত

সোমবার মক্কা বিজয় হয়। এদিন সূরা মায়িদা অবতীর্ণ হয়। এদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী থেকে পর্দা করেন। এদিনের বিশেষ ইবাদত সমূহ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো–

সোমবারের দিনের নফল ইবাদত

হযরত জাবের রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সোমবারে সূর্য উদয় হওয়ার পর দু'রাকাত নামায পড়বে এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী, একবার একবার সূরা ইখলাস এবং একবার একবার সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়বে অতঃপর সালাম ফিরিয়ে দশবার "আস্তাগফিরুল্লাহ" এবং দশবার দরূদ শরীফ পড়বে, আল্লাহ তা'আলা সে বান্দার সকল গুনাহ মার্জনা করে দেবেন।

হযরত সাবিত বুনানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

যে ব্যক্তি সোমবারে বার রাকআত নামায এভাবে পড়বে যে, সূরা ফাতিহার পর একবার করে আয়তুল কুরসী এবং নামায শেষে ১২ বার সূরা ইখলাস ও ১২ বার ইস্তিগফার পড়বে, সে বান্দাকে কিয়ামত দিবসে অদৃশ্য কেউ ডাক দিয়ে বলবে, হে অমুকের সন্তান! তখন সে লোক জেগে উঠবে, আর তার পাওনা আল্লাহর নিকট থেকে গ্রহণ করবে। সাওয়াব হিসাবে সে এক হাজার জোড়া তাজ পাবে। অতঃপর তাকে বলা হবে যে, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন তাকে স্বাগত জানাতে সহস্র ফেরেশতা উপস্থিত থাকবে। প্রত্যেক ফেরেশতার হাতে হাতে উপঢৌকন থাকবে। ফেরেশতারা তার পেছনে পেছনে চলবে। এভাবে সে নামাযি সহস্র নূরানী প্রাসাদ অতিক্রম করবে।[৬৭]

সোমবারের রাতের ইবাদত

হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

যে ব্যক্তি সোমবার রাতে এভাবে চার রাকআত নামায আদায় করবে যে, প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর দশ বার সূরা ইখলাস পড়বে, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর বিশবার সূরা ইখলাস পড়বে, তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ত্রিশবার সূরা ইখলাস এবং চতুর্থ রাক্আতে সূরা ফাতিহার পর চল্লিশ বার সূরা

---

[৬৭]. ইহয়াউল্ উলূম

www.AmarIslam.com

ইখলাস পড়বে, সালামের পর ৭৫ বার সূরা ইখলাস পড়বে অতঃপর নিজের পিতা-মাতার উদ্দেশ্যে পুন: ৭৫ বার ইস্তিগফার পড়বে, অতঃপর আল্লাহর প্রিয় মাহবুবের উপর ৭৫বার দরূদ শরীফ পড়বে, এরপর নিজের প্রয়োজন ও চাহিদা আল্লাহর সমীপে পেশ করবে, তখন তার সকল বৈধ প্রয়োজন পূরণ করা আল্লাহ তা'আলা নিজের উপর দায়িত্ব করে নেন। এই নামাযকে "সালাতুল হাজাত" বলা হয়।

হযরত আবু উমামা বাহেলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,
যে ব্যক্তি সোমবার দিবসে দু'রাকাত নামায এইভাবে পড়বে যে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর পনর বার সূরা ইখলাস, নামায শেষে পনর বার আয়াতুল কুরসী এবং পনর বার ইস্তিগফার পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার নাম জান্নাতীদের তালিকাভুক্ত করে দেবেন, যদিও সে দোযখী হয়। এবং এই লোকের সকল প্রকাশ্য গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। তার প্রতিটি আয়াতের বিনিময়ে হজ্জের সাওয়াব দেয়া হবে। পরবর্তী সোমবারের পূর্বে যদি সে মারা যায়, তাহলে সে শহীদের মর্যাদা পাবে।[৬৮]

সোমবারের দিবসের রোযা

সোমবারের দিন যেহেতু মর্যদাবান, সেহেতু সেদিন রোযা রাখাও সৌভাগ্যের বিষয়। এ সম্বন্ধে হযরত আবু কাতাদাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে–

وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ قَالَ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ.

হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একদা সোমবারে রোযা রাখার ফজিলত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি বলেন, এদিন আমার জন্ম হয় এবং এদিন আমার উপর অহী অবতরণ শুরু হয়।[৬৯]

সোমবারের রোযা সম্বন্ধে একটি হাদীস নিম্নরূপ-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ فَقَالَ : «إِنَّ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ يَغْفِرُ اللهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا مُهْتَجِرَيْنِ يَقُولُ دَعْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا».

[৬৮]. গুনয়াতুত্ তালেবীন
[৬৯]. মুসলিম শরীফ : باب استحباب صيام ثلثة أيام...الخ , খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫৬, হাদীস : ১৯৭৭

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবারে রোযা রাখতেন। সাহাবাগণ তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি তো দেখি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখেন? তখন তিনি বললেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ সকল মুসলমানকে মার্জনা করেন। কিন্তু যারা পরস্পর লড়াই করে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদেরকে ক্ষমা করেন না। হ্যাঁ, তারা পরস্পর সংশোধন হয়ে সুসম্পর্ক গড়লে মাফ করে দেয়া হয়।[৭০]

মঙ্গলবারের নফল ইবাদত

মঙ্গলবারকে "রোগের দিন" বলা হয়। কেননা এদিন আল্লাহ তা'আলা সকল রোগ সৃষ্টি করেন। পবিত্র হাদিসে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন–

خَلَقَ اللهُ الْأَمْرَاضَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَفِيهِ أُنْزِلَ إِبْلِيسُ إِلَى الْأَرْضِ ، وَفِيهِ خَلَقَ اللهُ جَهَنَّمَ ، وَفِيهِ سَلَّطَ اللهُ مَلَكَ الْمَوْتِ عَلَى أَرْوَاحِ بَنِي آدَمَ ، وَفِيهِ قَتَلَ قَابِيلُ هَابِيلَ ، وَفِيهِ تُوُفِّيَ مُوسَى وَهَارُوْنُ ، وَفِيهِ ابْتُلِيَ أَيُّوبُ.

আল্লাহ তা'আলা মঙ্গলবার সকল রোগ সৃষ্টি করেন । ইবলিশকে পৃথিবীতে মঙ্গলবারে পাঠানো হয়। জাহান্নামকে মঙ্গলবারে সৃজন করা হয়। আদম সন্তানের উপর মৃত্যুদূত মঙ্গলবারে চড়াও হয়। মঙ্গলবার কাবিল তার ভাই হাবিলকে হত্যা করে। এ দিন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম ও হযরত হারুন আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করেন। হযরত আয়ুব আলাইহিস সালাম এদিনে অসুস্থ হন।[৭১]

হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, মঙ্গলবার সম্বন্ধে হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রশ্ন করা হয়; তখন তিনি বলেন–

يَوْمُ دَمٍ قَالُوْا : وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : لِأَنَّ فِيهِ حَاضَتْ حَوَّاءُ وَقَتَلَ ابْنُ آدَمَ أَخَاهُ.

অনুবাদ: রক্তের দিন। সাহাবগণ জানতে চান হে আল্লাহর রাসূল! এটা কিভাবে? তদুত্তরে তিনি বলেন, মঙ্গলবার হযরত হাওয়া আলাইহাস সালাম থেকে ঋতুস্রাব

[৭০]. সুনানে ইবনে মাজাহ : باب صيام يوم الإثنين والخميس , খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৭৬, হাদীস : ১৭৩০
[৭১]. ফয়জুল কদির শরহে জামেউস সগীর : খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬৩

চালু হয় এবং আদম আলাইহিস সালামের পুত্র কাবীল তার ভাই হাবীলকে হত্যা করে।[৭২]

মঙ্গলবারের দিনের নফল ইবাদত

হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন; যে লোক মঙ্গলবার দুপুরের আগে দশ রাকাত নফল নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়তুল কুরসী, তিনবার সূরা ইখলাস পড়বে, সত্তর দিন পর্যন্ত তার কোন গুনাহ হবে না। আর যদি এই সত্তর দিনের মধ্যে তার মৃত্যু হয়, তাহলে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে এবং তার সত্তর বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৭৩]

মঙ্গলবারের রাতের নামায

পবিত্র হাদিসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–
যে লোক মঙ্গলবার রাতে দশ রাকাত নফল নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা নসর পাঁচবার পড়বে, তাকে বেহেশতে এমন একটি ঘর দান করা হবে যা দৈর্ঘ্য - প্রস্থ হিসাবে পৃথিবী অপেক্ষা সাতগুণ বড়।[৭৪]

ইহয়াউল উলুম গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি মঙ্গলবার রাতে দু'রাকাত নফল নামায এভাবে পড়বে যে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পনর বার, সূরা ফালাক ১৫ বার এবং সূরা নাস পনর বার পড়বে অতঃপর সালাম ফিরিয়ে আয়তুল কুরসী ১৫ বার এবং ইস্তেগফার পনর বার পড়বে, সে অনেক সাওয়াব পাবে।

হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আজম রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহ তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–
যে ব্যক্তি মঙ্গলবার রাতে দু'রাকআত নামায আদায় করবে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার সূরা ক্বদর, সাতবার সূরা ইখলাস পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দোযখ থেকে মুক্তি দান করবেন এবং কিয়ামতের দিন তাকে জান্নাতে প্রবেশাধিকার দেবেন।[৭৫]

[৭২]. গুনয়াতুত তালেবীন
[৭৩]. কুতুল কুলুব
[৭৪]. গুনয়াতুত তালেবীন
[৭৫]. ইহয়াউল উলুম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নফল রোযা

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالِاثْنَيْنِ وَمِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ الثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ.

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মঙ্গলবার ও সোমবার রোযা রাখতেন। অপর মাসের মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।[৭৬]

বুধবারের নফল ইবাদত

বুধবার সম্বন্ধে হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বুধবার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এই দিনটি ভাল নয়। আরজ করা হয়, কীভাবে? তখন প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- এদিন ফিরআউনকে ডুবিয়ে মারা হয়। আদ ও সামুদ সম্প্রদায়কেও এই দিন ধ্বংস করা হয়।[৭৭]

আলেমদের অভিমত হলো, বুধবারের দিনটি কাফিরদের জন্য অশুভ। কারণ এদিন আল্লাহ তা'আলা সাতজন কাফিরকে সাতটি জিনিস দ্বারা ধ্বংস করেন। যথা–

- ✓ আউজ বিন উনুককে হুদহুদ দ্বারা।
- ✓ কারুনকে ভূমিধস দ্বারা।
- ✓ ফিরআউন এবং তার বাহিনীকে সলিল সমাধি করে।
- ✓ নমরূদকে মশা দ্বারা।
- ✓ লুত জাতিকে প্রস্তর বর্ষণ করে।
- ✓ শাদ্দাদ বিন আদকে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের বিকট আওয়াজ দ্বারা এবং
- ✓ আদ জাতিকে প্রবল বাতাস দ্বারা।

[৭৬]. সুনানে তিরমিযী : باب ما جاء في صوم الإثنين والخميس খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২০৫, হাদীস : ৬৭৭
[৭৭]. গুনয়াতুত তালেবীন

www.AmarIslam.com

বুধবারের নফল নামায

হযরত আবু ইদরিস খাউলানী রাদিআল্লাহু আনহু হযরত মুয়াজ বিন জাবাল রাদিআল্লাহু আনহুর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বুধবারের চাশতের পূর্বাহ্নের সময় বার রাকাত নফল নামায পড়বে এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী একবার একবার, সূরা ইখলাস, ফালাক এবং নাস তিন বার করে পড়বে, আরশের কাছে অবস্থানকারী ফেরেশতারা সে ব্যক্তিকে ডাক দিয়ে বলবে যে, হে বান্দা! তোমার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হলো। এখন থেকে নতুন জীবন শুরু কর। এছাড়া কবরের সাজা, কবরের চাপ, কবরের অন্ধকার দূরিভূত করে দেয়া হবে। কেয়ামত দিনের সকল মুসিবত দূর করে দেয়া হবে। সে বান্দার এই দিনের আমলকে নবীর আমলের মর্যাদা দিয়ে তোলা হবে।[৭৮]

দু'রাকাত নফল

হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বুধবার রাতে দু'রাকআত নফল নামায পড়বে, প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার, সূরা ফালাক দশ বার, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা এক বার, সূরা নাস দশ বার পড়বে, সত্তর হাজার ফেরেশতা আসমান থেকে অবতরণ করে সে ব্যক্তির নামে এর সাওয়াব কিয়ামত দিবস পর্যন্ত লিখতে থাকবে।[৭৯]

ছয় রাকাত নফল

বিশ্ব জগতের কাণ্ডারী নবী আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বুধবার রাতে ছয় রাকআত নফল নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْك تُـؤْتِي الْمُلْـكَ" আয়াতটি শেষ পর্যন্ত পড়বে এবং নামায শেষে এই দোয়াটি পাঠ করবে ঃ

جَزَي اللهُ مُحَمَّدًا عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ.

উচ্চারণ : জাযাল্লাহু মুহাম্মাদান্ আন্না মা হুয়া আহলুহু।

আল্লাহ তা'আলা সে বান্দার সত্তর বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তার জন্য নরক মুক্তির সনদ লিখে দেবেন।[৮০]

---

[৭৮]. গুনয়াতুত তালেবীন, ইহয়াউল উলুম

[৭৯]. ইহয়াউল উলুম : প্রথম খন্ড

[৮০]. প্রাগুক্ত

বৃহস্পতিবারের নফল ইবাদত

বৃহস্পতিবারের রাতটি খুবই মর্যদাবান রাত। কারণ হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ্‌র নিকট অন্য কোন রাত বৃহস্পতিবার ও জুমা বারের রাতের সমান নয়।

অপর একটি বর্ণনায় আছে যে, বৃহস্পতিবার দিনে বান্দার সকল আমল আল্লাহর নিকট উপস্থাপন করা হয়। তখন ক্ষমাকারী খোদা সে বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু যারা পারস্পরিক হিংসা পোষণ করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদেরকে ক্ষমা করা হয় না। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

تُعْرِضُ الأَعْمَالُ عَلَى اللهِ تَعَالَى يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَيَغْفِرُ اللهُ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ مُتْشَاحِنَيْنِ أَوْ قَاطِعِ رِحْمٍ.

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার বান্দার সকল আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। অপরের বিরুদ্ধে হিংসা পোষণকারী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীকে ক্ষমা করা হয় না। তার ক্ষমা স্থগিত রাখা হয়। যখন সে শুদ্ধ হয়ে তাওবা করে ফিরে আসে, তখন ক্ষমা করা হয়।[৮১]

এভাবে বৃহস্পতিবার জান্নাতের দ্বার খুলে দেয়া হয়। সকল মুমিন বান্দাকে মার্জনা করা হয়। যারা আপন ভ্রাতার বিরুদ্ধে হিংসা রাখে তাদের ক্ষমা হয় না। ইরশাদ হচ্ছে–

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيَغْفِرُ فِيْهِمَا لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أُنْظُرُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.

অর্থাৎ- সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দ্বার খুলে দেয়া হয়। অংশীদারবাদী ছাড়া সকল মুমিনকে মার্জনা করা হয়। তবে যারা আপন ভ্রাতার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তাদেরকে ক্ষমা করা হয় না। অবশ্যই তাদেরকে সংশোধন ও পরস্পর মিলে যাওয়ার জন্য সুযোগ দেয়া হয়।[৮২]

---

[৮১]. জামে সগীর : খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৩০

[৮২]. প্রাগুক্ত

বৃহস্পতিবার দিনের নফল ইবাদত

হাদিস শরীফে আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, বৃহস্পতিবার হলো সমস্যাগ্রস্তদের জন্য সমাধানের সময়। তাঁর কাছে যখন এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি বলেন– হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মিশরের বাদশাহর নিকট বৃহস্পতিবার গিয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর প্রয়োজন পূরণ করেন। তাঁকে হযরত হাজেরা আলাইহাস সালামকে দান করেন।

পবিত্র হাদিসে হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,
যে বান্দা বৃহস্পতিবার জোহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময়ে দু'রাকাত নামায পড়বে, প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একশতবার আয়তুল কুরসী, দ্বিতীয় রাকাতে একশতবার সূরা ইখলাস এবং নামাযের পর একশত বার দরূদ শরীফ পড়বে, সে বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা শা'বান ও রমজান মাসের দিবস সমূহের সমান সাওয়াব দিবেন। এ ছাড়া তাকে একটি হজ্বেরও সাওয়াব দান করা হবে। তার আমলনামায় সকল মানুষের সমপরিমাণ সাওয়াব লিখে দেয়া হবে। কিন্তু তাকে মুমিন এবং আল্লাহর উপর ভরসাকারী হতে হবে।

বৃহস্পতিবার রাতের নফল নামায

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,
যে বান্দা বৃহস্পতিবার মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করল। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর পাঁচবার আয়াতুল কুরসী, পাঁচবার সূরা ইখলাস, পাঁচবার সূরা ফালাক ও পাঁচবার সূরা নাস পড়ল এবং নামায শেষে পনের বার "আসতাগফিরুল্লাহ" পড়ে এর সাওয়াব পিতা-মাতার রূহে পৌছে দিল তাহলে মনে করা যায় যে, সে পিতা মাতার দাবী পূরণ করল, যদিও সে পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান হয়। আল্লাহ তা'আলা তাকে সিদ্দিক এবং শহীদের মর্যাদা দান করবেন।[৮৩]

হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ যদি বৃহস্পতিবার মাগরিব এবং ইশার নামাযের মাঝে বার রাকাত নফল আদায় করে এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর এগারবার সূরা ইখলাস পড়ে, তাহলে

---

৮৩. গুনয়াতুত তালেবীন

সে বার বৎসর পর্যন্ত দিনে রোযা আর রাতে ইবাদত করার সমান সাওয়াব পাবে।[৮৪]

বৃহস্পতিবারের নফল রোযা

ইমাম গাযযালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, পুরো সাপ্তাহের মধ্যে তিনটি দিন বেশী সাওয়াব ও ফজিলতের। আর তা হলো– সোমবার, বৃহস্পতিবার ও জুমাবার। এদিনগুলোতে রোযা রাখা মুস্তাহাব। এদিনগুলোর বরকত ও ফজিলতের কারণে সাওয়াব বেশী পাওয়া যাবে।[৮৫]

নাসায়ী শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ.

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।[৮৬]

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন; সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার সকল আমল আল্লাহর দরবারে উপস্থাপন করা হয়। সুতরাং আমার কামনা হলো, যখন আমার আমল উপস্থাপন করা হয়, তখন আমি যেন রোযা পালন অবস্থায় থাকি।[৮৭]

এ রাতে সূরা হা-মীম, এবং সূরা দুখান পাঠ করা অত্যন্ত বরকতময়। এর পাঠককে মার্জনা করা হয়। তার জন্য জান্নাতে প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়।

জুমার দিনের নফল ইবাদত

বরকতময় জুমার দিনের অসংখ্য ফজিলত রয়েছে। কেননা মহান আল্লাহর বাণী–

---

৮৪. ইহয়াউল উলুম : প্রথম খন্ড
৮৫. ইহয়াউল উলুম : খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪৪
৮৬. সুনানে নাসায়ী : খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৬৬, হাদীস : ২১৫৮
৮৭. সুনানে তিরমিযী : باب ما جاء فى صوم يوم الإثنين والخميس খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২০৬, হাদীস : ৬৭৮

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

'হে ঈমানদার! যখন নামাযের জন্য জুমার দিন আজান দেয়া হয়, তখন আল্লাহর জিকিরের (খুতবার) দিকে দৌড়। বেচা-কেনা ত্যাগ কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; যদি তা তোমরা বুঝতে।'[৮৮]

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ».

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দিন সমূহের মধ্যে উত্তম দিন হলো জুমার দিন। এ দিন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়। এদিনই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। আর জান্নাত থেকে বেরও করে দেয়া হয় এদিন। কিয়ামত দিবসও কায়েম হবে জুমার দিনে।[৮৯]

নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও সুনানে দারেমীতে বর্ণিত আছে ঃ

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَام وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ أَيْ يَقُولُونَ قَدْ بَلِيتَ؟ قَالَ : «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَام».

হযরত অউস বিন আউস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের জন্য সর্বোত্তম দিন হলো জুমার দিন। এদিন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়। এদিনই তিনি

[৮৮]. আল-কোরআন, সূরা জুমা : আয়াত : ৯

[৮৯]. মুসলিম শরীফ : باب فضل يوم الجمعة খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩২৭, হাদীস : ১৪১১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইন্তেকাল করেন। শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবেও জুমার দিন। নশ্বর জগত এদিনই ধ্বংস হবে। এদিন আমার উপর অধিক পরিমাণ দরূদ পড়। কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট উপস্থাপন করা হয়।

বর্ণনাকারী বলছেন যে, সাহাবাগণ আল্লাহর রাসূলের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, হে রাসূলাল্লাহ! আপনার নিকট দরূদ শরীফ কিভাবে উপস্থাপিত হয়? অথচ তখন আপনার হাড্ডি চূর্ণ হয়ে যাবে? অন্য সূত্র অনুযায়ী, পুরনো হয়ে যাবে। উভয় জগতের কাণ্ডারী উত্তর দিলেন, মহান নবীগণের শরীর মুবারক স্পর্শ করা মাটির জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা তাদের পবিত্র সমাধিতে জীবিত এবং সংরক্ষিত।[৯০]

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ لِأَيِّ شَيْءٍ سُمِّيَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ : «لِأَنَّ فِيهَا طُبِعَتْ طِينَةُ أَبِيكَ آدَمَ وَفِيهَا الصَّعْقَةُ وَالْبَعْثَةُ وَفِيهَا الْبَطْشَةُ وَفِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا اسْتُجِيبَ لَهُ».

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানতে চাওয়া হয় যে, এ দিনের "জুমা" কেন রাখা হয়েছে? তখন তিনি বলেন, এ দিন তোমাদের জনক আদম আলাইহিস্ সালামের মাটির খামীর তৈরী করা হয়। এ দিন শৃঙ্গে ফুঁক দেয়া হবে। এদিন সকলকে পুণরুত্থান করা হবে। এদিন কঠোর ভাবে পাকড়াও করা হবে। এদিনের শেষ প্রহরে এমন এক সময় আছে, যে সময়ে দোয়া করা হলে নিশ্চিতভাবে গৃহিত হয়।[৯১]

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ».

[৯০]. ১. সুনানে নাসায়ী : باب إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২০৮, হাদীস : ১৩৫৭

২. সুনানে আবু দাউদ : باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৩৯, হাদীস : ৮৮৩

৩. সুনানে ইবনে মাজাহ : باب فضل يوم الجمعة খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৮৬, হাদীস : ১০৭৫

৪. সুনানে দারমী : باب فضل ফ يوم الجمعة খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৯৬, হাদীস : ১৬২৪

[৯১]. মুসনাদে আহমাদ : মুসনাদে আবু হুরায়রা, খন্ড : ১৬, পৃষ্ঠা : ২৯৬, হাদীস : ৭৭৫৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন জুমার দিনে এমন একটি সময় আছে, যে সময় মুসলমানের সকল প্রকার দোয়া কবুল করা হয়।[৯২]

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَالْيَوْمُ الْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَمَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْهُ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُو اللهَ بِخَيْرٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ وَلَا يَسْتَعِيذُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَعَاذَهُ اللهُ مِنْهُ».

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, উভয় জগতের কাণ্ডারী ইরশাদ করেন, প্রতিশ্রুত দিন হলো কিয়ামত দিবস। উপস্থিত বা প্রামাণ্য দিবস হলো আরফার দিন। আর সাক্ষ্য দিবস হল, জুমার দিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা। এর চেয়ে উত্তম কোন দিন নেই। এদিন এমন একটি সময় আছে, যখন সকল প্রাকার দোয়া কবুল করা হয়। তাকে কোন বিষয় থেকে আশ্রয় চাইতে হয় না, আল্লাহ নিজেই তাকে আশ্রয় প্রদান করেন।[৯৩]

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ».

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোন ব্যক্তি জুমার দিন অথবা রাতে মারা গেলে তার কবর আজাব হবে না।[৯৪]

জুমার দিনের নফল ইবাদত

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, জুমার পুরো দিনটিতে নামায পড়া যায়। যখন জুমার দিন সূর্য উদয় হয়ে এক তীর অথবা আরো বেশী উঁচু হয়ে যায়, তখন কোন ঈমানদার বান্দা পরিপূর্ণ রূপে ওজু করে দু'রাকাত চাশতের নামায

[৯২]. বুখারী শরীফ : باب السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ , খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৭৮, হাদীস : ৮৮৩

[৯৩]. সুনানে তিরমিযী : بَاب وَمِنْ سُورَةِ الْبُرُوجِ খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১৬৯, হাদীস : ৩২৮২

[৯৪]. মুসনাদে আহমাদ : মুসনাদে আবদুল্লাহ বিন আমর, খন্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩৩২, হাদীস : ৬২৯৪

আদায় করলে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দু'শত পুণ্য লিখে দিবেন এবং তার দু'শত গুনাহ নির্মূল করে দিবেন। আর যে বান্দা চার রাকাত পড়বে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে চার শত দরজা বুলন্দ করবেন এবং তার চার শত পাপ মুছে দিবেন। আর আট রাকাত আদায় করলে জান্নাতে তার জন্য আট শত দরজা বুলন্দ করবেন এবং সমুদয় পাপ মুছে দিবেন। আর বার রাকাত পড়লে তার জন্য বার শত পুণ্য লিখা হবে এবং বার শত পাপ মুছে দেয়া হবে। আর জান্নাতে তার জন্য বার শত দরজা বুলন্দ করবেন।[৯৫]

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

যে ব্যক্তি জুমার দিন ফজরের নামায জামাত সহকারে আদায় করে, অতঃপর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত মসজিদে বসে আল্লাহর জিকিরে রত থাকে, তার জন্য জান্নাতের সত্তরটি স্তর তৈরী করা হবে। প্রতি দুই স্তরের দূরত্ব বেগবান ঘোড়ার সত্তর বছরের পথ হবে। যে লোক জুমার নামায জামাতের সাথে আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতুল ফিরদাউসের পাঁচশত ঘর বরাদ্দ দেয়া হবে। প্রতি দুই স্তরের দূরত্ব বেগবান ঘোড়ার পঞ্চাশ বছরের দূরত্ব হবে। আর যে লোক আসরের নামায জামাতের সাথে আদায় করবে, ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধর থেকে আটজন গোলাম মুক্তি দেয়ার সাওয়াব দেয়া হবে। আর যে লোক মাগরিবের নামায জামাত সহকারে আদায় করবে, সে একটি কবুলকৃত হজ্ব ও উমরার সাওয়াব পাবে।[৯৬]

দু'রাকাত নফলের সাওয়াব

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন জোহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময়ে দু'রাকাত নামায পড়বে, প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী একবার এবং সূরা ফালাক ২৫ বার, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার, সূরা ইখলাস একবার, সূরা ফালাক বিশ বার পড়বে অতঃপর সালাম ফিরিয়ে পাঁচ বার "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" পড়বে, সে ব্যক্তি জান্নাতে তার জন্য নির্ধারিত স্থান না দেখা পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করবেনা এবং সে পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করবে।

[৯৫]. কুতুল কুলুব

[৯৬]. গুনয়াতুত তালেবীন

www.AmarIslam.com

বর্ণিত আছে যে, জনৈক বেদুইন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর দরবারে দাঁড়িয়ে আরজ করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শহর থেকে দূরে মরুভূমিতে বসবাস করি। জুমায়ার দিন আপনার সমীপে উপস্থিত হতে পারি না। সুতরাং আমাকে এমন কিছু আমল শিখিয়ে দিন, যা জুমার সমমর্যাদার হয় এবং আমার গোত্রের কাছে গিয়ে তাদেরকে সেটা আমল করতে বলতে পারি। হুজুর উত্তর দিলেন, হে বেদুইন! জুমার দিন রোদ একটু চড়া হলে দু'রাকাত নামায পড়বে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ফালাক, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা নাস পড়। নামায পূর্ণ হয়ে গেলে সালাম ফেরাও। অতঃপর বসে বসে সাতবার আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। এটা শেষ করে পুনরায় চার রাকাত, চার রাকাত করে মোট আট রাকাত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা নসর একবার এবং সূরা ইখলাস পঁচিশবার করে পড়বে। নামায শেষে সত্তর বার " لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ" পড়বে। এর পর তিনি বলেন- সে সত্তার শপথ! যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ। যে মুমিন নর-নারী এই নামায বর্ণিত নিয়মে আদায় করবে, আমি তার জান্নাত লাভের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম।

এই নামায শেষ করে মুসল্লা থেকে উঠার আগে তার পিতা-মাতাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, তবে শর্ত হচ্ছে তাদেরকে মুসলমান হতে হবে এবং আরশের নীচের ফেরেশতা তাকে ডাক দিয়ে বলবে, হে আল্লাহর বান্দা! এখন থেকে তুমি নতুন জীবন শুরু কর। তোমার বিগত জীবনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। এই নামাযের আরো অনেক ফজিলত আছে। সবগুলো বর্ণনা করলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। আমি উক্ত নামাযের অন্যান্য মাসয়ালাও বর্ণনা করেছি। যা জুমার দিন ১২বার সূরা ইখলাস সহকারে আদায়কৃত নামাযের আলোচনায় এসেছে। যার ইচ্ছা হয়, সে এই নামায পড়ার চেষ্টা করবে।[৯৭]

জুমার রাতের নফল নামায

হযরত জাবের রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন; যে ব্যক্তি জুমার রাতে মাগরিব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে বার রাকাত নামায পড়বে এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর দশবার সূরা ইখলাস পড়বে। সে ব্যক্তি বার বৎসর পর্যন্ত রোযা রাখার সাওয়াব অর্জন করবে এবং রাত জুড়ে ইবাদত করার সাওয়াব পাবে।[৯৮]

---

[৯৭]. প্রাগুক্ত
[৯৮]. প্রাগুক্ত

হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–
যে ব্যক্তি জুমার রাতে ইশার নামায জামাত সহকারে আদায় করবে, অতঃপর দু'রাকআত সুন্নাত আদায় করতঃ দশ রাকআত নফল পড়বে, নফল নামাযের প্রতি রাকাতে একবার সূরা ফাতিহা এবং সূরা ইখলাস একবার, সূরা ফালাক একবার এবং সূরা নাস একবার করে পড়বে অতঃপর তিন রাকাত বিতির আদায় করে ডান দিকে কিবলামুখী হয়ে শুয়ে পড়বে, সে ব্যক্তি শব কদরে জাগ্রত থাকার সাওয়াব পাবে।[৯৯]

বেশী বেশী দরূদ পড়া

সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا» قَالَ : قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ : «وَبَعْدَ الْمَوْتِ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللهِ حَيٌّ يُرْزَقُ».

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জুমার দিন আমার উপর বেশী বেশী দরূদ শরীফ পড়। কেননা এদিন হলো ইয়াউমে মাশহুদ। এদিন ফেরেশতারা উপস্থিত হয়। কেউ যদি দরূদ শরীফ পড়ে, তাহলে তা অবশ্যই আমার কাছে পৌছানো হয়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি প্রিয় রাসূলের কাছে জানতে চাইলাম যে, আপনার ওফাতের পরেও? তিনি উত্তর দিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা জমিনের জন্য নবীগণের শরীর ভক্ষণ করাকে হারাম করে দিয়েছেন। তাই তারা জীবিত এবং তাদেরকে সেখানে জীবিকা প্রদান করা হয়।[১০০]

---

[৯৯]. কুতুল কুলুব
[১০০]. সুনানে ইবসে মাজাহ : بَاب بَاب ذِكْرِ وَفَاتِهِ وَدَفْنِهِ খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৩০, হাদীস : ১৬২৭

জুমার দিনের নফল রোযা

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসের প্রথম দিকে তিনটি রোযা রাখতেন। জুমার দিন খুব কমই রোযা ছেড়ে দিতেন।[১০১]

অন্য আরেকটি বর্ণনায় আছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ تَعَالَى بَعَّدَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جَهَنَّمَ كَبُعْدِ غُرَابٍ طَارَ وَهُوَ فَرْخٌ حَتَّى مَاتَ هَرِمًا».

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে রোযা রাখে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নাম থেকে এপরিমাণ দূরে রাখে, যে পরিমাণ দূরত্ব একটি কাক তার শৈশবকাল হতে মৃত্যু পর্যন্ত অতিক্রম করে।[১০২]

জুমার দিনে বিভিন্ন সূরা তিলাওয়াত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করবে, তার পা থেকে আসমান পর্যন্ত নূর দ্বারা ভরে যাবে যা কিয়ামত দিবসে তার জন্য আলো ছড়াবে এবং দুই জুমার মধ্যবর্তী সময়ে কৃত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

সূরা "হা-মীম" ও "সূরা দুখান" পড়ারও অনেক ফজিলত রয়েছে।

তাবারানী আবু উমামা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমার রাত বা দিনে সূরা দুখান তিলাওয়াত করবে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন।

---

[১০১]. সুনানে তিরমিযী : بَاب مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৯৮, হাদীস : ৬৭৩

[১০২]. মুসনাদে আহমাদ : মুসনাদে আবু হুরায়রা, খন্ড : ২১, পৃষ্ঠা : ৪৩২, হাদীস : ১০৩৮৮

www.AmarIslam.com

সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

অপর বর্ণনায় আছে যে, যে লোক কোন রাতে সূরা আদ-দুখান তিলাওয়াত করবে, তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে।

জুমার দিন বা রাতে যে লোক সূরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মাগফিরাত দান করবেন।[১০৩]

শনিবারের নফল ইবাদত

হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 'দিবস' সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হয়, তখন তিনি বলেন- এদিন ধোঁকা ও প্রতারণার দিন। জানতে চাওয়া হয়, তা কীভাবে? তখন তিনি বলেন– কুরাইশের লোকেরা এদিন দারুন্ নদওয়ায় আমার সাথে ধোঁকা ও প্রতারণা করেছিল।

দারুন্ নদ্ওয়া একটি পরামর্শ পরিষদের নাম। এটা মক্কার লোকেরা গঠন করেছিল। এখানে কুরাইশের সকল নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করার ষড়যন্ত্র করেছিল (নাউযুবিল্লাহ মিন্ জালিকা)। তখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় মাহবুবকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, আপনি এখান থেকে হিজরত করে চলে যান। এই নির্দেশ মতে তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা শরীফে অবস্থান নেন।

শনিবারের দিনের নফল নামায

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

যে ব্যক্তি শনিবার দিনে চার রাকাত নফল নামায আদায় করবে, প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন তিনবার এবং সালাম ফিরিয়ে আয়াতুল কুরসী পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রত্যেক বর্ণের বিনিময়ে একটি হজ্ব ও একটি উমরার সাওয়াব দান করবেন। তার আমলনামায় এক বৎসরের দিন-রাতে অবিরত ইবাদত করার সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রতি বর্ণের বিনিময়ে একজন শহীদের সাওয়াব দিবেন। এই ব্যক্তি আরশের নীচে শহীদ এবং নবীগণের কাতারে উপস্থিত থাকবেন।[১০৪]

---

[১০৩]. বাহারে শরীয়ত : খন্ড : ৪

[১০৪]. গুনয়াতুত তালেবীন

www.AmarIslam.com

শনিবারের রাতের নফল নামায

হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

যে ব্যক্তি শনিবারের রাতে মাগরিব এবং ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে বার রাকাত নফল নামায আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে প্রাসাদ বানাবেন। তার আমলনামায় প্রত্যেক মুমিন নর-নারীকে সদকা দেয়ার সমান সাওয়াব লিখা হবে এবং জায়নবাদ থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবীবের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার সমান সাওয়াব দেয়া হবে। আর তাকে পরিপূর্ণ ক্ষমা করে দেয়াটা আল্লাহ নিজের দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করবেন।[১০৫]

শনিবারের দিনের রোযা

শনিবারে রোযা রাখা উচিত। তা বড় সাওয়াবের কাজ। প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– মুসলমান! তোমরা সোমবারে রোযা রাখ এবং জায়নবাদ ও খ্রীষ্টবাদের বিরোধিতা কর।[১০৬]

রোববারের নফল ইবাদত

হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে রোববার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বলেন- এদিন বপন ও নির্মাণ করার দিন। মহান সাহাবাগণ জানতে চান, হে রাসূল! এটা কীভাবে? তিনি উত্তরে বলেন, এদিন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতের ইমারত নির্মাণের সূচনা করেন।[১০৭]

উভয় জগতের কাণ্ডারীর ইরশাদ অনুযায়ী রোববারে ক্ষেত, বৃক্ষ-রোপণ এবং ইমারত নির্মাণ শুরু করলে বরকত বয়ে আনবে। রোববার খ্রীষ্টানদের উৎসবের দিবস। সায়্যিদুনা ঈসা আলাইহিস সালাম তার জাতিকে জুমার দিন ঈদ পালন করার নির্দেশ দেন। তখন তারা বলে যে, আমরা চাইনা যে, আমাদের ঈদের পর ইহুদীদের ঈদ হোক। কারণ ইহুদীদের ঈদ শনিবারে হয়ে থাকে। সে হিসাবে তারা রোববারকে ঈদের দিনে পরিণত করে। তাদের খেয়াল অনুযায়ী এটা কাজের সূচনার জন্য উত্তমদিন। এদিনের নফল ইবাদত নিম্নরূপ।

---

১০৫. কুতুল কুলুব
১০৬. গুনয়াতুত তালেবীন
১০৭. গুনয়াতুত তালেবীন

রোববারের নফল ইবাদত

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে,

যে ব্যক্তি রোববার দিনে চার রাক্‌আত নফল নামায পড়বে এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার করে "আ-মানার রাসূল" শীর্ষক আয়ত শেষ পর্যন্ত পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তাকে খৃষ্টান নর-নারীদের সমান সংখ্যক সাওয়াব দান করবেন। একটি হজ্ব এবং একটি ওমরার সাওয়াব তার আমল নামায় লিখে দেবেন। প্রতি রাকাতের বিনিময়ে তাকে সহস্র নামাযের সাওয়াব দান করবেন। এ ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের মধ্যে প্রতি বর্ণের বিনিময়ে তাকে মেশ্‌ক জা'ফরান দ্বারা নির্মিত একটি শহর দান করবেন।[১০৮]

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রোববারে দিনে বেশী বেশী নামায পড়ে আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনা কর। কেননা তিনি একক, তার কোন অংশীদার নাই। তাই যদি কোন লোক রোববার জোহরের ফরয এবং সুন্নাতের পর এভাবে চার রাকাত নফল নামায পড়ে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর "আলিফ লা-ম্ মীম সিজদা" এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা মুল্‌ক পড়ে নামায পূর্ণ করবে এতপর পুনরায় দু'রাকাত পড়বে। এই রাকাতদ্বয়ে সূরা ফাতিহার পর সূরা জুমা হতে কিরাত পড়বে। অতঃপর প্রার্থনা করবে। আল্লাহ তা'আলা সে নামাযির সকল অভাব পূরণ করে দেবেন। এবং তাকে খ্রীষ্টবাদ থেকে মুক্ত রাখবেন।[১০৯]

রোববারের রাতের নফল ইবাদত

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে,

যে ব্যক্তি রোববার রাতে বিশ রাকাত নফল নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পঞ্চাশবার করে পড়বে এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাছ একবার করে পড়বে। নামায শেষে একশত বার ইস্তিগফার পড়বে এবং একশত বার "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى وَلِوَالِدَيَّ" বলবে। অতঃপর একশত বার দরূদ শরীফ পড়বে। অতঃপর "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ" এত:পর নীচের দোয়াটি পড়বে-

---

১০৮. প্রাগুক্ত
১০৯. ইহয়াউল উলূম

أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْـهَدُ أَنَّ آدَمَ صِـفْوَةُ اللهِ تَبَـارَكَ وَتَعَـالَي وَفِطْرَتُـهُ وَإِبْـراهَيْمَ خَلِيْـلُ اللهِ وَمُـوْسَي كَلِـيْمُ اللهِ وَعِيْـسَي رُوْحَ اللهِ وَمُحَمَّـدٌ حَبِيْـبُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَي.

উচ্চারণ: আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না আ-দামা ছিফওয়াতুল্লাহি, তাবারাকা ওয়া তায়ালা, ওয়া ফিতরাতুহু ওয়া ইবরাহীমু খালীলুল্লাহি ওয়া মুছা কালীমুল্লাহি, ওয়া ঈসা রুহুল্লাহি, ওয়া মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবীবুল্লাহি, তাবারাকা ওয়া তায়ালা।

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালার সফী এবং ফিতরত, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর বন্ধু, মুছা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কালীম, ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর রূহ এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালার হাবীব।

এই লোকের জন্য এত পরিমাণ সাওয়াব দেয়া হবে যে, যে পরিমাণ আল্লাহ স্বীকারকারী ও অস্বীকারকারীর সংখ্যা আছে। আল্লাহ তা'আলা এমন মানুষকে নিরাপত্তা প্রাপ্ত সাক্ষীদের সাথে তুলবেন। আল্লাহর উপর হক হয়ে যায় যে, তিনি সে বান্দাকে নবীগণের সাথে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।[১১০]

রোববারের রোযা

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে-

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ كَـانَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ أَكْثَرَ مِمَّا يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا عِيدَا الْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ.

হযরত উম্মে সালমা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখার দিন সমূহের মধ্যে বেশী রোযা রাখতেন শনিবার এবং রবিবার। তিনি এটা বলতেন যে, এই দু'দিন মুশরিকদের ঈদের দিন। তাই, তাদের বিরোধিতা করে রোযা রাখাকে পছন্দ করি।[১১১]

---

[১১০]. কুতুল কুলুব

[১১১]. মুসনাদে আহমদ : হাদীসে উম্মে সালমা, খন্ড : ৫৪, পৃষ্ঠা : ১৮৭, হাদীস : ২৫৫২৫

www.AmarIslam.com

সুনানে ইবনে মাজাহতে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَـاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ».

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যেক জিনিসের যাকাত আছে। আর শরীরের যাকাত হলো রোযা।[১১২]

নফল নামাযসমূহ

বান্দার সিজদা আল্লাহর নিকট খুবই প্রিয়। তাই, তাঁর প্রিয় বান্দারা সিজদা অধিকহারে করেছেন। সিজদার নান্দনিকতার প্রকাশস্থল হলো- ফরয নামায। অতঃপর নফল নামায। নফল নামায পড়ার বিনিময় অনেক। কারণ এটা মানুষের এখতেয়ারাধীন রাখা হয়েছে। রাত-দিন উচ্ছামত নফল পড়া উচিত। কিন্তু রাত দিনে কিছু নফল নামায এমন আছে, যেগুলোর মর্যাদা ফরযের পরে অন্যান্য সাধারণ নফলের চেয়ে অধিক। কেননা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার মধ্যে যে আনন্দ পেতেন অন্য কোন কাজে তা পেতেন না। তাই নবী পাক ইরশাদ করেন, "নামায আমার চক্ষুকে শীতল করে"।

নফল নামায দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য খুব দ্রুত অর্জন করা যায়। কেননা হাদিসে বর্ণিত আছে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : «مَنْ أَذَلَّ لِي وَلِيًّا فَقَدْ اسْتَحَلَّ مُحَارَبَتِي وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ إِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ وَإِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ».

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, যে আমার প্রিয়তম বন্ধুর সাথে শত্রুতা করে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডাক দেব। আমার বান্দা হবে সে-ই, যে ফরয দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করে। অতঃপর সেই নৈকট্যকে নফল দ্বারা বহাল রাখে এবং আমি তাকে বন্ধু বানিয়ে নিই। তখন সে

---

[১১২]. সুনানে ইবনে মাজাহ : باب في الصَّوْمِ زَكَاةُ الْجَسَدِ , খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৮৩, হাদীস : ১৭৩৫

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বান্দা আমার কাছে কিছু চাইলে আমি তার সে চাহিদা পূরণ করে দিই। যদি আশ্রয় চায়, তাহলে আমি তাকে আশ্রয় দিই।'[১১৩]

এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, নফল দ্বারা আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য অর্জিত হয়। আল্লাহর প্রকৃত ওলিগণ তার বিশেষ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হে আমার বন্ধু! যদি তুমি আল্লাহর পথ চাও, তাহলে বেশী বেশী নফল আদায় কর।

রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের উপর কোন কাজের দ্বারা এই পরিমাণ মেহেরবান হয় না, যে পরিমাণ মেহেরবান দু'রাকআত নফল দ্বারা হয়। বান্দা যতক্ষণ নফলে রত থাকে, ততক্ষণ সে বান্দার মাথার উপর নূরের আলোকচ্ছটা ঠিকরে পড়তে থাকে। কুরআন তিলাওয়াত দ্বারা বান্দা যে পরিমাণ আল্লাহর নৈকট্য পায় অন্য জিনিস দ্বারা তা পায় না।

হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত-দিন এবং বৎসর ব্যাপী বিভিন্ন সময়ে যে নফল নামায পড়তেন সেগুলোর সুন্নাত পদ্ধতি পরবর্তী পাতায় লিপিবদ্ধ করছি।

তাহাজ্জুদের নামায

তাহাজ্জুদের নামায আল্লাহ প্রেমিকদের প্রিয় নামায। কারণ এই নামাযের রূহানী তাৎপর্য বেশী। সুতরাং যে লোক আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এবং দয়া থেকে চায়, তার উপর আবশ্যক হচ্ছে, তাহাজ্জুদ নামাযকে আঁকড়ে ধরা। এই নামায শেষ রাতে পড়া হয়। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর তাহাজ্জুদই সর্বোত্তম নামায। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই নামায ফরয ছিল। পরবর্তীতে এই ফরযকে রহিত করে দেয়া হয়। কিন্তু রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় এই নামায পড়তেন। পবিত্র কুরআনে এ সম্বন্ধে ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾

'আর রাতের কিয়দাংশে তাহাজ্জুদ আদায় কর। কারণ এটা আপনার জন্য অনেক উপকারী। অতিসত্বর মহান প্রভু আপনাকে প্রশংসিত স্তরে সমাসীন করবেন।'[১১৪]

আরো ইরশাদ হচ্ছে–

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

[১১৩]. মুসনাদে আহমদ : হাদীসে আবু হুরায়রা, খন্ড : ৫২, পৃষ্ঠা : ১৫৫, হাদীস : ২৪৯৯৭

[১১৪]. আল-কোরআন, সূরা বনী ইসরাঈল - ৭৯

www.AmarIslam.com

'তিনি রাতের কিয়দাংশে শুতেন। আর শেষ রাতে আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার করতেন।'[১১৫]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾

'তাদের পার্শ্বদেশ রাতে বিছানা থেকে দূরে থাকত এবং তিনি তার প্রভুর নিকট ভয় এবং আশা নিয়ে দোয়া করতেন।'[১১৬]

আরো ইরশাদ করেন-

﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾

'যে লোক রাতের বেলায় সিজদা এবং দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালকে ভয় করে এবং নিজের প্রতিপালকের দয়ার আশা করে।'[১১৭]

অন্য আয়তে ইরশাদ হয়েছে–

﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾

'যারা রাতের বেলায় স্বীয় প্রভুর সামনে সিজদায় রত থাকে এবং দাঁড়িয়ে ইবাদত করে।'[১১৮]

আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, তাহাজ্জুদের অনেক ফজীলত রয়েছে। এটা রূহানী শক্তিধরদের নামায। এই নামায যথাযথভাবে পালন করে যাওয়া তাদের জন্য নেহায়ত প্রয়োজন। বেলায়তের নিগূঢ় তত্ত্ব এ নামাযে নিহিত।

এই নামাযকে যারা আপন করে নিয়েছে তাদের জন্য দ্বীন-দুনিয়া আখিরাতের পথ সহজ হবে। পবিত্র হাদিসে এই নামাযের অনেক ফজীলতের কথা বিবৃত হয়েছে। তা থেকে কিয়দাংশ এখানে উল্লেখ করা হলো।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ صَلَاةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ».

[১১৫]. আল-কোরআন, সূরা যারিয়াত - ১৭-১৮

[১১৬]. আল-কোরআন, সূরা সিজদা - ১৭

[১১৭]. আল-কোরআন, সূরা যুমার - ৯

[১১৮]. আল-কোরআন, সূরা ফুরকান - ২৪

www.AmarIslam.com

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর প্রিয় মাহবুবকে বলতে শুনেছি যে, রাতের অর্ধ্ব প্রহরে যে নামায আদায় করা হয়, সে নামায ফরয নামায ব্যতীত বাকী সকল নামাযের মধ্যে উত্তম।[১১৯]

শরহুস্ সুন্নাতে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ : «ثَلَاثَةٌ يَضْحَكُ اللهُ إِلَيْهِمْ : اَلرَّجُلُ إِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ يُصَلِّيْ ، وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوْا فِي الصَّلَاةِ ، وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوْا فِيْ قِتَالِ الْعَدُوِّ».

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তিন শ্রেণীর মানুষের উপর আল্লাহ খুশী হন। ১. যারা রাতের বেলায় নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হয়। ২. নামাযের জন্য যারা কাতারবন্দী হয় এবং ৩. ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য যারা পজিশন গ্রহণ করে।[১২০]

বায়হাকীতে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ لَانَ الْكَلَامَ ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ»

হযরত আবু মালিক আশআরী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জান্নাতে এমন উন্নতমানের পরিচ্ছন্ন জানালা আছে, যা দ্বারা ভেতরের ও বাইরের দৃশ্য উত্তমরূপে দেখা যায়। এই ধরণের জানালা সে সকল লোকের জন্য, যারা কোমল আচরণ করে এবং অভাবীদের খানা দেয় ও ধারাবাহিক রোযা রাখে। আর যখন সকল মানুষ গভীর ঘুমে মগ্ন থাকে, তখন সে নামাযের জন্য জাগ্রত থাকে।[১২১]

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে-

---

[১১৯]. মুসনাদে আহমদ : হাদীসে আবু হুরায়রা, খন্ড : ১৭, পৃষ্ঠা : ১৯৩, হাদীস : ৮১৫১
[১২০]. শরহুস্ সুন্নাহ, খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪২, হাদীস : ৯২৯
[১২১]. বায়হাকী : শুআবুল ঈমান, খন্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৪১৮, হাদীস : ৩৭৩৬

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَكُنْ بِمِثْلِ فُلَانٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ».

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি সে ব্যক্তির ন্যায় হবে না, যে পূর্বে রাত-জাগ্রত থাকত অতঃপর তা ত্যাগ করেছে।[১২২]

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ قَالَ : قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ : «جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ».

হযরত আবু উমামা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামর কাছে প্রশ্ন করা হয়, কোন দোয়া বেশী কবুল হয়? তিনি উত্তর দেন, রাতের শেষ প্রহরের দোয়া। আর ফরয নামায পরবর্তী দোয়া।[১২৩]

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে-

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : «كَانَ لِدَاوُدَ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَام مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُوقِظُ فِيهَا أَهْلَهُ فَيَقُوْلُ يَا آلَ دَاوُدَ قُوْمُوا فَصَلُّوا فَإِنَّ هَذِهِ سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ اللهُ فِيهَا الدُّعَاءَ إِلَّا لِسَاحِرٍ أَوْ عَشَّارٍ».

হযরত উসমান ইবনে আবুল আস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামর কাছে শুনেছি, তিনি বলেছেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম রাতের একটি অংশে নিজের পরিবার পরিজনকে জাগাতেন এবং বলতেন, হে দাউদ সন্তানরা! উঠ, নামায পড়। কারণ এটা এরূপ সময়, যখন যাদুকর এবং জোর পূর্বক ক্ষতিপূরণ আদায়কারী ছাড়া বাকী সকলের দোয়া কবুল হয়।[১২৪]

---

[১২২]. মুসলিম শরীফ : باب النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ , খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪৩, হাদীস : ১৯৬৫
[১২৩]. সুনানে তিরমিযী : بَاب مَا جَاءَ فِي عَقْدِ التَّسْبِيحِ بِالْيَدِ , খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৪০৪, হাদীস : ৩৪২১
[১২৪]. মুসনাদে আহমদ : হাদীসে আবু হুরায়রা, খন্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৩৬৭, হাদীস : ৪৩৩১

বায়হাকীতে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ، قَالَ : «إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا يَقُولُ».

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর দরবারে এসে আরজ করলেন, হুজুর! একজন ব্যক্তি রাতে নামায পড়ে এবং দিনে চুরি করে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, তার নামায তাকে অতি শিগগির চুরি থেকে বিরত রাখবে।[১২৫]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ».

হযরত আবু সাঈদ রাদিআল্লাহু আনহু এবং হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন কোন মানুষ রাতে তার স্ত্রীকে জাগায়, অতঃপর উভয়ে নামায পড়ে অথবা তাদের প্রত্যেকে দু'রাকাত নামায আদায় করে, তখন তাদের উভয়ের নাম আল্লাহর জিকিরকারী নর-নারীদের তালিকাভুক্ত করে দেয়া হয়।[১২৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ رَشَّ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ أَبَى رَشَّتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ».

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা সে লোকের উপর রহমত বর্ষণ করেন, যে রাতের বেলায় নিজে জাগ্রত হয়ে এবং নিজের স্ত্রীকে জাগ্রত করে নামায আদায় করে। স্ত্রী যদি না উঠে তাহলে তার মুখে পানি ছিঁটিয়ে জাগিয়ে দেয়। এভাবে সে বিদুষী রমণীর উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হয় যে নিজে

[১২৫]. মুসনাদে আহমদ : হাদীসে উসমান ইবনে আবুল আস, খন্ড : ৩৩, পৃষ্ঠা : ১৪, হাদীস : ১৫৬৮৬

[১২৬]. ১. সুনানে আবু দাউদ, بَاب قِيَامِ اللَّيْلِ খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৭৩, হাদীস : ১১১৪

২. সুনানে ইবনে মাজাহ, بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَيْقَظَ أَهْلَهُ مِنْ اللَّيْلِ খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৩২, হাদীস : ১৩২৫

জাগ্রত হয়ে নামায আদায় করে এবং তার স্বামীকেও জাগিয়ে নামায পড়ায়। সে যদি না উঠে তাহলে তার মুখে পানি ছিঁটিয়ে জাগিয়ে দেয়।[১২৭]

ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন-

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَيْقَظَ أَهْلَهُ لِلصَّلَاةِ يَقُولُ لَهُمْ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴾

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, তার পিতা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু যতটুকু যথার্থ ভাবতেন, ততটুকু নামায পড়তেন। অতঃপর রাতের শেষ প্রহরে তার সন্তান ও পরিবারকে ডেকে দিতেন এবং বলতেন, নামায আদায় কর। এত:পর এ আয়াতখানা তিলাওয়াত করতেন, "নিজের পরিবার-পরিজনকে নামাযের আদেশ দাও এবং সবর কর। আমি তোমাদের থেকে রিযিক চাই না, বরং রিযিক দিই। আর পরকাল খোদাভীরুদের জন্য অবধারিত।"[১২৮]

তাহাজ্জুদের নামায কমপক্ষে দু'রাকাত। অত্যাধিক বার রাকাত। কিন্তু আট রাকাত সংখ্যাটি হাদিসে বেশী পাওয়া যায়।

মোট কথা– তাহাজ্জুদের নামায সর্বমোট বার রাকাত পড়া যায়। কারণ বিভিন্ন সময়ে নবী কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকাত থেকে বার রাকাত পর্যন্ত পড়েছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'রাকাত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেছেন।

হযরত হুজায়ফা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রাকআত তাহাজ্জুদের নামায আদায় করেছেন।

[১২৭]. ১. সুনানে আবু দাউদ, بَاب قِيَامِ اللَّيْلِ খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৭৩, হাদীস : ১১১৩

২. সুনানে ইবনে মাজাহ, بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أَيْقَظَ أَهْلَهُ مِنْ اللَّيْلِ খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৩২, হাদীস : ১৩২৬

[১২৮]. মুআত্তা ইমাম মালেক, بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৫১, হাদীস : ২৪১

এভাবে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার রাদিআল্লাহু আনহু কাছে জানতে চাওয়া হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামায কত রাকাত পড়তেন? তিনি উত্তরে বলেন, তিনি বিভিন্ন সময়ে সাত, নয় এবং এগার রাকাত পর্যন্ত পড়েছেন। এগুলোর মধ্যে তিন রাকাত বিতিরের নামায ছিল।

এভাবে হযরত যায়িদ ইবনে খালিদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তের রাকাত তাহাজ্জুদ পড়েছেন। তা থেকে তিন রাকাত বিতিরের নামায ছিল।

এ সকল আলোচনা দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকাত থেকে বার রাকআত পর্যন্ত তাহাজ্জুদ আদায় করেছেন। সুতরাং তাহাজ্জুদের ফজিলতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাহাজ্জুদের নামায দৈনিক পড়ার অভ্যাস গরে তোলা উচিত। অল্প হলেও আদায় করা দরকার। সেখানে ঢিল দেয়া ঠিক নয়। কোন কোন মানুষ বেশ জোরে-শোরে তাহাজ্জুদ পড়া আরম্ভ করে। কিন্তু কিছুদিন পড়ে ছেড়ে দেয়। এরকম করা ভাল নয়। কারণ শুরু করে ছেড়ে দেয়া খারাপ কথা।

কোন ব্যক্তি রাতের শেষ প্রহরে তাহাজ্জুদ পড়া শুরু করল। এ অবস্থায় ফজরের আযান হয়ে গেল। অথবা অন্য কোনভাবে জানতে পারল যে, সুবহে সাদিক উদয় হয়েছে। তখন সে শুরু করা নামায শেষ করবে।

এভাবে যদি কেউ তাহাজ্জুদের নিয়ত করে শুয়ে যায়। তারপর যদি সে জাগ্রত হতে না পারে, তবুও নিয়ত করার কারণে সাওয়াব পাবে।

তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য রাতের শেষ প্রহরে জাগ্রত হওয়া দরকার। কারণ এই নামায রাতের কিছু অংশ ঘুমিয়ে জাগ্রত হওয়ার পর পড়তে হয়। কারণ তাহাজ্জুদের সুন্নত নিয়ম এটাই। ইশার নামায পড়ে শুয়ে পড়বে। অতঃপর অর্ধ রজনীর পর জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়বে। কেননা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্মপদ্ধতি ছিল যে, তিনি কখনো অর্ধ রাতের পর অথবা কখনো রাতের শেষাংশে জাগ্রত হয়ে আল্লাহর হাম্‌দ করতেন, মিসওয়াক করতেন ও ওজু করতেন। অতঃপর তাহাজ্জুদের নামাযে রত হয়ে যেতেন। সুতরাং আমাদেরকেও এ রকম করতে হবে।

আল্লাহর কিছু বান্দা সারা রাত জাগ্রত থাকেন। এ মহান ব্যক্তিদের জন্য উচিত হলো অর্ধ রাত পর তাহাজ্জুদ পড়ে নেয়া। এই নামায নিবিষ্ট মনে পড়া প্রয়োজন।

তাহাজ্জুদের নামায বসে বসেও পড়া যায়, যদি অসুস্থ কিংবা বয়োবৃদ্ধ হয়ে থাকে। যার কারণে মানুষ বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। কেননা, হযরত

www.AmarIslam.com

আয়েশা সিদ্দীকা রাদিআল্লাহু আনহার বাণী হল, যখন বার্ধক্যের কারণে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর দুর্বল হয়ে গেল, তখন তিনি তাহাজ্জুদের নামায বসে বসে আদায় করতেন।

তাহাজ্জুদের সময় নিম্নোক্ত দোয়া পড়া পবিত্র হাদিসের আলোকে মুস্তাহাব।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَسْئَلُكَ التَّوْبَةَ فَاغْفِرْلِي وَتُبْ عَلَيَّ أِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاجْعَلْنِي صَبُوْرًا شُكُوْرًا وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يَذْكُرُكَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَيُسَبِّحُكَ بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً.

উচ্চারণ: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা, আসতাগফিরুকা ওয়া আসআলুকাত তাউবাতা, ফাগফিরলী, ওয়া তুব আলাইয়া, ইন্নাকা আন্‌তাত্‌ তাউওয়াবুর রাহীম। আল্লাহুম্মাজ আলনী মিনাত তাউয়াবীনা, ওয়াজআলনী মিনাল মুথাতাহ্‌হীরীন। ওয়াজআলনী সাবুরান শাকুরান। ওয়াজআলনী মিম্মান্‌ ইয়াজকুরুকা জিক্‌রান কাসীরান, ওয়া ইউসাববিহুকা বুকরাত ওয়া আসীলান্‌।

অর্থাৎ: হে উপাস্য! তুমি পুত:পবিত্র। তুমি সকল প্রশংসার অধিকারী। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। আমি তোমার নিকট মার্জনা কামনা করছি। নিশ্চয়ই তুমিই তাওবা কবুলকারী এবং দয়ালু।

হে উপাস্য! তুমি আমাকে অনুতপ্তকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। আমাকে পবিত্র লোকদের দলভুক্ত কর। আমাকে ধৈর্যধারণকারী এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। যারা তোমাকে বেশী বেশী স্মরণ করে এবং সকাল-সন্ধ্যা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করে, আমাকে তাদের দলভুক্ত করে দাও।

এরপর আকাশের দিকে তাকিয়ে নীচের দোয়াটি পাঠ করবে।

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ، أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ جَلَّ وَجْهُكَ اَللّٰهُمَّ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. أَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ جَارٍ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ هَذِهِ يَدَيَّ بِمَا كَسَبَتْ وَهَذِهِ نَفْسِي بِمَا اِجْتَرَحِتْ لاَ اِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ

www.AmarIslam.com

الظَّالِمِيْنَ عَمِلْتُ سُوْءً وَظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْلِي ذَنْبُ الْعَظِيْمِ إِنَّكَ أَنْتَ رَبِّي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ اِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

উচ্চারণ: আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আউযু বি আফ্‌ভীকা মিন ইকাবিকা ওয়া আউযু বিরিজাকা, মিন ছাখতিকা, ওয়া আউযু বিকা মিন্‌কা জাল্লা ওয়াজ্‌হুকা আল্লাহুম্মা লা উহ্‌সী সানাআন্ আলায়কা, আন্‌তা কামা আসনায়তা আলা নাফছিকা, আনা আবদুকা ওয়াবনু আবদিকা নাসিয়াতী বিইয়াদিকা জারিন্ ফী হুকমিকা আদলুন ফী কাজাইকা হাজিহী ইয়াদা বিমা কাছাবাত ওয়া হাজিহী নাফ্‌সী বিমা ইজতারা'হাত লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা ছুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জা-লিমীন আমিলতু ছুওয়ান ওয়া জালামতু নাফছী ফাগফিরলী জামবাল আজীমী। ইন্নাকা আনতা রাব্বী ইন্নাহু লা ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আনতা ওয়া লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। তার কোন শরীক নাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসূল। তোমার শাস্তি থেকে আমি তোমার মার্জনা চাচ্ছি। আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি তোমার ক্রোধ থেকে। আমি তোমার সন্তুষ্টি কামনা করছি। তুমি যেভাবে তোমার প্রশংসা করেছ অনুরূপ প্রশংসা আমি করতে পারি না। আমি তোমার বান্দা এবং তোমার বান্দার সন্তান। আমার কপাল তোমার দখলে। আমার উপর তোমার নির্দেশ প্রযোজ্য। আমার সম্বন্ধে তোমার ফায়সালা পুরোপুরি ইনসাফ নির্ভর। আমার এই হাত আমার কৃতকর্মের মধ্যে বন্দি। আমার এই প্রাণ আমার কৃতকর্মে বন্দি। তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। নিশ্চয় আমি অমনোযোগীদের দলভুক্ত নই। আমি অন্যায় করেছি এবং আমি নিজের উপর জুলুম করেছি। তুমি আমার গুনাহ ক্ষমা করে দাও। তুমিই আমার প্রভু। তুমি ছাড়া গুনাহ মার্জনাকারী আর কেউ নাই। তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই।

অতঃপর কিবলার দিকে মুখ করে নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হয়ে বলবে-

اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالحَمْدُ لله كَثِيْرًا وَسُبْحَانِ اللهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً.

অতঃপর দশবার "سُبْحَانَ الله", দশবার "اَلحَمْدُ لله", দশবার "لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله" বলবে। এরপর একবার পড়বে-

اَللهُ أَكْبَرُ ذُوْ المَلَكُوْتِ وَالْجُبْرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعِظْمَةِ وَالجَلاَلِ وَالْقُدْرَةِ.

ইশরাকের নামায

সূর্যোদয়ের পর এক বা দুই বাঁশ পর্যন্ত সূর্য উঁচু হলে যে নামায পড়া হয় তাকে ইশরাকের নামায বলে। ইবাদত গুজার এবং দুনিয়া বিমুখ লোকেরা এই নামাযকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। প্রায় আল্লাহ ভক্তরা এই নফল নামাযকে অত্যন্ত যত্নসহকারে আদায় করেন। এর ফযিলত সম্বন্ধে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاةِ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيْ الضُّحَى لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ».

হযরত মুয়াজ ইবনে আনাছ জহনী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল্লে ফজরের নামায থেকে অবসর হওয়ার পর যে লোক মসল্লায় বসে থাকে, এর পর দু'রাকাত নামায পড়ে মসল্লা থেকে উঠে, যদি এই দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে উত্তম কথাবার্তা ছাড়া অন্য কিছু না বলে, তাহলে তার গুণাহ মাফ করে দেয়া হবে, যদিও তার গুণাহ সমুদ্রের তরঙ্গের চেয়েও বেশী হয়।[১২৯]

ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন–

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ» قَالَ : قَالَ : رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ».

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে সকালের নামায জামাত সহকারে আদায় করেছে করত: সূর্য উদয় হওয়ার পর দু'রাকাত নামায পড়েছে, সে একটি হজ্ব এবং একটি উমরার সাওয়াব পাবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরপর ইরশাদ করেন, পূর্ণ হজ্ব এবং উমরার; পূর্ণ হজ্ব এবং উমরার, পূর্ণ হজ্ব এবং উমরার।[১৩০]

---

[১২৯]. সুনানে আবু দাউদ, بَاب صَلَاةِ الضُّحَى খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৭, হাদীস : ১০৯৫

[১৩০]. সুনানে তিরমিযী, بَاب ذِكْرِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ...الخ খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৫৭, হাদীস : ৫৩৫

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায আদায় করে নিজের স্থান থেকে উঠতেন না, এভাবে ইশরাকের সময় হয়ে যেত, অর্থাৎ সূর্য উদয় হয়ে যেত। হুজুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ে সে স্থানে ইশরাকের সময় পর্যন্ত বসে থাকে, তার ফজরের নামায কবুল হজ্ব ও উমরার সমান হয়ে যাবে। এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু ফজরের নামায আদায় করে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত সেখানে বসে থাকতেন। তার কাছে যখন এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তিনি বলেন, আমি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চাচ্ছি।[১৩১]

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল্লে যে লোক জামাতের সাথে ফজরের নামায পড়ে সে স্থানে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত বসে থাকে, অতঃপর সূর্য উদয় হওয়ার পর চার রাকাত নামায পড়ে; এর প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার আয়াতুল কুরসী , সাতবার সূরা ইখলাস পড়ে; দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর "ওয়াশ্ শামছি ওয়া দুহাহা" একবার, তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা এবং "ওয়াস সামায়ি ওয়াত্ তা-রিক" একবার, চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী এবং তিনবার সূরা ইখলাস পড়ে, সে লোকের নিকট আল্লাহ তা'আলা সত্তরজন ফেরেশতা পাঠাবেন। অর্থাৎ সাত আসমান থেকে দশজন করে সত্তরজন ফেরেশতা দস্তরখানা হাতে করে এই নামায সেখানে রেখে উপরে রুমাল দ্বারা ঢাকনা দিয়ে উর্ধ্ব জগতে নিয়ে যাবেন। এই ফেরেশতারা অন্য যে সকল ফেরেশতাদের পাশ দিয়ে গমন করবেন, তারা সকলে এই নামাযির জন্য মাগফিরাত কামনা করবেন। এই নামাযকে যখন আল্লাহর দরবারে পেশ করা হবে, তখন তিনি বলবেন– হে আমার বান্দা! তুমি নতুনভাবে আমল শুরু কর। তোমার অতীত জীবনের সকল পাপ মার্জনা করে দেয়া হলো।

এই নামায সে বর্ণনার ব্যাখ্যা, যেখানে প্রিয় রাসূল আল্লাহর এই বাণীর উদ্ধৃতি করেছেন, "হে আদম সন্তান! দিনের সূচনালগ্নে আমার জন্য চার রাকাত নামায পড়; এই নামায দিনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।"

পৃথিবীবাসীর জন্য এই নামায গুরুত্ব দিয়ে পড়া দরকার। এই নামাযের বিনিময়ে তাদের জীবিকার সমৃদ্ধি ঘটবে। সুতরাং যে লোক সাত বৎসর পর্যন্ত

---

১৩১. গুনয়াতুত তালেবীন

ইশরাকের নামায গুরুত্ব দিয়ে পড়বে এবং নামায শেষে একবার "يَا رَزَّاقُ", ও "يَا بَاسِطُ" পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার পার্থিব সম্পদে সমৃদ্ধি দান করবেন।

মুত্তাকী লোকেরা যদি এই নামায যত্নসহকারে পড়ে, তাহলে আল্লাহর দরবারে তারা ওলি হিসাবে পরিগণিত হবে। এর সাথে যদি তারা প্রকৃত পীর-মাশায়িখের নিদের্শনা অনুযায়ী অজিফা আদায় করে এবং অধিকহারে আল্লাহর জিকিরে রত থাকে, তাহলে তারা স্বপ্নের মধ্যে ওলি ও সাহাবাগণের সাক্ষাৎ পাবে।

হযরত ইমাম হাসান রাদিআল্লাহুর বাণী, আমি স্বয়ং রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, যে লোক ফজরের নামায শেষে মুসল্লায় আল্লাহর জিকিরে রত থাকে এবং সূর্য উদয় হওয়ার পর আল্লাহর হাম্দ-প্রশংসা করে দুই রাকাত নামায পড়ে, প্রতি রাকাতের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের মধ্যে দশ লক্ষ প্রাসাদ দান করবেন। প্রতি প্রাসাদের ভিতর দশ লক্ষ হুর থাকবে, প্রতি জন হুরের সাথে থাকবে দশ লক্ষ খাদেম। সে মুসল্লি আল্লাহর কাছে তাওবাকারী বান্দা হিসাবে পরগণিত হবে।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ لَمْ يَخْرُجْ مَا رَأَيْنَا بَعْثًا أَسْرَعَ رَجْعَةً وَلَا أَفْضَلَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى قَوْمٍ أَفْضَلُ غَنِيمَةً وَأَسْرَعُ رَجْعَةً قَوْمٌ شَهِدُوا صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ جَلَسُوا يَذْكُرُونَ اللهَ حَتَّى طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ أُولَئِكَ أَسْرَعُ رَجْعَةً وَأَفْضَلُ غَنِيمَةً».

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, জনাবে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সেনা নজদের দিকে প্রেরণ করেন। সে বাহিনী প্রচুর পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করে। খুব তাড়াতাড়ি ফেরত আসেন। সে অভিযানে অংশগ্রহণ করেননি এমন একজন বলে, কোন বাহিনী এত তাড়াতাড়ি অভিযান সফল করে ফিরে আসতে এবং এত বেশী যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আনতে আমি দেখিনি। এ ব্যাপারে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি এমন লোক সম্বন্ধে তোমাদেরকে বলছি যারা এদের চেয়েও বেশী সম্পদ অর্জনকারী এবং সফল অভিযান পরিচালনাকারী।

তারা হল, যারা ফজরের জামাতে উপস্থিত হয় এবং নামায শেষে সূর্যোদয় পর্যন্ত মসল্লায় বসে আল্লাহর জিকির করে।[১৩২]

চাশতের নামায

সূর্য ভালভাবে উদয় হওয়ার পর যে নামায পড়া হয় তাকে "চাশত" বা দুহার নামায বলে। এই নামাযের সময় সূর্য খুব ভালভাবে আলোকিত হওয়ার পর হতে শুরু হয়ে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত থাকে। হাদিস শরীফে এই নামাযের অশেষ ফযিলতের কথা বলা হয়েছে।

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহতে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ».

হযরত আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি চাশতের বার রাকআত নামায পড়বে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে ঘুমানোর জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।[১৩৩]

সুনানে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি চাশতের দু'রাকাত নামায যত্ন সহকারে পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মাফ করে দেবেন, যদিও সে গুনাহ সুমদ্রের তরঙ্গ সমান হয়।[১৩৪]

সুনানে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَوْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ : «ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ آخِرَهُ».

---

[১৩২]. সুনানে তিরমিযী, بَاب فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৪৭৩, হাদীস : ৩৪৮৪

[১৩৩]. ১. সুনানে তিরমিযী, بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৮৮, হাদীস : ৪৩৫

২. সুনানে ইবনে মাজাহ, بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৮৯, হাদীস : ১৩৭০

[১৩৪]. সুনানে তিরমিযী, بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৮৮, হাদীস : ৪৩৫

www.AmarIslam.com

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু আনহু ও হযরত আবু যর রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা বলেছেন, হে আদম সন্তান! দিবসের শুরুতে বিশেষভাবে আমার জন্য চার রাকাত নামায আদায় কর। এটা তোমার জন্য দিবসের শেষ লগ্ন পর্যন্ত যথেষ্ট হবে।[১৩৫]

হযরত আলী ইবনে হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর সম্মানিত পিতার মাধ্যমে তার পিতামহ থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, জুমার পুরো দিন হলো নামাযের সময়। সূর্য উদয় হওয়ার কিছুক্ষণ পর যে বান্দা নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবে, অতঃপর ভালভাবে ওযু করে একান্ত আল্লাহর উদ্দেশ্যে চাশতের দু'রাকাত নামায পড়বে, তার জন্য দুইশ পুণ্য লিখা হবে এবং দুইশত অনিষ্ট দূরিভূত করা হবে। আর যে লোক চার রাকাত নামায পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য চারশত মর্যাদা বুলন্দ করবেন। যে লোক আট রাকাত পড়বে, তার জন্য জান্নাতে আটশত মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। তার সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন। আর যে লোক বার রাকাত পড়বে, তার জন্য দুই হাজার দুইশত পুণ্য লিখে দেবেন এবং দুই হাজার দু'শত অমঙ্গল দূর করে দেবেন। বেহেশতের মধ্যে তার জন্য দুই হাজার দুইশত মর্যাদা বুলন্দ করবেন।[১৩৬]

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত আছে-

عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ« فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ قَالُوا وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللهِ قَالَ النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ».

অনুবাদ: হযরত বুরাইদা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহ তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মানুষের শরীরে তিনশত ষাটটি জোড়া আছে। সে সকল জোড়ার জন্য সদকা করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। সাহাবাগণ জানতে চাইল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিসের মধ্যে এই শক্তি রয়েছে? তখন ছরকারে আলম

---

[১৩৫]. সুনানে তিরমিযী, بَاب الرُّخْصَةُ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْعِيدَ খন্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫০, হাদীস : ১৫৭৩

[১৩৬]. গুনয়াতুত তালেবীন

www.AmarIslam.com

উত্তর দিলেন– মসজিদে পতিত থু থু কে মুছে ফেলা এবং কষ্ট প্রদানকারী বস্তু রাস্তা থেকে অপসারণ করা হল এর সদকা। আর তা সম্ভব না হলে চাশতের দু'রাকাত নামায তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।[১৩৭]

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ : كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدَعُ وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّي.

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের নামায এমন ভাবে পড়তেন যে, আমি মনে করতাম তিনি এই নামায কখনো ছাড়বেন না। আর যখন ছাড়তেন, তখন এতদিন পর্যন্ত ছাড়তেন যে, আমরা বলাবলি করতাম তিনি এই নামায আর কখনো পড়বেন না।[১৩৮]

মুসলিশ শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى».

হযরত আবু যর রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দিনের শুরুতেই তোমাদের প্রত্যকের উপর সদকা আবশ্যক হয়। সুতরাং প্রতিটি তসবিহ হলো সদকা, প্রতিটি হামদ হলো সদকা, প্রতিটি তাহলীল হল সদকা, ভাল কাজের উৎসাহ প্রদান এবং খারাপ কাজ থেকে বাধা দেয়া হলো সদকা। আর দুরাকাত চাশতের নামাজ এসবের পরিপূরক।[১৩৯]

চাশতের নামাজের কেরাত

হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, চাশতের নামাযে সুরা আশ্ সামস্ ও সুরা দুহা পড়বে। রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১৩৭]. সুনানে আবু দাউদ, بَاب فِي إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ খন্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৪৮৩, হাদীস : ৪৫৬৩

[১৩৮]. সুনানে তিরমিযী, بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৯২, হাদীস : ৪৩৯

[১৩৯]. মুসলিম শরীফ, بَاب اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الضُّحَى وَأَنَّ أَقَلَّهَا...الخ খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৭, হাদীস : ১১৮১

ওয়াসাল্লাম বলেন ,যে ব্যক্তি চাশতের বার রাকাত নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী, তিনবার সুরা ইখলাস পড়বে, তার জন্যে আসমান থেকে সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতরন করা হবে। এদের হাতে সাদা কাগজ এবং নূরের কলম থাকবে। তারা সেখানে এই নামাযের সওয়াব কেয়ামত পর্যন্ত লিখতে থাকবে। কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা তার কবরে আসবে। প্রত্যেক ফেরেশতার নিকট বেহেশতী পোশাক এবং অন্যান্য উপঢৌকন থাকবে। তারা বলবে, হে কবরবাসী! আল্লাহর নির্দেশক্রমে উঠ। কারণ তুমি তাদের একজন, যাদের সাজা মওকুফ করা হয়েছে।[১৪০]

সালাতুল আওয়াবীন

"সালাতুল আওয়াবীন" মাগরিবের নামাযের পর পড়তে হয়। কমপক্ষে ছয় রাকাত, অত্যাধিক বিশ রাকাত। এই নামাযের নিয়ম হল, মাগরিবের পর দু'রাকাত দু'রাকাত করে পড়তে হয়। নিয়ত হলো, দু'রাকাত আওয়াবিনের নামায কেবলামুখী হয়ে আদায় করছি– "আল্লাহু আকবার"।

এই নামাজের অনেক উপকারিতা ও আধ্যাত্মিক মর্মার্থ রয়েছে। এই নামাযের পর ক্ষমা ভিক্ষা করে প্রার্থনা করলে কবুল হয়। পরকাল কামনা করলে, সে স্বপ্নের মাধ্যমে জান্নাতের সুসংবাদ পাবে। প্রায় অধিকাংশ আল্লাহ প্রেমিকদের কার্যতালিকায় এই নামায অন্তর্ভুক্ত আছে। পবিত্র হাদিসে এই নামাযের অসংখ্য ফযিলত বণিত রয়েছে।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً».

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামায পড়বে এবং এর মধ্যবর্তীসময়ে কোন খারাপ কথা মুখ দিয়ে বের না করে, সে বার বছরের ইবাদতের সাওয়াব প্রাপ্ত হবে।[১৪১]

অত্র হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, যে মাগরিবের নামাযের পর আওয়াবিনের ছয় রাকাত নফল পড়বে তাকে বার বছরের ইবাদতের সাওয়াব দেয়া হবে। মূলকথা ফরজ ইবাদত পালনের পর নফল ইবাদক করলে অঢেল সাওয়াব পাওয়া

---

[১৪০]. গুনয়াতুত তালেবীন

[১৪১]. সুনানে তিরমিযী, بَاب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ...الخ খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২২৬, হাদীস : ৩৯৯

যায়। তাই আওয়াবিনের সওয়াব বেশী। সালাতুল আওয়াবিনের ফযিলত সম্বন্ধে আরেকটি হাদিস উল্লেখযোগ্য। যথা–

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمُغْرِبِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».

হযরত আয়শা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা আছে যে, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পর বিশ রাকআত নামায পড়ে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে প্রাসাদ নির্মাণ করেন।[১৪২]

এ হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আওয়াবিনের বিশ রাকাত নামায পড়লে, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে জান্নাতে উঁচু মাকাম দান করবেন।
ফরয নামায যত্নসহকারে আদায় করার পর এই নামায পড়লে তার কর্ম আল্লাহর দরবারে গুরুত্বের সাথে গৃহিত হবে এবং এই নামাযি জান্নাতের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। উল্লেখ আছে যে, প্রথম দু'রাকাতে সুরা কাফিরুন ও সুরা ইখলাস পড়বে এবং এটা তাড়াতাড়ি পড়ে নেবে । আরো বলা হয়েছে যে, এই দু'রাকাতকে মাগরিবের নামাযের সাথে ফেরেশতারা আল্লাহর দরবারে উঠিয়ে নিয়ে যান ।এই দুই রাকআত ছাড়া বাকী গুলো আস্তে-ধীরে পড়তে পারবে।
হযরত ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, কেউ যদি মাগরিবের পর চার রাকাআত নামায আদায় করে এবং দু' নামাযের মাঝে যদি কোন কথা না বলে, তাহলে তার ঐ নামাযকে ফেরেশতারা ইল্লীয়িনে উঠিয়ে নেয়। সে ব্যক্তিকে মসজিদে আকসায় শবে ক্বদর পাওয়ার সমান মর্যদা দেয়া হবে। এই নামায অর্ধ রাতে পড়া নামাযের চেয়ে উত্তম ।

হযরত আবু নসর তাঁর পিতা থেকে, তিনি তার সনদের সাথে তারিক বিন শিহাব থেকে এবং তিনি আবু বকর সিদ্দিক থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুলকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, যদি কোন মানুষ মাগরিবের নামায পড়ে এবং এর পর চার রাকাত নামায আদায় করে, তাহলে সে লোক দু'বার হজ্ব করার সমান সওয়াব পাবে। আমি বললাম, যদি সে ছয় রাকাত পড়ে? উত্তরে বলেন, তাঁর পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

[১৪২]. প্রাগুক্ত

হযরত সায়িদ বিন জুবাইর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন মানুষ যদি মাগরিব এবং ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নিজেকে জামে মসজিদে আবদ্ধ রাখে এবং সে লোক যদি সেখানে নামায ও কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া অন্য কিছু না করে, তাহলে তার জন্য বেহেশতে দুইটি প্রাসাদ বানানো আল্লাহর উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। সে প্রাসাদের একটি থেকে আরেকটির দূরত্ব একবছরের সমান হবে। প্রত্যেক প্রাসাদে এমন বাগান হবে যেখানে পুরো দুনিয়ার মানুষ মেহমান হলেও আরো জায়গা খালি থাকবে। হযরত আবু নসর তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর সনদে হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে, তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর প্রিয় হাবিব ইরশাদ করেন, আল্লাহর কাছে অন্য নামাযের চেয়ে মাগরিবের নামায অধিক প্রিয়। কেননা মানুষ এই নামাযের দ্বারা দিনের কর্মসূচী সমাপ্ত করে এবং রাতের কর্মসূচী শুরু করে। মুসাফির এবং মুকিম প্রত্যেকে সমান সওয়াব পাবে। যে ব্যক্তি এই নামায আদায় করবে এবং এর পর কোন কথা না বলে চার রাকাত নামায আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে দু'টি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। যে গুলোর প্রলেপ হবে ইয়াকুত পাথর ও মণি-মুক্তার। সেখানে অসংখ্য বাগান থাকবে। এই সম্বন্ধে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। যে ব্যক্তি মাগরিবের নামায পড়া পর ছয় রাকাত নামায আদায় করবে এবং তাতে কোন কথা বলবে না, আল্লাহ তা'আলা তার চল্লিশ বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহুর নিয়ম ছিল যে, তিনি মাগরিব এবং ইশার মধ্যবর্তী সময়ে বার রাকাত নামায আদায় করতেন।[১৪৩]

সালাতুত তাসবীহ

সালাতুত তাসবীহ নফল নামায। এর প্রতি রাকাতে ৭৫ বার তাসবীহ পড়তে হয় বলে একে সালাতুত তাসবীহ বলে বিধ। এই নামাযের জন্য নির্ধারিত কোন সময় নাই। নিষিদ্ধ সময় বাদে যে কোন সময় পড়া যায়। রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামায চার রাকাত পড়তেন। এর সওয়াব খুবই বেশী। এই নামায রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চাচা হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুকে শিখিয়েছেন এবং বলেছেন এই নামায পড়লে পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। তিনি আরো

[১৪৩]. গুনয়াতুত তালেবীন

www.AmarIslam.com

বলেছেন সম্ভব হলে প্রতিদিন পড় । সম্ভব নাহলে সপ্তাহিক পড় । অন্যথায় সপ্তাহে বা মাসে অথবা বৎসরে কিংবা সারাজীবনে একবার হলেও পড় ।

এর উত্তম নিয়ম হলো, চার রাকাত সালাতুত তাসবীহের নিয়ত বাঁধবে । সানা পড়ার পর পনর বার কলেমায়ে তামজীদ পড়বে । অতঃপর "আউজু বিল্লাহ", "বিসমিল্লাহ" পড়ে কোন একটি সুরা পড়ার পর কলেমায়ে তামজীদ ১০বার পড়বে । রুকুতে গিয়ে তাসবিহ পড়ার পর দশবার কলেমায়ে তামজীদ পড়বে । রুকু থেকে উঠে "ছামীআল্লাহু", "রাব্বানা লাকাল হামদু" পড়ে দশবার কলেমায়ে তামজীদ পড়বে । ১ম সিজদায় গিয়ে তাজবীহ পড়ার পর ১০বার কলেমায়ে তামজীদ পড়বে । দুই সিজদার মাঝখানে বসে ১০বার কলেমায়ে তামজীদ পড়বে । ২য় সিজদায় গিয়ে তাসবীহ পড়ে কলেমায়ে তামজীদ ১০ বার পড়বে । ২য়, ৩য়, ৪র্থ রাকাতে দাঁড়িয়ে এভাবে প্রথমে পনর বার কলেমায়ে তামজীদ পড়বে । অতঃপর বর্ণিত নিয়মে সে কলেমা দশবার পড়বে । এ ভাবে চার রাকাতে পঁচাত্তরবার পড়লে মোট তিনশত বার হয়ে যায় ।

তাসবীহ বেশ কম হলে সিজদায়ে সাহু আবশ্যক হয় না । কেউ তাসবীহ পড়া ভুলে গেলে পরবর্তী কোন রুকুনে পড়ে দিতে পারবে । যেমন- দণ্ডায়মান অবস্থায় ভুলে গেলে রুকুতে পড়ে দেবে, রুকুতে ভুলে গেলে কউমাতে না পড়ে সিজদায় পড়ে দেবে । সিজদায় ভুলে গেলে জলসাতে না পড়ে ২য় সিজদায় পড়ে দেবে । এভাবে কোথাও বেশী পড়ে ফেললে পরবর্তী রুকুতে কম পড়বে । যদি সিজদায় সাহু আবশ্যক হয়, তাহলে সিজদায় সাহুতে তাসবিহ পড়বে না ।

সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমার কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এই নামাজে কোন সূরাগুলো পড়া ভাল । তিনি তখন বলেন, সুরা তাকাসুর, সুরা কাফিরুন, ইখলাস পড়া ভাল । কেউ কেউ বলেছেন, সূরা হাদীদ, সুরা হাশর, সুরা সাফ এবং সুরা তাগাবুন পড়া উত্তম ।

তাহিয়্য়াতুল্ ওজু

অজু করার পর ধৌত অঙ্গগুলো শুকাবার আগে যে নামাজ পড়া হয়, তাকে সালাতে তাহিয়াতুল ওজু বলা হয় । এটা মাত্র দু'রাকাত । এর নিয়ত হল, দু'রাকাত নফল; তাহিয়্য়াতুল অজু; কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে পড়ছি– 'আল্লাহু আকবর' । প্রথম রাকাতে সূরা কাফিরুন পড়া এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পড়া সুন্নাত । এর ফযিলতের ব্যাপারে বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ : «يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ» قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ.

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে জিজ্ঞাসা করেন, হে বেলাল! ইসলাম গ্রহণের পর তোমার ঐ আমলটির ব্যাপারে আমাকে বল, যা নিয়ে তুমি আশাবাদী । কেননা জান্নাতে আমি আমার আগে আগে তোমার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছি । জবাবে তিনি বলেন, দৃশ্যত বলার মত আমার কোন আমল নাই । কিন্তু আমার একটা অভ্যাস ছিল যে, ওজু করার পর পর দু'রাকাত নামায পড়ে নিতাম ।[১৪৪]

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে–

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ».

হযরত উকবাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে- হুজুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলমান ভালভাবে অজু করে, নিবিষ্ট মনে দু'রাকাত নামায পড়বে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে ।[১৪৫]

ওজু করার পর পরই এই নামায পড়তে হবে, মাকরূহ সময়ে এই নামায পড়া যাবেনা । এভাবে গোসলের পর এই নামায পড়াও সুন্নাত । কারণ গোসলের সাথে ওজুও হয়ে যায় । এই নামাযের কারণে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয় । তাকওয়ার মধ্যে শক্তি আসে । তাই, খোদাভীরুদের এদিকে সবিশেষ যত্ন নেয়া দরকার ।

---

[১৪৪]. বুখারী শরীফ, بَاب فَضْلِ الطُّهُورِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ...الخ খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩২২, হাদীস : ১০৮১

[১৪৫]. মুসলিম শরীফ, بَاب الذِّكْرُ الْمُسْتَحَبُّ عَقِبَ الْوُضُوءِ খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৫, হাদীস : ৩৪৫

 www.AmarIslam.com

তাহিয়্যাতুল মসজিদ

মসজিদে প্রবেশ করার পর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দু'রাকাত নফল নামায পড়া আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত। এই নামাযকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ বলা হয়।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ».

হযরত আবু কাতাদাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লালাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, তোমাদের যে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে বসার আগে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করা উচিত।[১৪৬]

এই হাদিস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায দ্বারা মূলত মসজিদের প্রতি সম্মান জানানো উদ্দেশ্য। মানুষ যখন আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করে, তখন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। তাই যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে, তাকে দু'রাকাত নামায পড়তে হবে। আর যদি তা না পড়ে, তবে মসজিদে ঢুকামাত্র কোন সুন্নাত কিংবা ফরজ নামায পড়ে, তাহলে সেটাও তাহিয়্যাতুল মসজিদের পর্যায়ভুক্ত হবে।

উত্তম হলো, বসার আগে এই নামায আদায় করে নেয়া। আর যদি বসে যায়, তারপরও পড়া যাবে এবং , তাতে সাওয়াব পাবে। যদি এক মসজিদে কয়েকবার প্রবেশ করতে হয়, তাহলে একবার পড়লে হবে। কেউ যদি মাকরূহ সময়ে মসজিদে প্রবেশ করে অথবা ওজু ছাড়া প্রবেশ করে, তাহলে " سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ " পড়ে নেবে। মাকরূহ সময় হলো–সূর্যোদয়, সূর্যস্থির, সূর্যাস্ত ও আসরের পর। তেমনিভাবে মাগরিবের নামাযের পূর্বেও কোন নফল নামায নাই।

সালাতুল হাজত

শরীয়ত অনুমোদিত চাহিদা ও প্রয়োজন বাস্তবায়ন হওয়া মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্যতম। তাই মানুষের কোন না কোন প্রয়োজন অবশ্যই আছে। আল্লাহ আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণকারী। অভাব মোচনকারী। সে হিসাবে তার বরাবরে দু'রাকাত নফল নামায পড়ে আবেদন পেশ করাকে

[১৪৬]. বুখারী শরীফ, بَاب إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ...الخ খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২২৮, হাদীস : ৪২৫

"সালাতুল হাজত" বলে। আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এ ধরনের কোন সমস্যায় পড়লে এর সমাধানের জন্য দু'রাকাত সালাতুল হাজত পড়েন। এতে তার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

আবু দাউদ শরীফে হযরত হুজায়ফা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যখন কোন সমস্যা আসত, তখন তিনি আল্লাহর বরাবরে দুই কিংবা চার রাকাত নামায পড়তেন, অতঃপর দোয়া করতেন।

হাদিসে আছে, প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার আয়াতুল কুরসী এবং পরবর্তী তিন রাকাতে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস একবার করে পড়তেন। শবে কদরে চার রাকআত পড়লে যে সাওয়াব দেয়া হয় এই চার রাকাতেও অনুরূপ সাওয়াব দেয়া হবে। মাশায়েখে হযরাত বলেছেন, আমরা এই নামায পড়তাম এবং আমাদের প্রয়োজন পূরণ হতো।

সালাতুল হাজত পড়ার নিয়ম হলো, খুব ভালভাবে ওজু করবে। গোসল করলে আরো ভাল হয়। অতঃপর মসজিদ কিংবা গৃহে দু'রাকাত নামায পড়বে। নির্জন অবস্থায় পড়ার চেষ্টা করা উত্তম। নামায অত্যন্ত বিনয়াবনত চিত্তে পড়তে হয়। অতঃপর আল্লাহ স্তুতি গেয়ে দরূদ শরীফ পাঠ করে দোয়া করবে। তারপর নিম্মোক্ত দোয়াটি পড়ে নেবে। এরফলে যে কোন সমস্যা অবশ্যই সমাধান হবে ইনশাল্লাহ।

لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَمِنْ كُلِّ إِثْمٍ ، لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ، وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ ، وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

উচ্চারণ: লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীম। ছুবহানাল্লাহি রাব্বিল আরশিল আজীম। আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন। আসআলুকা মু-জিবাতি রাহমাতিকা, ওয়া আযাইমা মাগফিরাতিকা, ওয়াল গনীমাতা মিন কুল্লি বিররিন্, ওয়াস্ সালামাতা মিন কুল্লি ইচমিন, লা তাদা' লী জামবান, ইল্লা গাফারতাহু, ওয়ালা হাম্মান ইল্লা ফাররাজতাহু, ওয়ালা হা-জাতান হিয়া লাকা রিজান ইল্লা কাজায় তাহা, ইয়া আর হামার রাহিমী-ন্।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি পরম সহিষ্ণু এবং দাতা। আল্লাহ পূত:পবিত্র। তিনি মহান আরশের অধিপতি। সকল প্রশংসা তারই। সারা বিশ্বের

মালিক তিনি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দয়ার অজুহাতে ভিক্ষা করছি। ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সর্বপ্রকারের গুনাহ থেকে বিমুখতা এবং সাওয়াবের কামনা করছি। আমার সমুদয় গুনাহ মাফ করে দাও। সকল প্রকারের চিন্তা দূর করে দাও। আমার যে সমস্যা ও কামনা আছে তা তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী পূরণ করে দাও। তুমি অতিশয় দয়ালু ও করুণাময়।

তিরমিজী শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ ﷺ أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : ادْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِي قَالَ : «إِنْ شِئْتَ دَعَوْتَ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قَالَ : فَادْعُهُ، قَالَ : فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى لِيَ اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ.

হযরত ওসমান ইবনে হুনাইফ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, একদা একজন অন্ধ সাহাবী রাসূলের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার অন্ধত্বের জন্য দোয়া করুন। তিনি বলেন– তুমি চাইলে দোয়া করব, নতুবা তুমি ধৈর্য্য ধর। কেননা এটা তোমার জন্য উত্তম হবে। সাহাবী আরজ করল, হুজুর! আমার জন্য দোয়া করুন। হুজুর বলেন, তুমি গিয়ে ভালভাবে ওজু করে দু'রাকআত নামায পড় এবং ভালভাবে দোয়া কর। হুজুরের পরামর্শ অনুযায়ী সে তাই করল, দেখা গেল, তার দৃষ্টি ফিরে আসল এবং সে চোখে দেখতে লাগল।[১৪৭]

"সালাতুল হাজত" পড়ার আরেকটি নিয়ম হলো, যখন কোন সমস্যার সমাধান চাওয়া হয় অথবা মারাত্মক কোন সমস্যা উদ্ভব হয়, তখন ভালভাবে ওজু করে দু'রাকাত নফল নামায পড়বে। ১ম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর আয়তুল কুরসী, ২য় রাকাতে "آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ" থেকে "فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" পর্যন্ত পড়বে। এভাবে নামায শেষ করে নিম্মোক্ত দোয়াটি পড়বে।

১৪৭. সুনানে তিরমিযী, باب في دعاء الضيف খন্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৪৯৭, হাদীস : ৩৫০২

اَللّٰهُمَّ يَا مُؤْنِسَ كُلِّ وَحِيْدٍ وَيَا صَاحِبَ كُلِّ فَرِيْدٍ وَيَا قَرِيْبًا غَيْرَ بَعِيْدٍ وَيَا شَاهِدًا غَيْرَ غَائِبٍ وَيَا غَالِبًا غَيْرَ مَغْلُوْبٍ أَسْئَلُكَ بِإِسْمِكَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِي لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ وَأَسْئَلُكَ بِإِسْمِكَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ الَّذِيْ عَنَتْ لَهُ الْوُجُوْهُ وَخَشَعَتْ لَهُ الْأَصْوَاتُ وَجِلَتْ مِنْهُ الْقُلُوْبُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَجْعَلَ بِي مِنْ أَمْرِي فَرَجًا وَّمَخْرَجًا وَتَقْضِي حَاجَتِي.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইয়া মু-নিছু কুল্লি ওয়াহীদিন। ওয়া ইয়া ছাহিবা কুল্লি ফরীদিন, ওয়া ইয়া কারীবান্ গায়রা বায়ীদিন ওয়া ইয়া শাহিদান গয়রা গা-ইবিন্, ওয়া ইয়া গা-লিবান গায়রা মাগলুবিন, আসআলুকা বিইসমিকা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাজি লা তা-খুজুহু ছিনাতুন ওয়ালা নাউমুন। ওয়া আসআলুকা বিইসমিকা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল হায়্যুল কায়্যুমু আল্লাজী আনাত লাহুল উজুহু। ওয়া খাশাআত লাহুল আসওয়াতু, ওয়া জিলাত মিনহুল কুলুবু আন তুছাল্লিয়া আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আ-লি মুহাম্মাদিন। ওয়া আন তাজআলা বী মিন আমরী ফারাজান ওয়া মাখরাজান ওয়া তাকজী হা-জাতী।

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! তুমি প্রত্যেক নিঃস্বের সহায়। প্রত্যেক অসহায়ের বন্ধু এবং সাহায্যকারী। তুমি প্রত্যেকের অতি নিকটে, কারো থেকে দূরে নও। তুমি সদা জ্ঞাত। তুমি কখনো কারো থেকে দূর নও। তুমি চিরজয়ী। তুমি কারো দ্বারা কখনো পরাভূত হওনা। আমি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা তোমার কাছে শক্তি প্রার্থনা করছি। নিদ্রা ও তন্দ্রা তোমাকে কখনো স্পর্শ করে না। আমি তোমার কাছে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" এর শক্তি প্রার্থনা করছি। তুমি সদা অবিচল ও চিরঞ্জীব। সকলের মুখ অক্ষমতার সাথে তোমার দিকে চেয়ে আছে। সকল অন্তর তোমার সামনে অক্ষমতা প্রকাশ করছে। প্রতিটি অন্তর তোমার ভয়ে প্রকম্পিত। তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতি দরূদ-সালাম প্রেরণ কর। আমার কর্মে প্রশস্ততা দান কর। আমার সমস্যা সমাধান কর।

এই দোয়া পড়লে সমস্যা সমাধান হবে এবং উদ্দেশ্য সাধন হবে।

ইস্তিখারার নামায

হে শান্তস্থির লোক! নবী করীম কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহান সাহাবাগণকে বলেছেন, যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা কাজ সামনে আসে, তখন সে কাজে আল্লাহর রেজামন্দি জেনে নাও। এই রেজামন্দি জানাকে "ইস্তিখারা" বলে। আল্লাহ প্রেমিকদের স্বভাব হলো, যখন তাদের সামনে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উদ্ভব হয়, তখন তারা এর ভাল-মন্দ সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার জন্য ইস্তিখারা করে এবং পরবর্তীতে ইস্তিখারের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা থেকে সাহায্য নেওয়ার জন্য ইস্তিখারা না করা হতভাগ্যের লক্ষণ। সুতরাং কোথাও ভ্রমণে যাওয়া, কোন চুক্তি করা, কোন ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করা, কোন জায়গা-জমি কেনা-বেচা করা এবং অন্য যে কোন নতুন কাজে অংশ নেয়ার আগে ইস্তিখারা করা ভাল।

মূলত: ইস্তিখারা সৎ ও পুণ্যবানদের কর্ম। তাই যারা ইস্তিখারা করবে, তাদের নিয়ত সৎ ও ভাল হওয়া দরকার। কারণ কাজের ভাল-খারাপ নির্ভর করে নিয়তের উপর। শুধু ভাল ও মঙ্গলময় কাজের জন্যই ইস্তিখারা করা উচিৎ। ইস্তিখারাকারীকে খারাপ কাজ পরিহার করতে হবে। চুরি, জুয়া, দস্যুতা কিংবা এই ধরনের কোন খারাপ কাজের জন্য ইস্তিখারা করা যাবে না। কারণ এগুলো গর্হিত কাণ্ড এবং অপরাধ।

আল্লাহর ওলীগণের জন্য ইস্তিখারার প্রয়োজন হয় না। কারণ মহামহিম আল্লাহ এবং প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাদের সম্পর্ক খুবই গভীর। তারা যদি কোন বিষয়ে জানতে চায়, তাহলে সহজে জেনে নিতে পারে।

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল কাজের জন্য আমাদেরকে ইস্তিখারা করার শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআন শরীফের সূরা সমূহ যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, ইস্তিখারার শিক্ষাও তিনি সেভাবে দিয়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ কিংবা ভ্রমণের অভিপ্রায় গ্রহণ কর, তখন দু'রাকাত নফল নামায পড়ে নিম্মোক্ত দোয়াটি পড়।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ
الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ

كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي وَعَاقِبَةِ وَعَاجِلِهِ
فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيْهِ وَإِلاَّ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَيَسِّرْ لِيَ الْخَيْرُ حَيْثُ
كَانَ مَا كُنْتُ وَأَرْضِنِي بِقَضَائِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আসতাখীরুকা বিইল্‌মিকা ওয়া আছ তাক্‌দিরুকা বিকুদরাতিকা, আসআলুকা মিন্ ফাজলিকাল আজীম। ফাইন্নাকা তাকদিরু ওয়ালা আকদিরু ওয়া তা'লামু ওয়ালা আ'লামু ওয়া আন্‌তা আল্লামুল গুয়ুব।

আল্লাহুম্মা ইন কুন্‌তা তা'লামু আন্না হা-জাল্ আমরা খায়রুল লী ফী দ্বীনি ওয়া দুন্‌ইয়াইয়া ওয়া আ-খিরাতী ওয়া আ-কিবাতি ওয়া আ-জিলিহি ফাকদিরহু লী ওয়া ইয়াছছিরহু লী, ছুম্মা বারিক লা ফীহি, ওয়া ইল্লা ফাছরিফ হু আন্নী ওয়া ইয়াছছির লীয়াল খায়রা হায়ছু কা-না মাকুন্‌তু ওয়া আরজিনী বি কজাইকা ইয়া আরহামার রা-হিমীন।

অনুবাদ: হে আমার উপাস্য! আমি তোমার কাছে তোমার জ্ঞানের মাধ্যমে কল্যাণের আবেদন করছি। তোমার ক্ষমতা দ্বারা তোমার সাহায্য ও সামর্থ্য প্রার্থনা করছি। ক্ষমতার মালিক তুমি। আমি মুর্খ, তুমি জ্ঞানী।

প্রভু! অদৃশ্য জ্ঞান তোমারই রয়েছে। প্রভু! তুমিই জান যে, এই কাজটি আমার দ্বীন, আমার দুনিয়া, আমার আখিরাত এবং আমার পরিণামের জন্য ভাল হবে। দ্রুত কিংবা বিলম্বে উপকার প্রদানকারী যে কাজ আমার ক্ষেত্রে ভাল হবে, আমার জন্য উপাদেয় হবে, সেটা আমার জন্য সহজ করে দাও। এর মধ্যে আমার জন্য বরকত দাও। আর যদি এমন না হয়, তাহলে আমার থেকে দূরে রাখ। যেখানে আমি থাকি সেখানে আমার জন্য পুণ্যকে সহজ করে দাও। যতদিন আমি দুনিয়াতে থাকি ততদিন তোমার আদেশের উপর আমাকে খুশী রাখ। তুমি দয়ালু করুণাময়।

এর পর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিছানায় কিবলামুখী হয়ে শুয়ে পড়বে। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সময় যে কথা দৃঢ়তার সাথে অন্তরে আসবে, সেটাই উত্তম এবং করণীয় হবে। প্রথম দিন কিছু জ্ঞাত না হলে, দ্বিতীয় দিন এভাবে করবে, এভাবে সাতদিন করতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ্ কাজের ভাল-মন্দ অবশ্যই জ্ঞাত হওয়া যাবে।

ব্যবসায়িক ভ্রমণ অথবা হজ্বের জন্য ইস্তিখারা

যদি কোন লোক সফর কিংবা ব্যবসার ইচ্ছা করে, অথবা হজ্, উমরা এবং রওজা পাকের যিয়ারতের খেয়াল করে, তখন তার জন্যও ইস্তিখারা করা

উত্তম। এর নিয়ম ও পুর্বোক্তের ন্যায়। তবে এই ক্ষেত্রে ইস্তিখারার বর্ণিত দোয়াটির সাথে নিম্মোক্ত শব্দমালা বাড়াতে হবে।

اَللَّهُمَّ اِنِّي اُرِيْدُ الْعُرُوْجَ فِى وَجْهِي هَذَا بِلاَ ثِقَةٍ مِّنِّي لِغَيْرِكَ وَلاَ رَجَاءِ اِلاَّ بِكَ وَلاَ قُوَّةَ اَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَلاَ حِيْلَةِ أَلْجَأُ إِلَيْهَا إِلاَّ طَلْبَ فَضْلِكَ وَالتَّعَرُّضُ لِمَعْرُوْفِكَ وَرَحْمَتِكَ وَالسُّكُوْنَ إِلَي حُسْنِ عِبَادَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ مَا قَدْ سَبَقَ لِي فِي وَجْهِي هَذَا مِمَّا أُحِبُّ وَأَكْرَهُ، اَللَّهُمَّ فَاصْرِفْ عَنِّي بِقُدْرَتِكَ مَقَادِيْرُ كُلُّ بَلاَءِ وَنَفْسِ عَنِّي كُلِّ كَرْبِ وَرَآءِ وَالْبَسْطُ عَلَى كَنَفًا مِنْ رَحْمَتِكَ وَلُطْفًا مِنْ عَوْنِكَ حِرْزا مِنْ حِفْظِكَ وَجَمِيْعَ مُعَافَاتِكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল উরুজা ফী ওয়াজ্হী হাজা বিলা ছিকাতিন মিন্নী লিগায়রিকা, ওয়ালা রজাই ইল্লা বিকা। ওয়ালা কুউয়াতা আ-তাওয়াক্কালু আলায়কা। ওয়ালা হীলাতিন্, আল্ জাউ ইলাইহা ইল্লা তাল্বা ফাজলিকা ওয়াত্ তায়ার্‌রদু লিমা'রু-ফিকা ওয়া রাহমাতিকা ওয়ায়াছ্ ছুকুনা ইলা হুছনি ইবাদাতিকা ওয়া আন্‌তা আ'লামু মা কাদ ছাবাকা লা ফী ওয়াজ্হী হাজা মিম্মা উহিব্বু ওয়া আক্‌রাহু।

আল্লাহুম্মা ফাছরিফ আন্নী বিকুদরাতিকা মাকাদীরু কুল্লা বালা-য়িন্ ওয়া নাফছিন্ আন্নী কুল্লি কারবিন ওয়ারাইন্ ওয়াল বাছ্তু আলাইয়া কানাফান্ মির রাহমাতিকা ওয়ালুতফান মিন আউনিকা ওয়া হিরযান্ মিন হিফজিকা ওয়া জামী আ মুআফা-তিকা।

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি এদিকে আমার উদ্দেশ্যের জন্য যাচ্ছি। তুমি ছাড়া আমার কোন সহায় নাই। তোমার সত্তা ছাড়া অন্য কোন আশা নাই এবং কোন শক্তি নাই যার উপর নির্ভর করতে পারি। তুমি ছাড়া কোন উপায়ও নাই যার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি। আমি তোমারই অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। তোমার দয়া এবং সুদৃষ্টি কামনা করছি। আমি স্থিরতার সাথে তোমার বন্দেগি করতে চাই।

হে আল্লাহ! তুমি আমার এই পথের শান্তি আর কষ্ট সমূহ প্রথম থেকে ভালভাবে জান।

হে আল্লাহ! আমার দিকে আগত সকল বালা-মুসিবত তোমার কুদরত দিয়ে সরিয়ে দাও। সকল কঠিনকে সহজ করে দাও। সকল রোগ দূর করে দাও। আমার উপর

তোমার দয়ার চাঁদর ঢেকে দাও। আমার উপর তোমার সাহায্য দিয়ে সহায়তা কর। আমাকে তোমার হেফাজত ও নিরাপত্তায় রাখ।

অতঃপর নিম্মোক্ত দোয়াটি পাঠ করে সফরের পাথেয় নিয়ে বের হও।

يَا رَبِّ قَضَاؤُكَ عَلَيَّ حَقِيْقَةٌ أَحْسِنْ عَمَلِي وَارْفَعْ عَنِّي مَا أَحْذَرُ مِمَّا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي وَاجْعَلْ ذَلِكَ خَيْرًا لِّي فِي دِيْنِي وَآخِرَتِي أَسْئَلُكَ يَا رَبِّ أَنْ تَخْلُفْنِي فِيْمَا خَلَّفْتُ وَرَآئِيْ مِنْ أَهْلِي وَوَلَدِي وَقَرَابَاتِي بِأَحْسَنِ مَا خَلَفْتُ بِهِ غَائِبًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى تَحْصِيْنِ كُلِّ عَوْرَةٍ وَحِفْظٍ مِنْ كُلِّ مُضَرَّةٍ وَكِفَايَةِ كُلِّ مُهِمٍّ وَصَرَفِ كُلِّ مَكْرُوْهٍ وَكَمَالِ مَا تَجْمَعُ لِي بِهِ مِنَ الرَّضَاءِ وَالسُّرُوْرِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَارْزُقْنِي فِى ذَلِكَ كُلِّهِ شُكْرَكَ وَذِكْرَكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ حَتَّي تَرْضَي عَنِّي وَتُدْخِلْنِي جَنَّتِكَ بِرَحْمَتِكَ بَعْدَ الرِّضَي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

উচ্চারণ: ইয়া রাব্বি কাজাউকা আলাইয়া হাকীকাতান্ আহছিন আমালী ওয়ারফা' আন্নী মা আহজার মিম্মা, আন্‌তা আ'লামু বিহি মিন্‌নি, ওয়াজ্‌আল্ জা-লিকা খায়রাল লী ফী দ্বী-নী ওয়া আ-খিরাতী, আসআলুকা ইয়া রাব্বি আন্‌তাখলুফানী ফীমা খালাফতু ওয়ারায়ি মিন আহ্‌লী, ওয়া ওয়ালাদী ওয়া কারা-বাতী বি আহসানি মা খালাফতা বিহি গা-ইবান্ মিনাল্ মু'মিনী-না ফী তাহ্‌সীনি কুল্লি আউরাতিন্ ওয়া হিফ্‌জিম মিন কুল্লি মুদাররাতিন্ ওয়া কেফাইয়াতি কুল্লি মুহিম্মিন্ ওয়া সারাফিন কুল্লি মাকরূহিন্ ওয়া কামালিন মা তাজমাউ লী বিহি মিনার রিজা ওয়ায়াছছুরুরি ফীদ দুন্‌ইয়া ওয়াল্ আখিরাতি, ওয়ার যুকনী ফী জা-লিকা কুল্‌লিহি, শুকরাকা ওয়া জিকরাকা ওয়া হুছনা ইবাদাতিকা হাত্‌তা তারদা আন্নী ওয়া তুদখিলনী জাননাতিকা বিরাহমাতিকা বা'দার রিদা, ইয়া আর হামার রা-হিমীন।

অর্থাৎ: প্রভু! আমার উপর তোমার ফায়সালা চূড়ান্ত। আমার আকাঙ্খাকে তুমি মঙ্গলময় কর। যে বিষয়কে আমি ভয় করছি, তা থেকে আমাকে বাঁচাও। এটা সম্বন্ধে তুমি বেশী জান। এই সফরকে আমার জন্য ইহ-পরকালে কল্যাণময় কর।

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি, আমার পেছনে রেখে আসা আমার পরিবার-পরিজন এবং বন্ধু-বান্ধবকে তুমি হেফাজত কর। যেভাবে তুমি সকল মুমিনের ঘরকে হেফাজত করছ, এগুলোকে সকল মুসিবত থেকে রক্ষা করছ এবং তাদের থেকে সকল কষ্ট দূর করছ। আর তুমি প্রত্যেক দু:খ-বেদনা তুলে নাও।

দুনিয়া-আখিরাতের মধ্যে তোমার সন্তুষ্টি এবং রেজামন্দি দ্বারা আমার মনকে উজ্জীবিত কর। আমাকে তোমার স্মরণ এবং শোকর করার সুযোগ দাও। আমাকে তোমার ইবাদত এবং নেকী শিক্ষা দাও। আমার উপর তুমি রাজি হও। আমাকে জান্নাতে স্থান দাও। তুমি দয়ালুদের চেয়েও অধিক দয়াবান ও করুণাময়।

ইস্তিস্কার নামায

ইস্তিস্কা অর্থ পানি চাওয়া। ইসলামী শরিয়তের মধ্যে অনাবৃষ্টির সময় আল্লাহর সকাশে সিজদাবনত হয়ে রহমতের বর্ষণ কামনা করাকে ইস্তিস্কা বলে। কোন কোন সময় মানুষ নিজের আমলের কারণে আল্লাহর অসন্তুষ্টি টেনে আনে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সতর্কতার জন্য অনাবৃষ্টির মাধ্যমে দূর্ভিক্ষে নিপতিত করে। ফলে সৎ এবং পুণ্যবান লোকেরাও এর রোষানলে পড়ে।
আল্লাহ তা'আলার বাণী- 'যে মুসীবত তোমাদেরকে আক্রান্ত করে তা তোমাদের হাতের অর্জন, কিন্তু অনেক কষ্ট বা শাস্তি কে মাফ করে দেয়।'

এর দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল যে, দূর্ভিক্ষ দুষ্ট লোকদের আপন অপরাধের কারণে এসে থাকে। এই সময়ে বেশী বেশী ইস্তিস্কার প্রয়োজন হয়। শরিয়তের মধ্যে এর স্বরূপ হলো- 'সালাতুল ইস্তিস্কা'।

ইস্তিস্কার নামায সুন্নাত। বৃষ্টি না হলে বৃষ্টির দোয়ার জন্য এই নামায পড়া হয়। এই নামায ইমামের পেছনে জামাত সহকারে আদায় করতে হয়। যেভাবে চাশতের সময়ে ঈদের নামায ঈদগাহ কিংবা মাঠে-ময়দানে আদায় করা হয়। সালাতুল ইস্তিস্কার নিয়ম, বিধান এবং পদ্ধতি ঈদের নামাযের ন্যায়।

মুস্তাহাব হলো, এই নামাযের জন্য গোসল করে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হবে। সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব নয়। কারণ এ নামায পড়া হয় অনুনয়-বিনয়, ভিক্ষা এবং সমস্যার প্রেক্ষিতে। তাই পুরনো পোষাক পরিধান করে, বিনম্র হৃদয়ে কান্নাভেজা কণ্ঠে, ভাঙ্গা মন নিয়ে এই নামায পড়া মুস্তাহাব। এই নামাযে বৃদ্ধ নর-নারী, শিশু এবং দুদর্শাগ্রস্ত লোকেরা শরীক হবে। জুলুম, পরের সম্পদ আত্মসাৎ এবং অন্যান্য গুনাহ যা হয়েছে তা থেকে প্রকৃত মনে তাওবা করে নেবে। পরের আত্মসাৎকৃত সম্পদ ফেরত দেবে। আদায় না করা যাকাত, কাফ্ফারা, মান্নত ইত্যাদি প্রকৃত হকদারকে আদায় করে দেবে। বেশী করে দান-খায়রাত করবে। বেশী বেশী রোযা রাখবে। নতুন ভাবে তাওবা করবে। আমৃত্যু তাওবার উপর অটল থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার করবে। ছোট-বড় গুনাহ পরিহার করে চলবে। নির্জন এবং কোলাহল উভয় অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে চলবে। আকাশ-পাতালের কিছুই আল্লাহ থেকে গোপন নাই। তিনি প্রতিটি গোপন এবং অগোপন বিষয় সম্বন্ধে অবগত আছেন।

দরবেশ, পুণ্যবান, আলেম, বুযর্গ, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং আল্লাহ ওয়ালাদের অসীলা গ্রহণ করবে। বর্ণিত আছে যে, উমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু যখন ইস্তিস্কার নামাযের জন্য ময়দানে আসেন তখন হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর হাত ধরে কিবলার দিকে মুখ করে এভাবে দোয়া করেন-

হে আল্লাহ! এই ব্যক্তি আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহতরম চাচা। আমরা আপনার দরবারেও তাঁকে ওসীলা পেশ করছি। তাঁর ওসীলায় আমাদেরকে আপনার রহমতের বর্ষণ দিয়ে সিক্ত করুন। বর্ণনাকারী বলছেন যে, মানুষ সেখান থেকে ঘরে ফেরত না আসতেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়।

অনাবৃষ্টি ও দূর্ভিক্ষ মানব সন্তানের কর্মফলের কারণে হয়। তাই এটা তাদের জন্য শাস্তি। বর্ণিত আছে যে,- কাফেরদেরকে যখন কবরে দাফন করা হয়, তখন মুনকের নকীর এসে তাদের কাছে "প্রভু", 'নবী', এবং 'দ্বীন' সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। সে যখন জবাব দিতে পারে না, তখন তাকে প্রহার করা হয় এবং সে চিৎকার করে। এই চিৎকার মানুষ আর জ্বিন ছাড়া বাকী সৃষ্টিকুল সবাই শুনতে পায়। তখন তারাও সে কাফেরের প্রতি অভিশম্পাত দিতে থাকে। গরু-ছাগলও তাদের প্রতি লা'নত দিতে থাকে। তখন সৃষ্টিকূল বলতে থাকে তাদের কারণে আমাদের উপর বৃষ্টি বন্ধ হয়ে আছে। আল্লাহ তা'আলার নিম্মোক্ত বাণীর মমার্থ হলো এটাই-

﴿أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ﴾

'এই লোকদের উপর আল্লাহ এবং অভিসম্পাতকারীদের অভিসম্পাত হোক।'[১৪৮]

মানুষ যখন ভ্রান্তপথে ধাবিত হয়, তখন তার ভ্রান্তির প্রভাব প্রত্যেক প্রাণীর উপর পড়ে। আর যদি সঠিক ও সরলপথে চলে, তখন সরলতার প্রভাবও প্রতিটি বস্তুর উপর পড়ে। মানুষ যখন তার স্রষ্টার অবাধ্য হয় এবং তার আইনের অনুগত না হয়, তখন মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান অথবা তাঁর প্রতিনিধি ইস্তিস্কার নামাযের ইমামতি করবেন। সেখানে আজান-ইকামত হবে না। প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়াও অতিরিক্ত ছয় তাকবীর বলবে। দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচটি অতিরিক্ত তাকবীর বলবে। উভয় রাকাতের কিয়ামের তাকবীর ছাড়া এই অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলতে হয়। প্রত্যেক তাকবীরের মাঝে আল্লাহ তা'আলার জিকির করবে। নামাযের পর ইমাম সাহেব খুতবা দেবেন। অন্য বর্ণনা মতে, নামাযের

[১৪৮]. আল-কোরআন, সূরা বাকারা - ১৫৯

আগেও ইমাম কর্তৃক খুতবা দেয়ার কথা আছে। ইমাম আহমদ (রাঃ) মতে, খুতবা নামাযের আগে-পরে দেয়ার ক্ষমতা ইমাম সাহেবের আছে। আবার তাঁর থেকে আরেকটি বর্ণনা আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, ইস্তিস্কার নামাযে খুতবা দেয়া সুন্নাত নয়। তাই নামাযের পর খুতবার পরিবর্তে দোয়া করা উত্তম। মোটকথা ইমাম সাহেব যা ভাল মনে করবেন তাই করতে পারবেন।

ইমাম সাহেব যদি খুতবা দেয়, তাহলে খুতবার সূচনা ঈদের খুতবার ন্যায় তাকবীর বলে করবে। দরূদ শরীফ বেশি বেশি পড়বে। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম যে আয়াতগুলো তার জাতির উদ্দেশ্যে বলেছেন, সেগুলো বেশি বলবেন। যেমন-

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴾

'আমি বলছি, তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে মাফ চাও। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী। তিনি আসমান থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেন।'[১৫৯]

খুতবা শেষ করে কিবলামুখী হয়ে নিজের চাদরটি উলটিয়ে দিতে হবে। ডান কাঁধের অংশ বাম কাঁধে এবং বাম কাঁধের অংশ ডান কাঁধে দিতে হবে। উপরের পাটি নিচের দিকে আর নিচের পাটি উপরের দিকে দিতে হবে। সকল মুক্তাদিরাও এইরূপ করবে। ঘরে পৌঁছা পর্যন্ত চাদর এভাবে থাকবে। ঘরে পৌঁছে শুভলক্ষণ মনে করে চাদরসহ সকল কাপড় বদলে ফেলবেন। ভাবতে হবে যেন সকলে ভিজা কাপড় পাল্টাচ্ছে। এটা শুভ লক্ষণের অংশ। এর দ্বারা তাপদাহ এবং অনাবৃষ্টি দূর হয়ে যায়। পবিত্র হাদিসে এই নিয়মটির কথা উল্লেখ আছে।

হযরত আব্বাদ ইবনে তামিম রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর চাচার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের নিয়ে ইস্তিস্কার নামাযের জন্য বের হন। উচ্চস্বরে ক্বেরাত পাঠ করে দু'রাকাত নামায আদায় করেন। অতঃপর তাঁর পবিত্র চাদরকে উল্টান, দোয়া করেন এবং আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করেন।

ইমামের জন্য উচিত হলো, দুই হাত তোলে নিম্নোক্ত দোয়াটি পাঠ করা। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই দোয়াটি পড়েছেন।

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مُرِيئًا هَنِيْئًا مَرِيعًا غَلَامًا مُجَلَّلًا (يَا مُجَلَّلًا) عَامًّا طَبَقًا سَحْيًا دَائِمًا، اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِتِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا رَحْمَةً لَا

[১৫৯]. আল-কোরআন, সূরা নূহ - ১০, ১১

سَقْيَا عَذَابٍ وَلَا مَحْقٍ وَلَا بَلَاءٍ وَلَا هَدَمٍ وَلَا غَرَقٍ، اَللّٰهُمَّ إِنَّ بِالْبِلَادِ وَالْعِبَادِ وَالْخَلْقِ مِنَ الْأَذَاءِ وَالْبَلَاءِ وَالْجُهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لَا تَكْوِي إِلَّا إِلَيْكَ، اَللّٰهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَأَدِرْ لَنَا الضَّوْعَ وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ، اَللّٰهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجُهْدَ وَالْجُوْعَ وَالْعَرِي وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ، اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا، اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَنَا بِدُعَائِكَ وَوَعَدْتَنَا اِجَابَتَكَ فَقَدْ دَعَوْنَا كَمَا أَمَرْتَنَا فَاسْتَجِبْ لَنَا كَمَا وَعَدْتَنَا.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাস্‌কিনা গায়ছান মুগীছান, মুরীআন্, হানীআন, মারীআন্, গলামান্ মুজাল্লাল্লান্, আ-ম্মান্ তাবাকান্ ছাহইয়ান্ দা-ইমান।

আল্লাহুম্মা আসাকিনাল গায়ছা ওয়ালা তাজআল্‌না মিনাল কা-নিত্বী-ন।

আল্লাহুম্মা আসকিনা রাহমাতান লা সাকইয়ান আজাবান ওয়ালা মাহকিন্ ওয়ালা বালা-ইন ওয়ালা হাদামিন ওয়ালা গারাকিন।

আল্লাহুম্মা ইন্না বিল বিলাদি ওয়াল ইবাদি ওয়াল খালকি মিনাল আজা-ই ওয়াল বালাই ওয়াল জুহদি ওয়াধ ধানকি মা লা তাক্‌ওয়া ইল্লা ইলাইকা।

আল্লাহুম্মা আমবিত লানায যারআ ওয়াদির লানাধ ধু'আ ওয়াছ কিনা মিম বারাকাতিছ ছামায়ি ওয়া আনবিত লানা মিন বারাকাতিল আরাধি।

আল্লাহুম্মা ইরফা আন্নাল জুহদা ওয়াল জুআ ওয়াল আরা ওয়াকশিফ আন্না মিনাল বালাই মা লা ইয়াকশিফহু গায়রুকা।

আল্লাহুম্মা ইন্না নাছতাগফিরুকা, ইন্নাকা কুনতা গাফফারান, ফারছিলিছ সামা- আ আলায়না মিদরা-রান।

আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আমারতানা বিদুআ-ইকা ওয়া ওয়াআদ্‌তানা ইজাবাতাকা ফাকাদ দাআউনা কামা আমারতানা ফাছতাজিব লানা কামা ওয়াআদ্‌তানা।

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাদের জন্য পানি দাও, যা মুসিবত থেকে মুক্তি দেয়। এর ফল এবং পরিণাম ভাল হয়। স্বভাব অনুকূল হয়। এটা পরিতৃপ্তকারী এবং ভূমি উর্বরকারী। সাধারণভাবে প্রবাহমান এবং ব্যাপকভাবে চলমান হয়।

হে আমার প্রভু! আমাদের কাছে পানি পাঠাও। আমাদেরকে পানি থেকে বঞ্চিত লোকের অন্তর্ভুক্ত করোনা। হে আমাদের রব! এমন পানি আমাদেরকে দাও যা আযাব না হয়। আমাদের ক্ষেতকে ভাসিয়ে নেয় এমন পানি দিয়োনা।

আমাদেরকে দুর্দশায় ফেলে এমন পানিও দিয়োনা। আমাদের ঘরবাড়ি ধসে ফেলে এমন পনিও দিয়োনা।

হে আল্লাহ! জনপদ এবং তোমার বান্দাদের মাঝে বড় অসহায়ত্ব এবং ক্ষুধামন্দা সৃষ্টি হয়েছে। তারা বড় দুঃখ-দুর্দশায় কালাতিপাত করছে। এ সব থেকে নিস্কৃতির আবেদন তোমার কাছে পেশ করছি। আমরা তুমি ছাড়া আর কারো কাছে আবেদন করছিনা। আমাদের ক্ষেত খামারকে সবুজাভ করে দাও। আমাদের পশুদের দুধ বাড়িয়ে দাও। আমাদের উপর আসমানের বরকত অবতরণ কর। ভূমির উর্বরতা দ্বারা আমাদের ফসলের ফলন দাও যা দেখতে নয়নাভিরাম এবং চিত্তাকর্ষক মনে হয়।

প্রভু! আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট থেকে রক্ষা কর। তুমি ছাড়া আর কেউ নাই যে আমাদেরকে এই কষ্ট থেকে রক্ষা করতে পারে।

প্রভু! আমরা তোমারই দান চাই। কারণ তুমিই দাতা। প্রভু! আমাদের উপর বর্ষণের মেঘ দাও।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তোমার কাছে দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছ, তুমি দোয়া গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। তাই তোমার নির্দেশ অনুযায়ী আমরা তোমার কাছে দোয়া করছি। সুতরাং তোমার ওয়াদা অনুযায়ী তুমি আমাদের ফরিয়াদ মঞ্জুর কর।

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত আছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قُحُوطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ ﷺ وَحَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ ﴿ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبِطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ أَوْ حَوَّلَ

www.AmarIslam.com

رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَنْشَأَ اللهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللهِ فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السُّيُولُ فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ.

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, একদা সাহাবারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বৃষ্টি না হওয়ার অভিযোগ করেন। তখন হুজুর ঈদগাহে মিম্বর স্থাপনের নির্দেশ দিয়ে মানুষকে একদিন ঈদগাহে সমবেত হতে এবং নিজেও তাশরীফ নেয়ার সময় দিলেন। মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, নির্দিষ্ট দিনে হুজুর নিজের কক্ষ থেকে বের হলেন। তখন সূর্য লালিমা ছড়িয়ে উদয় হচ্ছিল। তিনি ঈদগাহে তাশরীফ নিয়ে মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হলেন। আল্লাহর তাকবীর এবং তাহ্মীদ করলেন। অতঃপর বললেন,,তোমরা বৃষ্টি বিলম্বের কারণে জনপদে দুর্ভিক্ষ হওয়ার অভিযোগ করেছ। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি অঙ্গীকার করেছেন যে, যদি তোমরা আল্লাহকে ডাক, তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবেন। এর পর ছরকারে আলম বলেন যে, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। যিনি দয়ালু, করুণাময় এবং প্রতিদান দিবসের অধিপতি। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। হে আল্লাহ! তুমিই প্রকৃত উপাস্য। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই। হে আল্লাহ তুমি অমুখাপেক্ষী, আমরা মুখাপেক্ষী। আমাদের উপর করুণার বারি বর্ষণ কর। আর যে বিষয়কে তুমি শক্তি এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নাযিল করেছ, সেটাকে আমাদের জন্য উপকারী কর। একথাগুলো বলে তিনি তার দু'হাত মুবারক উত্তোলন করেন, এত বেশি উত্তোলন করেন যার কারণে তার বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পেতে থাকে। অতঃপর উপস্থিত জনতার দিকে পৃষ্ঠ করে নিজের চাদর শরীফকে উল্টালেন। কিন্তু এর মধ্যেও তাঁর হাতযুগল উপরে উঠানো অবস্থায় ছিল। এর পর উপস্থিত জনতার দিকে মুখ ফেরালেন। মিম্বর থেকে অবতরণ করেন এবং দুই রাকাত নামায আদায় করেন। এই সময়ে মেঘ আকাশে পরিদৃষ্ট হলো। সাথে বিজলি ও গর্জন ছিল। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশক্রমে বর্ষণ শুরু হলো। এখনো তিনি ঈদগাহ থেকে মসজিদে যাননি, তখন ভারী বর্ষণের কারণে নালা-নর্দমার পানির স্রোত বইতে শুরু করল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মানুষকে বেলকনির দিকে হাঁটতে দেখলেন, তখন তার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুখবিয়াবে মুচকি হাসির আভা পরিদৃষ্ট হলো। তাঁর দাঁতসমূহ মুক্তার মত দেখাতে লাগল। এই অবস্থায় বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক কিছুর উপর ক্ষমতাবান। নি:সন্দেহে আমি আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং তাঁর রাসুল।[১৫০]

কুসুফের নামায

সূর্যগ্রহণের সময় যে নামায পড়া হয় তাকে কুছুফের নামায বলা হয়। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সূর্য গ্রহণকে সুলক্ষণ মনে করা হয় না। কারণ পৃথিবীবাসীর উপর সূর্য গ্রহণের ফল ভাল হয়না। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণ কালে দু'রাকাত নামায পড়ার তাগিদ দিয়েছেন।

কুসুফের নামায সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। গ্রহণ শুরু হওয়া থেকে এর পরিপূর্ণ আলো পুনরায় ফিরে না আসা পর্যন্ত এই নামাযের সময়।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِّ بْنِ عَمْرٍو ﷺ أَنَّهُ قَالَ : لَمَّا كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نُودِيَ إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ فَرَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ جُلِّيَ عَنْ الشَّمْسِ قَالَ : وَقَالَتْ : عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُّ عَنْهَا مَا سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهَا.

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সূর্য গ্রহণ হয়েছিল, তখন তিনি একজন ডাহুককে নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে নামায শুরু হওয়ার কথা ডাক দিয়ে বলে দেয়। অতঃপর ছরকারে আলম মসল্লায় তাশরীফ নিয়ে যান এবং দু'রাকাতের মধ্যে দু' রুকু আর চার সিজদা দীর্ঘ করেন। হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন যে, আমি ইতিপূর্বে এত দীর্ঘ রুকু ও সিজদা দেখিনি।[১৫১]

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ : انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا قَدْرَ نَحْوِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ

---

[১৫০]. সুনানে আবু দাউদ, بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الِاسْتِسْقَاءِ খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪০২, হাদীস : ৯৯২

[১৫১]. বুখারী শরীফ, بَاب طُولِ السُّجُودِ فِي الْكُسُوفِ খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৭১, হাদীস : ৯৯২

رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَتْ الشَّمْسُ، فَقَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَفَفْتَ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قَالُوا بِمَ يَا رَسُولَ اللهِ: قَالَ : بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللهِّ قَالَ بِكُفْرِ الْعَشِيرِ وَبِكُفْرِ الْإِحْسَانِ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ হয়। তখন ছরকার কুছুফের নামায আদায় করেন। সাহাবাগণ তাঁর অনুসরণ করেন। এই নামাযে হুজুর এত দীর্ঘ কিয়াম করেন যাতে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা যায়। অতঃপর দীর্ঘ রুকু করেন। অতঃপর রুকু থেকে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ কিয়াম করেন যা প্রথম কিয়াম থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। অতঃপর রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সিজদা করেন। তারপর সিজদা থেকে উঠে কিয়াম করেন। কিন্তু এটা প্রথম রাকাতের কিয়াম থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। অতঃপর দীর্ঘ রুকু করেন; কিন্তু এটা প্রথম রাকাতের রুকু থেকে সংক্ষিপ্ত ছিল। তারপর রুকু থেকে উঠে সিজদা করেন। তারপর নামায শেষ করেন। এই সময়ের মধ্যে সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে পূর্ণরূপে আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তখন ছরকার ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন থেকে চাঁদ-সূর্য হলো দু'টি নিদর্শন। এর উপর কারো জন্ম-মৃত্যুর প্রভাব পড়ে না। যখন চাঁদ-সূর্যের গ্রহণ দেখ তখন আল্লাহকে স্মরণ কর। সাহাবাগণ আরজ

করেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা দেখেছি যে, আপনি এই জায়গায় কোন বস্তুকে ধরেছেন। অতঃপর আমরা দেখেছি যে, আপনি কিছুটা পিছু হটেছেন। হুরকার বলেন, আমি জান্নাত দেখে সেখান থেকে একটি ফলের তোড়া নেয়ার খেয়াল করেছিলাম। যদি আমি সেই তোড়া নিতাম, তাহলে তোমরা কিয়ামতাবধি সে ফল খেতে পারতে। কিন্তু যখনই আমি দোযখ্‌কে দেখেছি, তখন এর চেয়ে ভয়ানক দৃশ্য আর আমার নজরে কিছু পড়েনি। আমি দেখেছি যে, দোযখের অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। সাহাবাগণ আরজ করেন, এর কারণ কি? তখন সরকার বলেন, তাদের অবাধ্যতা। বলা হলো, তারা কি আল্লাহর নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা করে? উত্তর দেয়া হলো, স্বামীদের অনুগ্রহকে তারা অস্বীকার করে। উপকার ভুলে যায়। যদি তোমরা দীর্ঘ সময় জুড়ে তাদের উপকার কর আর ঘটনাক্রমে যদি একবার করতে না পার এবং সেটা যদি তাদের ইচ্ছার বিপরীত হয়, তাহলে তারা বলবে যে, আপনি কখনো আমার কোন উপকারই করেননি।[১৫২]

মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا أَرْمِي بِأَسْهُمِي فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهُنَّ وَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى مَا يَحْدُثُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي انْكِسَافِ الشَّمْسِ الْيَوْمَ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَدْعُو وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيُهَلِّلُ حَتَّى جُلِّيَ عَنْ الشَّمْسِ فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরাহ রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, আমি একদা মদীনা তায়য়িবাহ'তে ছিলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনো দুনিয়াতে ছিলেন। তখন সূর্যের গ্রহণ হয়। আমি তীর নিক্ষেপ করে পালালাম। আর ভাবলাম যে, আল্লাহর কসম! আমি এই সময়ে রাসূল কি করেন তা দেখব। যখন রাসূলের সকাশে উপস্থিত হই, তখন দেখলাম যে, তিনি নামায পড়াচ্ছিলেন। হাত উত্তোলিত অবস্থায় আছেন। তাঁর বরকতময় মুখে তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল, তাকবীর উচ্চারিত হচ্ছিল। আল্লাহর কাছে দোয়ায় রত আছেন। যখন অন্ধকার চলে যায়, তখন দু'রাকাতের মধ্যে দু'টি সূরা তিলাওয়াত করেন।[১৫৩]

[১৫২]. মুসলিম শরীফ, اب مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৫৭, হাদীস : ১৫১২

[১৫৩]. মুসলিম শরীফ, اب مَا عُرِضَ عَلَى النَّبِيِّ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৬৬, হাদীস : ১৫১৯

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ : خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَزِعًا يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ فَأَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ قَطُّ يَفْعَلُهُ وَقَالَ هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ ﴿يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ﴾ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ.

হযরত আবু মুসা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে– একদা সূর্য গ্রহণ হয়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব ভয় পান, যেভাবে কিয়ামতের ভয় হবে। এ সময় তিনি মসজিদে তাশরিফ নেন। তিনি দীর্ঘ কিয়াম, লম্বা রুকু-সিজদার সাথে এমন নামায পড়েন যে, এর আগে তাকে আমি এভাবে করতে দেখিনি। অতঃপর তিনি বলেন, এটা আল্লাহর নিদর্শনাবলির একটি। এটা তিনি তাঁর বান্দাদেরকে দেখান। কারো জন্ম-মৃত্যুর উপর প্রভাব ফেলে না। বরং আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। যদি তোমরা এমন অবস্থার শিকার হও, তাহলে আল্লাহকে ভয় করবে, দোয়া করবে এবং তাঁর কাছে মাগফিরাত চাইবে।[১৫৪]

নামাযের নিয়ম

সুন্নত হলো, নামায জামে মসজিদে আদায় করা। ইমাম সাহেব দু'রাকাত নামায পড়াবেন। প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমার পর সানা, তাআউজ, সূরা ফাতিহা পড়ে সূরা বাকারা পাঠ করবে। তারপর এত দীর্ঘ রুকু করবে যে, একশত আয়াতের পর "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ" বার বার বলতে থাকবে। অতঃপর "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" বলে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে এবং সূরা ফাতিহা পড়বে, এর পর সূরা আলে ইমরান পড়ে দ্বিতীয় বার রুকু করবে, এটা ১ম রুকু থেকে সংক্ষিপ্ত হবে।

তার পর মাথা উঠাবে এবং সিজদায় যাবে। রুকুর ন্যায় সিজদার মধ্যেও এত দীর্ঘ করবে যে, প্রত্যেক সিজদায় একশত আয়াত পরিমাণ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" পড়বে। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা

[১৫৪]. বুখারী শরীফ, بَاب الذِّكْرِ فِي الْكُسُوفِ খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৮৪, হাদীস : ৯৯৯

ফাতিহা পড়ে সূরা নিসা পড়বে। অতঃপর ১ম রাকাতের ন্যায় দীর্ঘ রুকু করবে। তারপর মাথা উঠাবে এবং সোজা দণ্ডায়মান হয়ে সূরা ফাতিহার পর সূরা মায়িদা পড়বে। যদি এই সূরাগুলি ভালভাবে মুখস্থ না থাকে, তাহলে এগুলোর সমপরিমাণ অন্য সূরা পড়বে। যদি কিছুই পড়তে না পারে, তাহলে সূরা ইখলাস পড়বে। তা এত পরিমাণ হতে হবে, যা উল্লেখিত সূরা সমূহের সমান হয়।[১৫৫]

প্রত্যেক রাকাতে কিরাতের পরিমাণ

প্রথম রাকাতে দ্বিতীয় কিয়ামে কিরাত প্রথম কিরাতের চেয়ে ৩/২ আয়াত বেশি হবে। আর তৃতীয় কিয়ামের মধ্যে (দ্বিতীয় রাকাতের ভিতর) কিরাতের পরিমাণ প্রথম কিয়ামের কিরাতের চেয়ে ২/১ গুণ দীর্ঘ হবে। আর চতুর্থ কিয়ামের মধ্যে কিরাতের পরিমাণ তৃতীয় কিয়ামের কিরাতের চেয়ে ৩/২ আয়াত বেশি হবে। এই ভাবে প্রত্যেক তাসবীহের (রুকু এবং সিজদার) পরিমাণ প্রত্যেক কিয়ামের কিরাতের পরিমাণের চেয়ে ৩/২ আয়াতের বেশি হবে। দ্বিতীয় রাকাতের মধ্যে রুকু, সজিদা এবং তাশাহ্হুদের পর সালাম ফিরাবে। এইভাবে এই নামাযের মধ্যে চার রুকু আর সিজদা করবে। অর্থাৎ প্রত্যেক রাকাতের মধ্যে দু'টি রুকু হবে। মানুষ নামাযে ব্যস্ত হবে। আর যখন গ্রহণ শেষ হবে, তখন নামায হালকা করে দেয়া মুস্তাহাব। কিন্তু নামাযকে বন্ধ করা যাবে না। এই নামায ঘরের মধ্যেও পড়া জায়েয। কিন্তু মসজিদে পড়া উত্তম।

খুসুফের নামায

চন্দ্র গ্রহণের সময় যে নামায পড়া হয় তাকে "খুসুফের নামায" বলা হয়। খুসুফের নামায একাকী পড়া জায়েয। এটাতে জামাতে পড়া সুন্নাত নয়। প্রত্যেকে নিজস্ব নিয়মে দু'রাকআত নামায পড়বে। অতঃপর দোয়া, তাসবিহ এবং জিকির করা উচিত। গ্রহণের সময় দরিদ্র এবং অভাবীদেরকে সদকা-খয়রাত করা ভাল।

গ্রহণের নামাযের দলীল সে হাদিস, যা হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগে একবার সূর্যগ্রহণ হয়। তখন হুজুর ঈদগাহে তাশরীফ নেন। সেখানে পৌঁছে তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলেন। লোকেরাও তাঁর অনুসরণ করেন। এতঃপর তিনি উচ্চস্বরে কিরআত পড়েন আর দীর্ঘ কিয়ামের পর রুকু করেন। অতঃপর মাথা মুবারক তুলে "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" বলেন। এরপর দীর্ঘ কিরআত পড়েন, তারপর

---

১৫৫. গুনয়াতুত তালেবীন

রুকু করেন। তারপর দাঁড়ান। অতঃপর সিজদা করেন। অতঃপর মাথা উঠান। এরপর সিজদা করে দণ্ডায়মান হন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় রাকাতও এইভাবে আদায় করেন। এভাবে পুরো নামাযে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি সিজদা করেন। নামাযের পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে, চাঁদ-সূর্য আল্লাহ তা'আলার দু'টি নিদর্শন। এর মধ্যে কারো জন্ম-মৃত্যুর সম্পর্ক নাই। তোমরা গ্রহণ দেখলে নামায পড়তে শুরু করবে।

অপর হাদিসে আছে যে, হুজুরের যুগে এক সময় সূর্যগ্রহণ হয়। তখন জনগণকে জমায়েত করে দু'রাকআত নামায আদায় করেন। এর পর তিনি বলেন, চাঁদ-সূর্য আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন। কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে এদের গ্রহণ হয় না। তোমরা গ্রহণ দেখলে আল্লাহর জিকির করবে। লোকেরা বলেন, হে আল্লাহ রাসূল! আমরা আপনাকে দেখেছি যে, আপনি আপনার জায়গা থেকে কিছু নিয়েছেন। তারপর দেখলাম আপনি পিছু হটেছেন। উত্তরে তিনি বলেন, আমি জান্নাত অবলোকন করেছি। সেখান থেকে ফলের তোড়া নিতে চেয়েছি। যদি নিতাম, তাহলে তোমরা কিয়ামতাবধি খেতে পারতে। আর আমি আগুন দেখেছি, কিন্তু আজকের মত ভয়ানক দৃশ্য আর কখনো দেখিনি। দোযখের মধ্যে আমি মহিলাদের সংখ্যা বেশি দেখেছি। লোকেরা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি কারণে? উত্তরে তিনি বলেন, কুফরীর কারণে। বলা হলো, তারা কি আল্লাহর কুফরী করে? তিনি বলেন– স্বামীর কুফরী করে এবং উপকার ভুলে যায়। তোমরা যদি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাদের উপকার কর, আর হঠাৎ কোন কারণে যদি কোন দিন করতে না পার, তাহলে তারা বলবে যে, তুমি কখনো তার জন্য কিছুই করনি।

এই হাদিস দ্বারা জানা যায় যে, গ্রহণের সময় আল্লাহর ভয় জাগ্রত করা দরকার। আল্লাহর সমীপে অনুশোচনা ও অনুতাপ করতে হবে। অপরাধ মাফ চাইতে হবে এবং দু'রাকাত নফল নামায আদায় করতে হবে।

তাওবার নামায

তাওবা করা প্রত্যেক মানুষের জন্য ফরযে আইন। সুতরাং যখন কোন মানুষ অপরাধ করে ফেলে, তখন তার জন্য কর্তব্য হলো, আল্লাহর দরবারে অনুতপ্ত হওয়া এবং তাওবা করা। এমনিতেও সর্বদা আল্লাহর কাছে অপরাধ মার্জনা কামনা করা দরকার। কিন্তু যখনই কোন অপরাধ হয়ে যায়, তখনই সে গুনাহ থেকে তাওবা করে নেবে। ত্বরীকতপন্থীদের নিয়ম হলো, অতীত জীবনের অপরাধের জন্য লজ্জাবোধ করা। কারণ অপরাধের উপর লজ্জাবোধ করাই প্রকৃত তাওবা। তাই, কোন মানুষ যদি কোন অপরাধ করে ফেলে, তাহলে লজ্জিত হয়ে

অজু করে আল্লাহর সকাশে উপস্থিত হয়ে দু'রাকাত নফল পড়ে নেবে। এটাই হলো- "তাওবার নামায"। সাথে সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার করবে যে, আগামীতে এরূপ অপরাধ আর করবে না। তখন আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময় তাঁর বান্দাকে মাফ করে দেবেন। তাওবার নামায নিম্নোক্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾.

হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু আমাকে বলেন, আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু সত্যই বলেছেন যে, আমি আল্লাহর রাসূলের কাছে শুনেছি। তিনি বলেন, যদি কোন মানুষ কোন অপরাধ করে ফেলে, তাহলে তার উচিত হবে যে, অজু করে নামায পড়ে নেয়া এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা। তখন তাকে ক্ষমা করা হয়। তারপর এই আয়াত পাঠ করেন- "আর সে যখন কোন বেহায়াপনা কিংবা নিজের উপর জুলুম করে বসে; অতঃপর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের অপরাধের মার্জনা প্রার্থনা করে তখন তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।[১৫৬]

সুফীগণের কাছে প্রচলিত তাওবার আরেকটি নিয়ম হলো, কোন সত্যানুসন্ধানী যদি উপযুক্ত পীর সাহেবের কাছে বাতেনী পথ নির্দেশনার জন্য যায়, তখন তিনি তাকে সবকিছুর আগে তাওবার শিক্ষা দেন। তিনি তাকে জোর দিয়ে বলেন, যাও, ভালভাবে অজু-গোসল করে আস। সে যখন পোশাক-পরিচ্ছেদ এবং শরীর পবিত্র করে আসে, তখন পীরে কামেল দু'রাকআত "সালাতুত্ তাওবাহ" পড়তে নির্দেশ দেন। অতঃপর পীরে কামেল তার প্রতি তাওয়াজ্জুহ্ প্রদান করেন। সে তাওয়াজ্জুহ থেকে লোকটির অন্তরের উপর তাওবাহ'র দ্যূতি ছড়িয়ে পড়ে। এ অবস্থায় লোকটি অঝোরে ক্রন্দন করে, আর ধড়ফড় করতে করতে আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফ চায় এবং করুণা ভিক্ষা করে। তার অতীত অপরাধের লজ্জাবোধ করতে থাকে। এ অবস্থায় খোদার কৃপা দ্বারা সে মাফ পায় এবং প্রকৃত মুমীন হয়ে যায়।

---

[১৫৬]. সুনানে তিরমিযী, بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ التَّوْبَةِ খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৭৫, হাদীস : ৩৭১

এভাবে প্রতিদিন তাহাজ্জুদের সময়ও দু'রাকাত "সালাতুত্ তাওবাহ" আদায় করা খুব বেশী উপকারী।

কলহ-বিবাদ থেকে বাঁচার নামায

এই নামায চার রাকাত বিশিষ্ট। এক সালামের সাথে এই নামায আদায় করা হয়।

১ম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর এগার বার সূরা ইখলাস। দ্বিতীয় রকাতে সূরা ফাতিহার পর দশবার সূরা ইখলাস এবং তিন বার সূরা কাফিরুন। তৃতীয় রকাতে সূরা ফাতিহার পর দশবার সূরা ইখলাস এবং তিনবার সূরা তাকাছুর। চতুর্থ রকাতে সূরা ফতিহার পর পনর বার সূরা ইখলাস এবং একবার আয়াতুল কুরসী পড়বে। অতঃপর এর সাওয়াব আল্লাহর দরবারে পেশ করবে। কিয়ামতের কঠিন মুহূর্তগুলোতে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হবেন।

এই নামায পড়তে হবে, রজবের প্রথম রাত, শা'বানের পনর তারিখের রাত, রমজানের শেষ জুমাবার দিন, উভয় ঈদের দিন, আরাফার দিন এবং আশুরার দিন।

কবরের শাস্তি থেকে বাঁচার নামায

হযরত আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দুই রাকাত নফল নামায পড়বে সে জ্বিন ও মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে এবং হাশরের দিন তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে। এই নামাযের নিয়ম হলো-

১ম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ফুরকানের শেষ রুকু, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা মু'মিনুনের শুরু থেকে "فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ" পর্যন্ত পড়বে। এমন ব্যক্তি মানব ও জ্বিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে এবং হাশরের দিন তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে।

এই নামাযিকে কবরের আজাব ও পরীক্ষা থেকে নিরাপদ রাখা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে কোরআনের জ্ঞান দান করবেন। তাকে দারিদ্র্য ও অভাব থেকে মুক্ত রাখবেন। তার মান-সম্মান বৃদ্ধি করবেন এবং তাকে কোরআন বুঝার শক্তি দান করবেন। কিয়ামতের দিন তাকে সকল প্রশ্নের উত্তরে প্রামাণিক জবাব শিখিয়ে দেয়া হবে এবং তার অন্তরে নূর দান করা হবে। অন্যরা যখন চিন্তান্বিত হবে, তখন এই নামাযির কোন চিন্তা বা শঙ্কা থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা তার চোখে নূর দান করবেন। দুনিয়ার মোহ তার অন্তরে থাকবে না। সে সত্যবাদীদের তালিকাভুক্ত হবে।

ঋণ শোধের নামায

ঋণ পরিশোধ করার নিয়তে যে নফল নামায পড়া হয় তাকে "সালাত লি আদায়িল করজ" বলে। ইশার নামাযের পর ঋণ পরিশোধ করার নিয়তে দু'রাকাত নামায আদায় করতে হয়। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার আলাম নাশরাহ, চার বার সূরা নসর এবং সাত বার সূরা ইখলাস পড়বে।

নামাযের সালাম ফিরিয়ে মসল্লায় বসে থাকবে এবং নিম্মোক্ত দোয়াটি বেশি করে পড়বে। কারণ, ঋণ পরিশোধ সম্বন্ধে হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, যে ব্যক্তি নানা রকমের চিন্তা-ভাবনা এবং ঋণে জর্জরিত, তার উচিত নিম্মোক্ত দোয়াটি অধিকহারে পাঠ করা।

اَللّٰهُمَّ أَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتُ بِهِ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ اَوْ عَلِمْتَهُ لأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ اَوِسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي الْعِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْكَرِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِي وَنُوْرَ مَدْرِيْ وَجَلاَءَ حُزْنِي وَذِهَابَ غَمِّيْ وَهَمِّيْ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা! আনা আবদুকা। ওয়াবনু আবদিকা। না-সিয়াতী বিইয়াদিকা। মা-জিন ফিইইয়া হুকমুকা আদলুন ফী ক্বাজাইকা।
আল্লাহুম্মা! ইন্নী আস্আলুকা বিকুল্লি ইসমিন্ হুয়া লাকা, ছাম্মায়তা বিহি নাফছাকা, আউ আনযালতাহু ফী কিতাবিকা, আউ আল্লামতাহু লি আহাদিম মিন খালক্বিকা আউ ইস্তাসারতা বিহি ফীল্ ইল্মিল গায়বি ইনদাকা আন তাজআলাল্ কুরআনাল কারীমা রাবীআ কালবী, ওয়া নূ-রা মাদরী, ওয়া জিলাআ হুযনী, ওয়া জিহাবা গম্মী ওয়া হাম্মী।
অর্থ : প্রভু! আমি তোমার বান্দা। তোমার বান্দার সন্তান। আমার কপাল তোমার হাতে। আমার উপর তোমার নির্দেশ চলছে। তুমি আমার জন্য ন্যায়পরায়ণ নির্দেশ চালু কর।
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাচ্ছি যে, তোমার সকল নামের ওসিলা যেগুলো তুমি তোমার জন্য নির্ধারণ করেছ এবং তোমার কিতাব পবিত্র কুরআনে লিখেছ, অথবা সৃষ্টির কাউকে শিখেয়েছ এবং অদৃশ্য জ্ঞানের মধ্যে তাকে মনোনিত করেছ, আমার বক্ষকে আলোকিত করে দাও, যাতে চিন্তা-শঙ্কা দূর হয়ে যায়। এগুলোর

www.AmarIslam.com

ভালবাসা আমার অন্তরে দান কর, তাহলে এগুলোর দ্বারা মানুষের দুঃখ-চিন্তা অবশ্যই দূরিভূত হয়ে যাবে এবং খুশীতে অন্তর উম্মুক্ত হয়ে যাবে।
উপস্থিত একজন আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! যে এ শব্দগুলো ভুলে যায় সে তো দেউলিয়া হয়ে যাবে, বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা এ শব্দগুলো খুব ভালভাবে শিখে নাও, অন্যদেরকে শেখাও। যে লোক এই শব্দ দিয়ে আল্লাহকে ডাকবে, আল্লাহ তা'আলা তার চিন্তাকে দূর করে দেবেন এবং বেশি আনন্দ ও খুশী দান করবেন।

হযরত মা আয়েশা (রাঃ)'র প্রতি সিদ্দিকে আকবব (রাঃ)'র বাণী

মুমিন জননী আয়শো সিদ্দীকা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, একদা আবু বকর সিদ্দিক রাদিআল্লাহু আনহু আমার নিকট তাশরীফ আনেন এবং বলেন, হে আয়েশা! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যে দোয়াটি শিখিয়েছেন সেটা কি তুমি শুনেছ? এটা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামও তার সহচরদেরকে শেখাতেন। সে দোয়াটি যদি পড় তাহলে এর বরকতে তুর পর্বত সমান ঋণ হলেও পরিশোধ হয়ে যাবে। সে দোয়াটি হলো–

اَللّٰهُمَّ يَا فَارِجَ الهَمِّ ، كَاشِفَ الْغَمِّ ، مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ ، رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَرَحِيْمُ الآخِرَةِ، أَسْئَلُكَ أَنْ تَرْحَمَنِي بِرَحْمَةٍ مِّنْ عِنْدِكَ تُغْنِيْنِي بِهَا عَنْ مَّنْ سِوَاكَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা! ইয়া ফারিজাল হাম্মি, কা-শিফাল গাম্মি, মুজী-বা দাওয়াতিল মুধত্বাররী-না, রাহ্মানাদ্ দুন্ইয়া ওয়া রাহীমাল আ-খিরাতি, আস্আলুকা আন তারাহামনী বিরাহ্মাতিম মিন ইনদিকা তুগনী-নী বিহা, আম মান্ ছিওয়াকা।
অনুবাদঃ হে আল্লাহ! তুমি গিট উম্মুক্তকারী। দুঃখ-দুর্দশা দূরিভূতকারী। অসহায়দের প্রার্থনা কবুলকারী। তুমি দুনিয়াতে রাহমান আর পরকালে রাহীম। আমি তোমার কাছে আবেদন করছি যে, আমার উপর তোমার করুণা বর্ষণ কর। তোমার দয়া দ্বারা আমাকে অপর থেকে অমুখাপেক্ষী করে দাও।

হযরত হাসান বসরীর বন্ধুর ঘটনা

ঋণ পরিশোধ করার জন্য হযরত হাসান বসরীর বর্ণিত আরেকটি দোয়া আছে। হযরত হাসান বসরীর কাছে তার একজন বন্ধু এসে বলল, হে আবু সায়ীদ! (আবু সায়ীদ হাসান বসরীর উপনাম) তুমি আমাকে "ইসমে আ'জম"টি শিখিয়ে দাও। এর বরকতে আমার ঋণগুলো শোধ হয়ে যাবে। হযরত হাসান

www.AmarIslam.com

বসরী বলেন, তুমি ইসমে আ'জম শিখলে ওজু করে আস। এটা শুনে লোকটি গিয়ে ওজু করে আসল। অতঃপর হাসান বসরী বললেন–

يَا اللهُ يا اللهُ، أَنْتَ اللهُ، أَنْتَ اللهُ، بَلَى وَاللهِ أَنْتَ لاَ اِلَهَ اِلاَّ أَنْتَ اللهُ، اللهُ، اللهُ، وَاللهِ

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ اَقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَارْزُقْنِي بَعْدَ الدَّيْنِ.

উচ্চারণ: ইয়া আল্লাহু! ইয়া আল্লাহু! আনতাল্লাহু, বালা- ওয়াল্লাহী, আনতা লা-ইলা-হা, ইল্লা আন্তা, আল্লাহ, আল্লাহু, আল্লাহু ওয়াল্লা-হু, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ইক্বজী আন্নী আদদায়না, ওয়ারযুকনী- বা'দাদ দায়নি।

তার বন্ধু এই শব্দগুলি পড়ার পর চলে গেলেন। যখন সকাল হল, তখন একজন বুযুর্গ তার সামনে একটি থলে রেখে যান। এ থলেতে এক লক্ষ দেরহাম ছিল। থলের মুখে লেখা ছিল, যদি তুমি আরো বেশি চাইতে, তাহলে তাও দেয়া হতো। তুমি জান্নাত চাওনি কেন?

এই বুযুর্গ হাসান বসরীর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনা অবহিত করলেন। তিনি বুযুর্গের সাথে তার বন্ধুর ঘরে গেলেন। দেরহাম স্বচক্ষে দেখলেন। তার বন্ধু বললেন, আমার লজ্জা হচ্ছে যে আমি জান্নাত চাইলাম না। হযরত হাসান বসরী বললেন, শিক্ষাদাতা তোমাকে তোমার কল্যাণের জন্য ইসমে আ'জম শিখিয়েছেন, তুমি কথাটি গোপন রাখবে।[১৫৭]

মুসীবত থেকে মুক্তির উদ্দেশ্য নফল নামায

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহু এবং হযরত ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহাকে এই দোয়াটি শিখিয়েছেন এবং বলেছেন যে, যখন তোমাদের উপর কোন মুসীবত আসবে, কোন শাসক কর্তৃক জুলুমের ভয় হবে এবং তোমাদের কোন পশু নিখোঁজ হয়ে যাবে, তখন ভালভাবে ওজু করে দু'রাকাত নফল নামায পড়ে উভয় হাত উপরে তুলে এই দোয়াটি পড়–

يَا عَالِمُ الْغَيْبِ وَالسَّرَائِرِ يَا مُطَاعُ يَا عَزِيْزُ يَا عَلِيْمُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا هَازِمُ

الأَحْزَابِ لِمُحَمَّدٍ يَا كَائِدُ فِرْعَوْنَ لِمُوْسَي عَلَيْهِ السَّلاَمِ مِنْ يَدِ ظَلَمَةٍ وَيَا مُخْلِصُ

قَوْمِ نُوْحٍ مِنَ الْغَرَقِ يَا رَاحِمُ عَبْدِهِ يَعْقُوْبَ عَلَيْهِ السَّلاَمِ يَا مُنْجِي ذِيْ النُّوْنِ

১৫৭. গুনয়াতুত তালেবীন

مِنَّ الظُّلُمَاتِ الثَّلاَثِ يَا فَاعِلُ كُلَّ خَيْرٍ يَا هَادِيْنَا إِلَي كُلِّ خَيْرٍ يَا ذَالُّ عَلَى كُلِّ

خَيْرٍ وَيَا أَهْلَ الخَيْرَاتِ أَنْتَ اللهُ رَغِبْتُ إِلَيْكَ فِيْمَا قَدْ عَلِمْتُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ

الْغُيُوْبِ أَسْئَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ.

উচ্চারণ: ইয়া আ-লিমাল্ গায়বি ওয়াস্ সারাইর! ইয়া মুত্বাউ! ইয়া আযী-যু! ইয়া আলী-মু! ইয়া আল্লাহ! ইয়া আল্লাহু! ইয়া আল্লাহু! ইয়া হা-যিমাল্ আহযা-ব্ লিমুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা, ইয়া কা-ইদা ফিরআউনা, লিমু-ছা আলাইহিস সালাম, মিন ইয়াদিন্ জুল্মাতিন। ইয়া মুখ্লিসা কাউমি নু-হিম মিনাল গারাকী ইয়া রা-হিমা আবদিহি ইয়া'কু-ব আলাইহিস সালাম, ইয়া মুনজী জীন্ নু-নি মিনায জুলমা-তিছ ছলাছি। ইয়া ফাইলা কুল্লি খায়রিন ইয়া হাদিয়ান ইলাকুল্লি খাইরিন। ইয়া দা-লুল্ আলাকুল্লি খাইরিন। ওয়া ইয়া আহ্লাল খায়রাতি আনতাল্লা-হু রাগিব্তু ইলাইকা ফীমা ক্বাদ আলিমতা ওয়া আনতা আল্লামুল্ গুয়ুবি আস্আলুকা আন্ তুসাল্লী আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আ'লা আ-লি মুহাম্মদিন।

অনুবাদ : হে অদৃশ্য এবং রহস্যের জ্ঞানী! বস্তুর প্রত্যাবর্তন তোমারই দিকে। তুমি সবার হৃদয়ে প্রিয়। হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! তুমি তোমার রাসূলের শত্রুদেরকে পরাভূতকারী। তুমি মুছার জন্য ফিরআউনকে শাস্তি দিয়েছ।

হে নু'হ জাতিকে ডুবে যাওয়া থেকে মুক্তিদাতা! উয়া'কুব আলাইহিস সালামের অঝোর কান্নার উপর তুমি করুণা করেছ। ইউনুছ আলাইহিস সালামকে তিনটি অন্ধকার থেকে মুক্তি তুমিই দিয়েছ।

হে মা'বুদ! সকল কল্যাণ ও মঙ্গল তুমিই সৃষ্টি করেছ। তুমিই সকল কলাণ্যের পথ প্রদর্শক, তুমিই সকল কল্যাণের মালিক। হে আল্লাহ্! যে বস্তুকে তুমি উপকারী মনে করা, তার জন্য আমি প্রার্থনা করছি। তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পরিবার-পরিজনের উপর দরূদ প্রেরণ কর।[১৫৮]

অন্তরের শান্তির জন্য নামায

অন্তরের শান্তির জন্য এই নামায আদায় করা হয়। এই নামায দ্বারা মনে খুব তাড়াড়াতি প্রশান্তি আসে। এই নামায দু'রাকাত যে কোন সময় এই নামায পড়া যায়। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর দশবার করে সূরা ইখলাস পড়বে,

১৫৮. গুনয়াতুত তালেবীন

তার সাথে "فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" পঞ্চাশ বার পড়বে। সালাম ফিরিয়ে নিম্মোক্ত দোয়াটি দ্বারা মুনাজাত করবে।

يَا اللهُ يَا رَحْمٰنُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا مُسَبَّحًا بِكُلِّ لِسَانٍ يَا كَافِيَ مُحَمَّدٍ نِ الْأَحْزَابِ وَيَا كَافِيَ إِبْرَاهِيمَ النِّيْرَانِ يَا كَافِيَ مُوسٰي فِرْعَوْنَ يَا كَافِيَ عِيْسٰي الْجَبَابِرَ يَا كَافِيَ نُوحًا الْغَرَقَ وَيَا كَافِيَ لُوطًا فُحْشَ قَوْمِهِ يَا كَافِيَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰي لَا يَخَافُ وَلَا أَخْشٰي مَعَ اسْمِكَ الْعَظِيمِ.

উচ্চারণ: ইয়া আল্লাহু! ইয়া রাহমানু! ইয়া হান্নানু! ইয়া মান্নানু! ইয়া মুছাব্বিহান বিকুল্লি লিছানিন্, ইয়া কাফী মুহাম্মাদানিল্ আহবাব ওয়া ইয়া কাফী ইবরাহী-মান নাযরানি, ইয়া কা-ফী মু-ছা ফিরআউনা, ইয়া কাফী ঈসা জাবাবিরা! ইয়া কাফী নু-হাল্ গারাক্বি, ওয়া কাফী লু-তান্ ফুহশা কাউমিহি! ইয়া কাফী মিন কুল্লি শায়ইন হাত্ তা, লা ইয়া খা-ফু ওয়ালা আখ্শা মা' ইসলামিকাল আজীম।

অনুবাদ: হে আল্লাহ! হে করুণাময়! হে স্নেহশীল! হে উপকারী! হে সেই সত্ত্বা যার পবিত্রতা প্রতিটি যবানে বয়ান করা হয়। হে সেই সত্ত্বা যার কুদরতের হস্তযুগল কল্যাণ আর পুণ্যে অবারিত! হে আহযাব থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রক্ষাকারী! হে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আগুণ থেকে মুক্তি দাতা! হে মুসা আলাইহিস সালামকে ফিরআউনের কবল থেকে উদ্ধারকারী! হে ঈসা আলাইহিস সালামকে অত্যাচারীদের হাত থেকে রক্ষাকারী! হে হযরত নুহ আলাইহিস সালামকে তুফান থেকে উদ্ধারকারী! হে হযরত লুত্ আলাইহিস সালামকে তার জাতির অপকর্ম থেকে রক্ষাকারী! হে প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী! আমাকে প্রত্যেক সে নামের ওসিলায় রক্ষা কর যা সবচেয়ে বড়।

যে ব্যক্তি এই নামায পড়বে সে চিন্তা, ধ্বংস, অপরাজয় এবং দুর্দশা থেকে রক্ষা পাবে।[১৫৭]

পুরো জীবনের কাজা নামায

পুরো জীবনের না পড়া নামায গুলোকে আদায় করে দেয়াকে "কাজায়ে উমরী" বা "উমরী কাজা" বলা হয়। নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় না করলে সেটা কাজা হয়ে যায়। কাজা নামায পরবর্তীতে দ্রুততার সাথে আদায় করে দেয়া

[১৫৭]. গুনয়াতুত তালেবীন

ভাল। কিন্তু অনেকের বহু নামায কাজা হয়ে যায়। সে নামাযগুলো জীবদ্দশায় আদায় করে দেয়াই হচ্ছে "উমরী কাজা"। আল্লাহ তা'আলা যদি সুযোগ দান করেন, তাহলে কাজা নামাযগুলো পূরণ করে দেয়া কর্তব্য।

সাধারণতঃ দায়িত্বহীনতা এবং অসাবধানতার কারণে নামায কাজা হয়। বয়স্ক লোকদের চেয়ে যুবক-তরুণদের নামায কাজা বেশি হয়। কিন্তু যেসকল তরুণ-যুবক ভাগ্যবান হয়, তারা জীবনের প্রতিটি স্তরে নামাযকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে আদায় করে। এটা তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার অশেষ দয়া এবং মেহেরবানী। যাদের উপর এই করুণা বর্ষিত হয়েছে তারা সোনালী জীবনের অধিকারী।

নামায কাজা হওয়ার মধ্যে শয়তানের অত্যাধিক ভূমিকা রয়েছে। কারণ যখন ফজরের নামাযের আজান হয়, তখন হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে ঘুম ছেড়ে জেগে উঠতে হবে। বিছানা ত্যাগ করে নামাযের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত হতে হবে। মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ দেখা যায় সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হয় বটে কিন্তু বিছানা ছাড়ে না। এপাশ ওপাশ ঘুরতে থাকে। সময় পার হয়ে যায় কিন্তু নামায আদায় করে না, ফলে কাজা হয়ে যায়। শয়তান প্ররোচনা দেয় যে, এখনো নামাযের অনেক সময় বাকী আছে, আরো কিছুক্ষণ ঘুমাও। এভাবে ঘুম আরো ঝেঁকে বসে। পরে যখন জাগ্রত হয় তখন সূর্য উঠে যায়। তাই এই অলসতা এবং প্ররোচনার শরয়ী চিকিৎসা হলো, জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে জেগে উঠার দোয়া পড়বে। এর ফলে শয়তানের প্ররোচনা অকার্যকর হবে এবং অলসতা কেটে যাবে। তখন নামাযি সতর্ক হয়ে উঠবে এবং দ্রুততার সাথে বিছানা ছেড়ে নামায পড়ে নেবে।

জোহরের নামায কাজা হওয়ার কারণ হলো, কর্ম ব্যস্ততা। শীতকালে সাধারণত দুপুর বেলায় মানুষ স্ব স্ব কেনাকাটায় ব্যস্ত থাকে। ফলে দোকানদাররা মোটেও সময় পান না। যার কারণে জোহরের নামায বাদ পড়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তরা শত ব্যস্ততায়ও কিছুক্ষণের জন্য বিরতি টেনে জামাতের সাথে নামায আদায় করে আসে। আর যারা এই চিন্তায় থাকে যে, নামায যখন পড়তে হবে, তবে কিছুক্ষণ কাজ করে নিই। তারা কাজকে বেশি প্রাধান্য দেয়। গ্রীষ্মকালে সাধারণত জোহরের সময় প্রচণ্ড গরম পড়ে। গরম থেকে বাঁচতে লোকেরা ঠাণ্ডার খোঁজে লেগে পড়ে এবং বিশ্রাম নেয়। এই ফাঁকে নামায কাজা হয়ে যায়। মূলত এসব শয়তানের কুপ্ররোচনা এবং মানুষকে আল্লাহর ইবাদত থেকে বিমুখ রাখার কৌশল বা ফাঁদ।

www.AmarIslam.com

এভাবে আসরের নামাযও অনেক বন্ধু কাজা করে ফেলে। 'এক সাথে বের হয়ে আসরের নামায পড়ে বাড়ি চলে যাব'– এই কথা বলে কাজে লেগে থাকে আর ফাঁকে সূর্য ডুবে যায়। যানবাহনে থাকা কিংবা ঘরমুখো হওয়ার কারণে মাগরিবও বাদ পড়ে যায়। আর মাগরিবের সময় মূলত সংক্ষিপ্ত। তাই পথেই সময় শেষ হয়ে যায়। এসব থেকে বাঁচতে হলে এবং সঠিক সময়ে নামায আদায় করতে হলে, নামাযের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে এবং সময়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সাথে সাথে কাজ মুলতবি রেখে মসজিদে চলে যেতে হবে। বাকী যে কোন কাজ নামাযের পরে করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবেই নামায কাজা হবে না।

ইশার সময়ে বলা হয়, 'খানা খেয়ে কিছুক্ষণ আরাম করে নিই, তারপর পড়বো'। আর খানা খাওয়ার পর তার উপর অলসতা ভর করে। বর্তমানে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় বিনোদন প্রোগ্রামগুলো দেখতে দেখতে কখন রাত গভীর হয়ে যায় টেরও পাওয়া যায় না। মোট কথা, আল্লাহর ভয় যতক্ষণ মনে স্থান পাবে না, ততক্ষণ তারা ঠিক সময়ে নামায আদায় করতে যাবে না। ঠিক সময়ে নামায আদায়ের জন্য আল্লাহর কাছে তাওফিক প্রার্থনা করতে হবে।

ফরয নামাযের কাজাও ফরয

শরীয়ত অনুমোদিত কারণ ছাড়া ফরয নামায কাজা করা কঠিন গুনাহ। সুতরাং নামায যাদের কাজা হয় তাদের কর্তব্য হলো, খাঁটি মনে তাওবা করা এবং বাদপড়া নামায আদায় করে দেয়া। কারণ তাওবাহ করলে নামায বিলম্বে পড়ার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তাওবা গৃহিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন হল, বাদপড়া নামায কাজা করে দেয়া, ভবিষ্যতে বাদ না দেয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার করা এবং নামাযকে যথা সময়ে আদায় করার চেষ্টা করা।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে তার জন্য এই নামায কিয়ামত ও কবরের মধ্যে নূর হবে এবং মুক্তির গ্যারান্টি হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে না তার জন্য এই নামাযতো ঈমানের নূর হবে না। উপরন্তু কারুন, ফেরাউন, হামান, নমরুদ এবং উবাই ইবনে হলফের সাথে তার হাশর হবে। নাউজুবিল্লাহ! এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বেনামাযিদের পরিণাম শুভ হবে না।

ফরয নামাযের কাজাও ফরয। ওয়াজিব নামাযের কাজাও ওয়াজিব। যেমন– বিতিরের নামায কাজা পড়া ওয়াজিব। মান্নত নামাযের কাজা পড়াও ওয়াজিব। কারণ মান্নত পূরণ করা ওয়াজিব। এভাবে নফল নামায শুরু করার পর

ওয়াজিব হয়ে যায়। কোন কারণে যদি নফল নামায নষ্ট হয়ে যায় বা শুরু করার পর ভেঙ্গে ফেলতে হয়, তাহলে এর কাজা পড়া ওয়াজিব।

ফজরের সুন্নত নামায খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোন কারণে তা কাজা হয়ে যায়, তাহলে সূর্য ঢলে পড়ার আগে এর কাজা করতে হবে। ঢলে পড়ার পর শুধু ফরজের কাজা পড়তে হবে। সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ এবং নফলের কাজা নাই। যদি কেউ পড়ে নেয়, তাহলে এতে কোন অসুবিধা নাই।

উমরী কাজার নিয়ত

উমরী কাজার মধ্যে একটি বিষয় হলো, কাজা নামাযে দিন-তারিখ-মাস-বৎসর কিছুই স্মরণ থাকে না, ফলে নিয়ত করতে সমস্যা হয়। তাই এর নিয়ম হলো, উমরী কাজা পড়ার সময় মনে মনে সব কাজা নামাযের প্রথম ওয়াক্তের কাজা পড়ার নিয়ত করতে হবে। যেমন– 'আমি নিয়ত করছি, আমার বালেগ জীবনের প্রথম ফজর ওয়াক্তের ফরজ কাজা আদায়ের। এই নামায আল্লাহর জন্য, আমার মুখ কা'বার দিকে করলাম– আল্লাহু আকবার।' এই ভাবে জোহর, আসর, মাগরিব, ইশা এবং বিতির।

কোন কোন ফকিহ বলেছেন, প্রত্যেক নামাযের নিয়তের সময় সর্ব প্রথম যে নামাযটি কাজা হয়েছিল, সর্বদা তার খেয়াল রাখতে হবে। যেমন– সর্বপ্রথম ফজরের দু'রাকআত ফরজের কাজার নিয়ত করলাম। আমার মুখ কা'বার দিকে আর নামায আল্লাহর জন্য– আল্লাহ আকবার। এভাবে সবার আগের জোহর, আসর, মাগরিব, ইশা এবং বিতির। এইভাবে ছয় ওয়াক্ত শেষ করে পরবর্তী দিনের কাজা পড়তে সর্বপ্রথম ওয়াক্তের নাম ধরে নিয়ত করবে।

উমরী কাজা পড়ার সময়

কাজা পড়ার কোন সময় নাই। যখন স্মরণ হয় এবং সুযোগ আসে পড়ে নেবে। কিন্তু নিষিদ্ধ সময়ে পড়বে না। যেমন– সূর্যোদয়, সুর্যস্থির এবং সূর্যাস্তের সময়।

উমরী কাজার নিয়ম

উমরী কাজা নামায পূর্ণ করার বিভিন্ন নিয়ম নিম্নে উল্লেখ করা হল–

মাসআলা ১ : যদি কোন মানুষের জীবনের কিছু অংশ নামাযের প্রতি উদাসিন অবস্থায় কেটে যায়, জীবনের এই সময়ে কোন নামাযই না পড়ে থাকে অথবা মাঝে মধ্যে কিছু নামায পড়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা যখন সুযোগ দেবেন, তখন সময় পাওয়ার সাথে সাথে উমরী কাজা পড়ে নেবে। এই সমস্ত কাজা নামাযের হিসাব রাখবে এবং বিরতিহীনভাবে পড়ে ফেলবে। এভাবে নিয়ত

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

করবে যে, অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক তারিখের। যেমন– ফজরের প্রথম অথবা দ্বিতীয় নামায পড়ছি। এভাবে নিয়ত না করলে কাজা শুদ্ধ হবে না।[১৬০]

মাসআলা ২ : যদি কারো দিন, তারিখ, মাস এবং বৎসরের সংখ্যা স্মরণ না থাকে, তখন অনুমান করবে এবং যেই সংখ্যা সবচেয়ে বেশি স্মরণ থাকবে সেটা গ্রহণ করবে। প্রত্যেক নামাযের জন্য এভাবে নিয়ত করবে যে, ফজরের যত নামায আমার দায়িত্বে রয়েছে প্রথমে সেগুলির কাজা পড়ছি। এভাবে আসর, মাগরিব, ইশা ও বিতিরের নিয়ত করবে। সব নামায আদায় হয়ে গেছে মর্মে অন্তর সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত এভাবে পড়ে যাবে।[১৬১]

মাসআলা ৩ : কাজা নামায পড়ার জন্য কোন সময় নির্ধারিত নাই। তাই নিষিদ্ধ সময় বাদ রেখে অন্য সময়ে সুযোগ পাওয়া মাত্র বর্ণিত নিয়ম মতে বিশ রাকাত পড়ে নেবে এবং এর একটা হিসাব রাখবে। এছাড়া এক সময়ের সকল নামাযও একাধারে পড়ে নেয়া জায়েয। যেমন– ফজরের সকল নামায, অতঃপর জোহরের সকল নামায ইত্যাদি।[১৬২]

মাসআলা ৪ : উমরী কাজার আরেকটি প্রচলিত নিয়ম হলো, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার সময় কাজা নামায আদায় করা। যেমন– ফজরের ওয়াক্তিয়া নামায পড়ার পর অবশিষ্ট সময়ে ফজরের উমরী কাজা যত ওয়াক্ত সম্ভব এক এক করে আদায় করে ফেলবে। এভাবে জোহরের ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করে অবশিষ্ট সময়ে জোহরের উমরী কাজা থেকে যত ওয়াক্ত সম্ভব আদায় করবে। বাকী সময় অনুরূপভাবে পড়বে।

আরেকটি নিয়ম হলো, ফজরের নামাযের আগে অথবা পরে তিনদিনের কাজা নামায পড়ে নেবে।

ফজরের দুই রাকাত ফরয। জোহরের চার রাকাত ফরয। আসরের চার রাকাত ফরয। মাগরিবের তিন রাকাত ফরয। এশার চার রাকাত ফরয এবং বিতরের তিন রাকাত ওয়াজিব। মোট : বিশ রাকাত। তিন দিনে ষাট রাকাত পড়তে পারবে।

আর যদি তিন দিনের কাজা নামায এক বেলায় পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে দুইদিন কিংবা একদিনের কাজা নামায এক বেলায় পড়ার চেষ্টা করবে। প্রতি ওয়াক্তে বিশ রাকাত কাজা নামায আদায় করার চেষ্টা করবে।

---

[১৬০]. রদ্দুল মুহতার

[১৬১]. প্রাগুক্ত

[১৬২]. প্রাগুক্ত

মাসআলা ৫ : উমরী কাজার আরেকটি নিয়ম হলো, ফজরের নামাযের আগে বা পরে পাঁচ দিনের ফজরের কাজা দশ রাকআত ফরয নামায আদায় করবে। আর যে বেলার নামায বেশী কাজা করা হয়েছে, তাও ফজরের সময় কয়েকদিন অতিরিক্ত হিসাবে পড়বে।

এভাবে জোহরের সময়ে পাঁচ দিনের জোহরের বিশ রাকআত ফরয নামায আদায় করা যাবে। আসরের সময়েও পাঁচ দিনের আসরের উমরী কাজা বিশ রাকআত ফরয পড়তে পারবে। মাগরিবের সময় পাঁচদিনের পনর রাকআত উমরী কাজা ফরয পড়া যাবে। ইশার সময়েও পাঁচদিনের ইশা ও বিতরের পঁয়ত্রিশ রাকআত ফরয ও ওয়াজিব উমরী কাজা পড়া যাবে।

মাসআলা ৬ : আসরের ফরয পড়ার আগে যে চার রাকাত সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদাহ পড়া হয়, তা না পড়ে তদস্থলে উমরী কাজা পড়া যাবে। এভাবে ইশার ফরযের আগে যে চার রাকআত সুন্নাত পড়া হয়, তদস্থলেও উমরী কাজা পড়া যাবে। অনুরূপভাবে জোহর এবং মাগরিবের নফলের স্থলে উমরী কাজা পড়া যাবে। এর কারণ হলো, নফলের উপর ফরয প্রাধান্য পাবে। তাই সর্বাবস্থায় ফরযের কাজা পূরণ করা জরুরী।

মাসআলা ৭ : বিতরের কাজা যদি ইশার নামাযের পরে পড়ে, তাহলে দোয়ায়ে কুনুতের আগে কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠাতে হবে। যদি ইশার নামায ছাড়া অন্য কোন সময়ে মসজিদের মধ্যে বিতরের কাজা পড়া হয়, তাহলে দোআয়ে কুনুতের আগে কানের লতি পর্যন্ত হাত তুলবে না। শুধু আল্লাহু আকবার বলে দোয়ায়ে কুনুত পড়বে। যাতে বিতরের নামায কাজা পড়ার বিষয়টি অন্য কোন মুসলিম ভাই জানতে না পারে। এর দ্বারা নামাজ ছেড়ে দেয়ার দোষটি গোপন করা হলো। আল্লাহ কর্তৃক বান্দার দোষ গোপন করা হলো এবং সে নিজেও অন্যের দোষ গোপন করার শিক্ষা পেল আর নামায ত্যাগ করার লজ্জা অনুভব করে ভবিষ্যতে নামায না ছাড়ার উপদেশ অর্জন করল।

মাসআলা ৮ : পবিত্র রমজানে সাহরী খাওয়ার পর ফজরের নামাযের আগে যথেষ্ট সময় থাকে। এই সময়ের উমরী কাজা পড়া যায়। কেননা সুবহে সাদিকের পর সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত শুধু নফল নামায নিষেধ। উমরী কাজা যেহেতু ফরয কাজা, তাই উমর কাজা পড়া যায়। এভাবে আসরের নামাযের পর মাগরিব পর্যন্ত শুধু নফল নামায পড়া নিষেধ। উমরী কাজা আদায় করা যাবে।

মাসআলা ৯ : হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জন্ম দিবস হিসাবে ১২ই রবিউল অউয়ালের রাত অত্যন্ত বরকত মণ্ডিত। এ রাতে বিনিদ্রা রজনী

যাপন করা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। তাই উমরী কাজা এ রাতে আদায় করার একটি মোক্ষম সময়। উমরী কাজা না থাকলে নফল ইবাদত করা উত্তম।

মাসআলা ১০ : মি'রাজ রজনীও ফজিলত মণ্ডিত সময়। এ রাতে হুজুরের মি'রাজ নসীব হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায এ রাতে আমাদের জন্য নিয়ে আসা হয়। তাই উমরী কাজা এ রাতে আদায় করার সুবর্ণ সুযোগ। উমরী কাজা না থাকলে নফল নামায, কুরআন তিলাওয়াত এবং জিকির-আজকারে ব্যয় করা উত্তম।

মাসআলা ১১ : নিস্‌ফ শা'বান বা শবে বরাতের রাতও উমঈ কাজা আদায়ের আরেকটি মহৎ সময়। নফল ইবাদতের সাথে সাথে উমরী কাজা পড়ে নেয়া উত্তম।

মাসআলা ১২ : পবিত্র রমজানের ২১, ২৩, ২৫ , ২৭ এবং ২৯ রাতকে কদরের রাত বলা হয়। দুই ঈদের রাত এবং জিলহজ্জের ৯–১২ পর্যন্ত রাতের অনেক ফজিলত রয়েছে। এ রাতগুলো উমরী কাজা আদায় করার শ্রেষ্ঠ সময়।

মৃত্যুপথ যাত্রীর কাজা নামাযের ফিদ্‌ইয়া

কোন মুসলমানের যদি কোন নামায কাজা হয়ে যায় এবং অবশেষে নামায কাজা রেখে পরপারে যাত্রা করে, তাহলে তার জন্য জরুরী হল, তার ওয়ারিশদেরকে প্রতি ফরয নামাযের বিনিময়ে ফিদ্‌ইয়া দেয়ার ওসিয়ত করে যাওয়া। এরূপ ওসিয়ত করা ওয়াজিব। এর মাসআলা নিম্নরূপ–

১. মৃতব্যক্তি তার কাজা নামাযের জন্য ফিদ্‌ইয়া দেয়ার ওসিয়ত করলে তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে কাফন, দাফন ইত্যাদি দিয়ে বাকী সম্পদের প্রয়োজনীয় অংশ দ্বারা ফরয নামাযের ফিদ্‌ইয়া দিয়ে দেবে। অন্যথায় ওয়ারিশরা গুনাহগার হবে।

২. প্রত্যেক বেলার ফরয নামায ও বিতরের ওয়াজিব নামাযের বিনিময়ে অর্ধ সা' গম ফিদ্‌ইয়া দেবে। ছয় ওয়াক্তের জন্য দশ কি: গ্রাম গম দিতে হবে। এ পরিমাণ আটা কিংবা মূল্য দিলেও আদায় হবে। প্রত্যেক নামাযের ফিদ্‌ইয়ার পরিমাণ হলো, একটি সদকায়ে ফিতরের সমান।

৩. মৃত ব্যক্তি যদি তার জীবদ্দশায় তার নামাযের ফিদ্‌ইয়া নিজেই আদায় করে দেয়, তাহলে তা জায়েয হবে না। কারণ অসুস্থ অবস্থায়ও নামায পড়তে হবে। দাঁড়াতে না পারলে বসে, বসতে না পারলে শুয়ে, শুতে না পারলে ইশারা করে হলেও নামায আদায় করতে হবে।